নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির সাংস্কৃতিক বিভাগ মাঙ্গলিকী
৭ এর পাতায়

৬০ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

সারা বাংলা জুড়ে

কলকাতা ঃ ৬০ বর্ষ, ২৩ সংখ্যা, ২০ চৈত্র – ২৬ চৈত্র, ১৪৩২ ঃ ০৪ এপ্রিল – ১০ এপ্রিল, ২০২৬

Kolkata : 60 year : Vol No.: 60, Issue No. 23, 04 April - 10 April, 2026

৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : ভোট কর্মীদের প্রশিক্ষণে প্রচার মূলক ভিডিও

চালানোর প্রতিবাদ করে রানাঘাট ১ বিডিওর উপস্থিতিতে মার খেলেন এক ভোট কর্মী। বিডিও অফিসের দুই কর্মীর বিরুদ্ধে তাঁর মাথা ফাটিয়ে দেবার অভিযোগ ওঠে। জেলা প্রশাসনের কাছে রিপোর্ট চেয়েছে কমিশন।

রবিবার : এলপিজি নিয়ে আরও দুটি ভারতীয় জাহাজ নির্বিঘ্নে পার

করল হরমুজ প্রণালী। এখনও ২০ টি ভারতীয় জাহাজ আটকে আছে বলে খবর। বাকি জাহাজগুলিকে ছাড়াতে ইতিমধ্যে প্রধানমন্ত্রী সহ অন্যরা কূটনৈতিক প্রচেষ্টা শুরু করেছেন।

সোমবার : তালসারিতে 'ভোলে বাবা পার করেগা' ধারাবাহিকের

শুটিং করতে গিয়ে সমুদ্রে ডুবে অকালে মৃত্যু হল জনপ্রিয় অভিনেতা রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের। অনুমতি না নিয়ে শুটিং স্পট বাছা, নিরাপত্তার অভাব ও মৃত্যুর কারণ নিয়ে তৈরী হয়েছে ধোঁয়াশা।

মঙ্গলবার : এতদিন কমিশনের বদলি হানার শিকার হয়েছিল নবান্ন,

লালবাজার, রাজ্য পুলিশের হেড কোয়ার্টার ও জেলা–ব্লক। এবার নির্বাচন কমিশনের 'বদলি' মিসাইল আছড়ে পড়ল পশ্চিমবঙ্গের সিইও দপ্তরেও। বদলি করে দেওয়া হল যুগ্ম সিইও সহ চার অধিকারিককে।

বুধবার : রান্নার গ্যাসের জাহাজ আটকে আছে। যোগান কম। এর

মধ্যে হোটেল–রেঁস্তোরায় ব্যবহৃত ১৯ কেজির বাণিজ্যক গ্যাসের দাম ২১৮ টাকা বেড়ে ২০০০ টাকার গন্ডি পার করে হল ২২০৮ টাকা। যদিও অপরিবর্তিত রয়েছে বাড়িতে ব্যবহৃত রান্নার গ্যাসের দাম।

বৃহস্পতিবার: এসআইআর–এ নাম বাদ পড়ায় মালদার সুজাপুরে

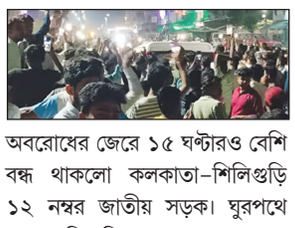

অবরোধের জেরে ১৫ ঘণ্টারও বেশি বন্ধ থাকলো কলকাতা–শিলিগুড়ি ১২ নম্বর জাতীয় সড়ক। ঘুরপথে মোথাবাড়ি দিয়ে মালদায় আসতে গিয়ে ৯ ঘণ্টা অবরোধের মুখে পড়েন এসআইআর–এর কাজে যুক্ত সাত বিচারক।

শুক্রবার: কালিয়াচকের ঘটনায় রাজ্যের মুখ্যসচিব, ডিজি, মালদহের

জেলাশাসক, এসপি–কে শো–কজ করলো সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ। এদের ৬ এপ্রিল এসআইআর মামলাতেও হাজির থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

সবজান্তা খবরওয়ালা

খুঁজে বার করতেই হবে

এরা কারা, মাথা কে?

ওঙ্কার মিত্র

মালদার কালিয়াচকে, মোথাবাড়িতে বুধবার যা হল তা ভারতের সার্বভৌমত্বের উপর চরম আঘাত। ভারতের বিচার ব্যবস্থা ও বিচারকদের উপর যারা আক্রমণ সংগঠিত করল তারা যে ভারতের নাগরিক নয় তা তাদের আচরণেই পরিষ্কার হয়ে গেছে। প্রমাণ হয়ে গেল বিচারকদের বিচার সঠিক। এবার এদের চিহ্নিত করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করার পালা সিবিআই ও এনআইএ–র।

রাজনৈতিক মহলের ধারণা মালদার এই ঘটনার ফল সুদূরপ্রসারি। বিশেষজ্ঞদের মতে এর আগে বিচারকরা পশ্চিমবঙ্গের নোংরা রাজনীতির শিকার হলেও পাশ কাটিয়ে গিয়েছেন বিচারব্যবস্থা। কোনো আগেও বাংলার বহু জায়গায় হিংসা হলেও তার তদন্তে সদর্থক ফল না মেলায় জন্ম হয়েছে আজকের কালিয়াচক ও মোথাবাড়ির। এতদিন বাংলার পরিস্থিতি নিশ্চিন্ত ঘুমে ব্যাঘাত না ঘটালেও আজ বিনিদ্র রজনী কাটাতে হচ্ছে প্রধান বিচারপতিদের। দেশের প্রধান বিচারপতিকে বলতে হচ্ছে বাংলায় সাংবিধানিক ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে এবং এর পিছনে কে তা তিনি জানেন। এবারেও যদি তদন্ত নিষ্ফলা থেকে যায় আগামী দিনে এই ভারতীয় ভূমিখন্ডের অস্তিত্ব বাঁচানো যে কঠিন হবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এই ধারণা যে অমূলক নয় তার প্রমাণ দিয়েছে কাকদ্বীপ। রামগোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে বিচার প্রক্রিয়ার জেরে বহু বৈধ ভোটারের নাম তালিকা থেকে বাদ পড়েছে–এই অভিযোগে গ্রামবাসীরা রাস্তায়

নেমে দফায় দফায় বিক্ষোভ দেখান। বিশাই মোড়ে উত্তেজনা চরমে ওঠে, যখন ক্ষুব্ধ মানুষজন রাস্তার মাঝখানে টায়ার জ্বালিয়ে অবরোধ গড়ে তোলেন এবং স্লোগানে মুখরিত করেন এলাকা। তাঁদের একটাই দাবি–যে কোনও মূল্যে ফিরিয়ে দিতে হবে ভোটাধিকার।

রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা বলছেন, নির্বাচন কমিশন পশ্চিমবঙ্গ প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিদের ওলোটপালোট করলেও যে আশানুরূপ ফল মিলল না তার কারণ এ রাজ্যের প্রশাসনের উপর থেকে নিচে যে পচন ধরেছিলো তা আজ মাথা পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছে। সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি রাজ্যের আইনজীবিদের উদ্দেশ্যে বলেছেন, আপনাদের রাজ্যে সবেতেই রাজনীতি।

মজার কথা হল এই রাজনীতিই এখন ঘটনার সব দায় ঝেড়ে ফেলতে উঠে পড়ে লেগেছে। শাসক বিরোধী দুজনেই বলছে, গভীর চক্রান্ত করে এই ঘটনা ঘটানো হয়েছে। শাসক দলের নেত্রী প্রকাশ্যে বলছেন, দেশের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী চক্রান্ত করে এই ঘটনা ঘটিয়েছেন যাতে নির্বাচন না করে বাংলায় রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করা যায়।

এরপর দুয়ের পাতায়

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর উপস্থিতি চাঙ্গা করলো রাজ্য বিজেপিকে

তৃণমূলের দাবি বহিরাগতদের ভিড়

কুনাল মালিক

২ এপ্রিল ভবানীপুর বিধানসভা কেন্দ্রে মনোনয়ন জমা দিলেন বিজেপি প্রার্থী শুভেন্দু অধিকারী। মনোনয়নের পূর্বে হাজরা মোড়ে বিজয় সংকল্প সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেখানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। উপস্থিত ছিলেন রাজ্য বিজেপির সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য্য, রাসবিহারী বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী স্বপন দাশগুপ্ত, বালিগঞ্জের বিজেপি প্রার্থী ড. শতরূপা ঘোষ, চৌরঙ্গী বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী সন্তোষ পাঠক এবং প্রাক্তন রাজ্যপাল তথা বিজেপি নেতা তথাগত রায়। বিজয় সংকল্প সভায় অমিত শাহ বলেন, আসন্ন বিধানসভা নির্বাচন উপলক্ষে বাংলায় তিনি আগামী ১৫ দিন থাকবেন। এবার বাংলায় মোদিজীর নেতৃত্বে বিজেপি সরকার গঠন হবে আগামী ৫ মে। কলকাতা, দুর্গাপুর, উত্তরবঙ্গ যেখানেই গিয়েছি মানুষ জানিয়েছে সকলেই পরিবর্তন চাইছে। মমতা ব্যানার্জির সরকার দুর্নীতিতে রেকর্ড করে ফেলেছে। এবার মমতা ব্যানার্জিকে বাই বাই টাটা করে দিন। শুভেন্দু অধিকারীর মনোনয়ন প্রসঙ্গে বলেন, শুভেন্দুদা আমাকে বলেছিলেন তিনি নন্দীগ্রামে দাঁড়াবেন। আমি তাকে বলেছিলাম শুধু নন্দীগ্রামে দাঁড়ালে হবে না ভবানীপুরে মমতা ব্যানার্জির ঘরে ঢুকে হারাতে হবে। এবার সারা রাজ্যেই তৃণমূল হারবে সেই সঙ্গে ভবানীপুরেও মমতা ব্যানার্জি হারতে চলেছেন। এবার ভোটে কোনভাবেই তৃণমূলের গুন্ডারা গুন্ডামি করতে পারবে না। ভয় মুক্ত পরিবেশে ভোট হবে। সারা ভারতবর্ষে ২১টা রাজ্যে বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এবার বাংলায় বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বামী বিবেকানন্দ, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির সোনার বাংলা তৈরি করা হবে নতুন করে। হাজরা মোড়ে সংকল্প বিজয় সভার পর একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালি আলিপুরের সার্ভে বিল্ডিং–এর দিকে মনোনয়ন পেশ করার জন্য রওনা হয়। হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিটের কাছে মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির সন্নিকটে তৃণমূলের অনুগামীরা হাতে দলীয় পতাকা নিয়ে মাথায় কালো পতাকা বেঁধে 'জয় বাংলা' স্লোগান দিতে থাকে। বিজেপি কর্মী সমর্থকরা ও 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনি এবং চোর চোর স্লোগান দিতে থাকে। **ছবি : অরুণ লোধ**

এরপর দুয়ের পাতায়

দুতরফেই চোরা স্রোত মতুয়াগড় বাগদায়

কল্যাণ রায়চৌধুরী

২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচন যতই এগিয়ে আসছে, ততই রাজনৈতিক উত্তাপ বাড়ছে সীমান্তবর্তী বাগদা বিধানসভা কেন্দ্রে। তবে এবার এই উত্তাপ শুধু রাজনৈতিক ময়দানেই সীমাবদ্ধ নেই, এর ছায়া পড়েছে ঐতিহ্যবাহী ঠাকুর পরিবারেও। কারণ, বাগদা বিধানসভাকে ঘিরে এবার মুখোমুখি হচ্ছেন একই পরিবারের দুই ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। একজন তৃণমূল সাংসদ মমতাবালা ঠাকুরের কন্যা তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী মধুপর্ণা ঠাকুর, অন্যজন বিজেপির কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুরের স্ত্রী প্রার্থী সোমা ঠাকুর। সম্পর্কের সূত্রে তাঁরা ননদ–বৌদি। ফলে এই নির্বাচনী লড়াই এখন কার্যত রূপ নিয়েছে এক পারিবারিক–রাজনৈতিক দ্বৈরথে। তৃণমূল কংগ্রেস অনেক আগেই বাগদা বিধানসভার প্রার্থী হিসেবে রাজ্যসভার সাংসদ মধুপর্ণা ঠাকুরের

নাম ঘোষণা করে দেয়। এরপর একে একে বামফ্রন্ট, কংগ্রেস, এসইউসিআই–সহ অন্যান্য দলও নিজেদের প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করে। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে কৌতূহল ছিল বিজেপির প্রার্থীকে ঘিরে। কারণ, বাগদা কেন্দ্রের রাজনৈতিক সমীকরণে মতুয়া ভোটব্যাঙ্ক যে নির্ণায়ক ভূমিকা নেয়, তা অস্বীকার করার উপায় নেই। বিজেপির নিচুতলার কর্মী–সমর্থকদের একাংশের দাবি ছিল, প্রার্থী যেন স্থানীয় তথা ভূমিপুত্র হন। এই দাবিকে ঘিরে দলের অন্দরমহলে একাধিক নাম ঘুরপাক খেতে শুরু করে। কিন্তু সেখানেই দেখা দেয় নতুন জটিলতা। বিজেপির বিভিন্ন লবি ও গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের সম্ভাবনা তৈরি হতে পারে, এই আশঙ্কায় শেষ পর্যন্ত দলীয় হাইকমান্ড ভিন্ন পথে হাঁটল। মঙ্গলবার সকালে রাজ্যের মোট ১৩টি বিধানসভা আসনে বিজেপি যখন প্রার্থী ঘোষণা করে, তখন বাগদা কেন্দ্রের জন্য সোমা ঠাকুরের নাম রাজনৈতিক মহলে আলোড়ন ফেলে দেয়।

এরপর দুয়ের পাতায়

মমতা–মোদী ভাই বোন : আসাদউদ্দিন

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ : ভোট যত কাছে আসছে ততই শাসকদলের মুসলিম ভোট ব্যাংক ধসতে শুরু করেছে। ১ এপ্রিল মুর্শিদাবাদের নওদায় আম জনতা উন্নয়ন পার্টির

হুমায়ুন কবীর এবং মিম দলের সুপ্রিমো আসাদউদ্দিন ওয়াইসি জনসভা করে কার্যত শাসকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেদিলেন। এদিন দুই ভাইজানের সভায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষের উপস্থিতি এবং উদ্দীপনা ছিল চোখে পড়ার মতো। একদা মমতা ব্যানার্জির তৃণমূল কংগ্রেসের বিধায়ক হুমায়ুন কবীর স্লোগান তোলেন– মমতা ব্যানার্জি বাংলা ছাড়ো। তারপর মঞ্চে মিম দলের সুপ্রিমো আসাদউদ্দিন ওয়াইসি আসার পরই উপস্থিত জনতার মধ্যে উদ্দীপনার ঝড় ওঠে। তিনি এদিন তীব্র আক্রমণ করেন শাসক দলের সুপ্রিমো মমতা ব্যানার্জি এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে।

এরপর দুয়ের পাতায়

কর্মীরা গ্রামছাড়া

নানুর থানায় বিক্ষোভ বিজেপির

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিধানসভা ভোটের আবহে ফের উত্তপ্ত বীরভূমের নানুর। বিজেপি করার 'অপরাধে' বিজেপি নেতাকর্মীদের গ্রামছাড়া, টোটো চালাতে বাধা এবং ঘরবাড়ি ভাঙচুর ও জ্বালিয়ে দেওয়ার হুমকির অভিযোগ উঠল তৃণমূল কংগ্রেসের নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে। এই অভিযোগকে কেন্দ্র করে শুক্রবার নানুর থানার সামনে বিক্ষোভে সামিল হন নানুর বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী খোকন দাস–সহ দলের নেতা–কর্মীরা। পরে থানাও ঘেরাও করা হয়।

এরপর দুয়ের পাতায়

১০ পৌরপ্রতিনিধি ভোটে প্রার্থী প্রশ্নের মুখে কলকাতার পরিষেবা

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পৌরসংস্থার সর্বমোট ১৪৪ জন পৌরপ্রতিনিধির মধ্যে প্রয়াত বাদে বর্তমান মোট প্রতিনিধির সংখ্যা ১৪১ জন। আবার তার মধ্যে উত্তর কলকাতা দক্ষিণ কলকাতা মিলিয়ে ১১ জন পৌরপ্রতিনিধি এবারের অষ্টাদশ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের প্রার্থী। ৪, ৪৭ ও ৭৯ নম্বরের ওয়ার্ডের পৌরপ্রতিনিধিরা দীর্ঘদিন যাবৎ হল প্রয়াত হয়েছেন। নতুন কেউ নির্বাচন হয়নি। ফলে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের বরো অধ্যক্ষ–অধ্যক্ষারা সেই ওয়ার্ডগুলির পরিষেবা পরিচালনার অতিরিক্ত দায়িত্বে রয়েছেন। এরকম একটা অবস্থায় উত্তর কলকাতার ১১ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপ্রতিনিধি গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্য পরিষেবা–খাদ্য সুরক্ষা, লেখ্যাগারসহ একাধিক দপ্তরের মেয়র পারিষদ কলকাতা পৌরসংস্থার উপমহানাগরিক অতীন ঘোষ কাশীপুর–বেলগাছিয়া(১৬৮) বিধানসভা কেন্দ্রের দ্বিতীয়বারের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী। উত্তর কলকাতারই ২০ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপ্রতিনিধি বিজয় উপাধ্যায় এবারে প্রথমবার জোড়াসাঁকো(১৬৫) বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী। উত্তর কলকাতারই ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপ্রতিনিধি বিজয় ওঝাও এবারে প্রথমবার ওই জোড়াসাঁকো(১৬৫) বিধানসভা কেন্দ্রের ভারতীয় জনতা দলের(বিজেপি) প্রার্থী। মধ্য কলকাতার ৪৫ নম্বর ওয়ার্ডের দীর্ঘদিনের কংগ্রেস দলের পৌরপ্রতিনিধি সন্তোষ কুমার পাঠক এবার নিয়ে দ্বিতীয়বার মধ্য কলকাতার চৌরঙ্গী(১৬২) বিধানসভা কেন্দ্র থেকে ভারতীয় জনতা দলের(বিজেপি) প্রার্থী নির্বাচিত হয়েছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, তিনি গত ২৩ মার্চ জাতীয় কংগ্রেস থেকে বিজেপি দলের সদস্য গ্রহণ করেন। মধ্য কলকাতার ৫০ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপ্রতিনিধি সজল ঘোষ এবার নিয়ে দ্বিতীয়বার উত্তর শহরতলির বরাহনগর(১১৩) বিধানসভা কেন্দ্রের ভারতীয় জনতা দলের(বিজেপি) প্রার্থী। পূর্ব কলকাতার ৫৮ নম্বর ওয়ার্ড পৌরপ্রতিনিধি কলকাতা পৌরসংস্থার শিক্ষা ও তথ্যপ্রযুক্তি দপ্তরের মেয়র পারিষদ সদস্য সন্দীপন সাহা এবারে প্রথমবার এন্টালি(১৬৩) বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী।

এরপর দুয়ের পাতায়

বীরভূমের ১১ টি বিধানসভায় বিজেপির দাপিয়ে ব্যাটিং

নিজস্ব প্রতিনিধি : আসন্ন বিধানসভা নির্বাচন নিয়ে সব রাজনৈতিক দলই এখন তৎপর হয়ে উঠেছে। ২৩ এপ্রিল প্রথম পর্যায়ে ভোট হবে বীরভূম জেলার ১১টি বিধানসভা কেন্দ্রে। গত ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে বীরভূমে একটি মাত্র আসনে জয়লাভ করেছিল বিজেপি, সেটা হচ্ছে দুবরাজপুর, জয়ী হয়েছিলেন অনুপ সাহা। পরবর্তী সময়ে যত দিন গড়িয়েছে রাজনৈতিক সমীকরণও পরিবর্তিত হয়েছে। শাসকদলের দোর্দন্ড প্রতাপ নেতা অনুব্রত মণ্ডলের রাজনৈতিক জীবনে ও নানা চাপানউতোর গেছে। বর্তমানে অনুব্রত মণ্ডল থাকলেও শাসকদলের কাজল শেখেরও প্রতাপ দিন দিন বৃদ্ধি হয়েছে। সম্প্রতি বীরভূম জেলার বিভিন্ন মহাকুমা ঘুরে এসে বা দেখে যা মনে হল, ২০২১ সালের থেকে ২০২৬ সালে বীরভূম জেলায় বিজেপি অনেক সংগঠিত এবং তৎপর হয়ে উঠেছে। রামপুরহাট স্টেশনে নেমে তারাপীঠ যাবার পথের দুদিকে শাসক তৃণমূল কংগ্রেসের যত প্রচার আছে তার থেকেও বিজেপি প্রার্থী ধ্রুব সাহার প্রচার আরো বেশি চোখে পড়ছে। তারাপীঠের মূল মন্দিরে যাবার রাস্তার উপরেই হাঁসন বিধানসভা কেন্দ্রের নির্বাচনী কার্য্যালয় করা হয়েছে। সেখানে রীতিমত ডিজেতে বাজছে 'পাল্টানো দরকার চাই বিজেপি সরকার'। হাঁসন বিধানসভা কেন্দ্রের নির্বাচনী কার্যালয়ে বসে শ্রীকান্ত

মণ্ডল নামে এক বিজেপি নেতা জানালেন, এবারে আমরা হাঁসন এবং রামপুরহাট বিধানসভা দুটোই জয়লাভ করবো। সর্বত্রই একটা গেরুয়া ঝড়ের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। তারাপীঠের তিন মাথার মোড়ে এক চা দোকানে বসেছিলেন এক প্রবীণ মানুষ। তিনি সাফ জানিয়ে দিলেন, বীরভূম জেলায় এবারে ভোট হবে অন্যরকম। সনাতনী মানুষরা সব ঐক্যবদ্ধ হয়ে পদ্মফুলেই ভোট দেবে। নানুরে খোকন দাস, লাভপুরে দেবাশীষ ওঝা, সাঁইথিয়ায় কৃষ্ণকান্ত সাহা, ময়ূরেশ্বরে দুধকুমার মণ্ডল, রামপুরহাটে ধ্রুব সাহা, হাঁসনে নিখিল ব্যানার্জি, নলহাটিতে অনিল সিং এবং মুরারইতে রিঙ্কি ঘোষ। শাসক তৃণমূল কংগ্রেস ও ১১ টি আসনে প্রার্থী ঘোষণা করে প্রচারে নেমে পড়েছে। বেশ কিছু বিধানসভায় কংগ্রেস এবং সিপিআইএমও প্রার্থী দিয়েছে। তবে এবারের লড়াই হবে

মানুষদের বক্তব্য হল, নির্বাচন কমিশন যদি অবাধ ও ভয় মুক্ত নির্বাচন করাতে পারে তাহলে বীরভূম জেলায় এবারে মিরাকেল হতে পারে।

আসন্ন বিধানসভা নির্বাচন প্রসঙ্গে বিজেপির বীরভূম জেলার সাংগঠনিক সভাপতি উদয় শঙ্কর ব্যানার্জি জানালেন, দেখুন এবার যদি নির্বাচন কমিশন অবাধ এবং সন্ত্রাসমুক্ত নির্বাচন করাতে পারে তাহলে বীরভূম জেলায় মিরাকেল ঘটবে। প্রতিবেদকের প্রশ্ন ছিল এখন প্রচার পর্বে কি বীরভূমে সন্ত্রাস চলছে? সে প্রশ্নে উদয়বাবু বলেন, দেখুন বীরভূম হল সন্ত্রাসের আঁতুড়ঘর। প্রতিদিনই এখানে ভয় দেখানো, সন্ত্রাসের পরিবেশ তৈরি করার চেষ্টা হচ্ছে। সম্প্রতি সিউড়ি থানার আইসিকে মেরে মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হল। এ ব্যাপারে কমিশন কি পদক্ষেপ নিয়েছে আমরা বুঝতে পারছি না, কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করলেই হয়ে গেল। কেন্দ্রীয় বাহিনীকে ঠিকভাবে পরিচালনা করা হচ্ছে না বীরভূম জেলায়। এ ব্যাপারে কমিশনের আরো তৎপর হওয়া উচিত।

কাজের খবর

অর্থনীতি

আপ ডাউন বাজার

সঞ্জয় দত্ত
শেয়ার বাজার বিশেষজ্ঞ ও মিউচুয়াল ফান্ড ডিস্ট্রিবিউটর

আজ বুধবার যখন এই লেখা লিখছি তখন বাজার বন্ধ হয়ে গেছে। ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ সূচক নিফটি ১২,৬৭৯। আর কয়েক ঘণ্টা পরেই আমেরিকার মাননীয় গ্রেট প্রেসিডেন্ট তার বক্তব্য রাখবেন এবং বাজার আশা করছে ক্রমাগত বাগযুদ্ধের মাধ্যমে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট তার নিজের গ্রহণযোগ্যতাকে নষ্ট করে ফেলেছেন এবং আজকে তিনি যুদ্ধ থেকে সরে আসার ঘোষণা করতে পারেন। সেই খবরে বাজার আজকে আবার 'গ্যাপ–আপ'। আগামী এক সপ্তাহের প্রেক্ষিতে উপরের দিকে ২৩,৫০০ এবং নিচের দিকে ২২,২০০ লেভেলটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। বড় কোন অঘটন না ঘটলে এই লেভেলের মধ্যেই বাজারকে থাকতে দেখা যাবে। বিগত ১ মাস ধরে বাজারে আমরা দেখতে পাচ্ছি কোনদিন গ্যাপ আপ হচ্ছে কোনদিন গ্যাপ ডাউন হচ্ছে।

যতক্ষণ না টাকার দাম সহনশীল জায়গায় আসছে ততক্ষণ বাজারের এই অনিশ্চয়তা চলতেই থাকবে। আর এটা তখনই হওয়া সম্ভব যখন কাঁচা তেলের দাম স্বাভাবিক অবস্থায় আসবে এবং বৈদেশিক বিনিয়োগকারীরা ক্রমাগত যে বিক্রি করে চলেছে সেটা বন্ধ হবে। এখন দেখা যাক ইরান আক্রমণ ব্যাকফায়ার হয়ে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয় কিনা!

এরা কারা, মাথা কে?

প্রথম পাতার পর

আবার বিরোধী দল এই অরাজক ঘটনার জন্য দায়ী করছে শাসক দলের লাগাতার উস্কানিকে। সব মিলিয়ে বাংলার গ্রাম শহর জুড়ে এখন রাজনৈতিক সংঘর্ষের বাতাবরণ।

সাধারণ বঙ্গবাসীর ধারণা এবারও এই রাজনৈতিক চালাকির ফাঁক গলে পালিয়ে যেতে পারে সুজাপুর ও মোথাবাড়ির দুষ্কৃতীরা কারণ এরা জানে ট্রাইবুনালে গিয়ে নিজেদের নাগরিকত্ব প্রমাণে ব্যর্থ হবে। আদালতের নির্দেশে ও নজরদারিতে চলা বহু তদন্ত যেমন সফলতার আলো দেখেনি এবারেও ভোটের আগে সেই সম্ভাবনা উড়িয়ে দিচ্ছে না সাধারণ মানুষ। তাদের অভিজ্ঞতা বলছে, অতীতে এমন বহু ঘটনার সাক্ষী বাংলা থাকলেও কোন ক্ষেত্রেই যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।

এই হতাশা কাটাবার দায় এবার সিবিআই ও এনআইএ–র। ভারতের সার্বভৌমত্ব রক্ষার স্বার্থে ভোটের আগেই এদের খুঁজে বার করে জনগন থেকে বিচ্ছিন্ন না করলে বাংলায় শান্তিপূর্ণ ভোট অসম্ভব। বেশ বোঝা যাচ্ছে ভারতে অস্থিরতা তৈরি করতেই রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় এরা বেড়ে উঠছে এই বাংলার জল হাওয়ায়। সীমান্ত জেলাগুলিতে লালিত পালিত এই সব মদত পাওয়া দুস্কৃতিরা বদলে দিতে চাইছে ভারতের ভূমি নকশা। এরাই ছড়িয়ে পড়ছে সারা ভারতে। তাই ভারতের অখণ্ডতা রক্ষায় এদের দমন করা সবচেয়ে জরুরী।

আবার শুধু এদের দমন করলেই হবে না, খুঁজে বার করতে হবে এদের মাথাদের যারা বাংলায় বসেই বাংলার সর্বনাশের ছক করছে। মালদা দিয়েই শুরু হোক সেই সন্ধানী অভিযান।

মতুয়াগড় বাগদায়

প্রথম পাতার পর

রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একাংশের মতে, জনসংযোগের দিক থেকে এখনও পর্যন্ত এগিয়ে রয়েছেন মধুপর্ণা ঠাকুর। তিনি এলাকার পুরনো বিধায়ক, দীর্ঘদিন ধরে সাংগঠনিক রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত এবং তাঁর মা মমতা ঠাকুর রাজ্যসভার সাংসদ হওয়ায় এলাকায় নিয়মিত উপস্থিতি ও যোগাযোগ বজায় রয়েছে। ফলে সাধারণ ভোটারদের এক বড় অংশের সঙ্গে তাঁদের পরিচিতি তুলনামূলকভাবে গভীর। অন্যদিকে সোমা ঠাকুর মতুয়া সমাজে কতটা পরিচিত। তা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন অনেকে। তবুও বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্বের কৌশল স্পষ্ট। মতুয়া আবেগকে কাজে লাগিয়ে, বিধানসভার বিভিন্ন জায়গাতে উন্নয়ন মূলক কর্মকান্ডে দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, প্রধানমন্ত্রীর ঘরে ঘরে জল প্রকল্প পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন না হওয়া, জলের কল না পৌঁছানো। ক্ষোভের ফায়দা তুলতে চাইছে বিজেপি। এছাড়াও বাগদা পর্যন্ত রেললাইন তৈরির করার সময়পোযোগী প্রতিশ্রুতি হয়তো বদলে দিতে পারে বাগদা বিধানসভার ভোটের সমীকরণ। রাজনৈতিক অঙ্ক বলছে, বাগদায় সংখ্যালঘু ভোটের একটা বড় অংশ তৃণমূলের দিকে ঝুঁকে পড়লে মধুপর্ণা ঠাকুরের অবস্থান আরও শক্তিশালী হতে পারে। তবে এখানেই শেষ নয়। কারণ, শাসকদলের বিরুদ্ধে অসন্তোষ ভোটবাক্সে প্রতিফলিত হলে, তার বড় অংশ বিজেপির দিকে চলে যেতে পারে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। যদিও বিজেপির বিদায়ী বিধায়ক বিশুদ্ধ জোট গড়ে তুললে বিপদে পড়তে পারে বিজেপি। আবার, তৃণমূলের অন্দরে বিক্ষুব্ধ অংশ যদি সক্রিয়ভাবে বিজেপির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়, তাহলে নির্বাচনের ফলাফল আরও অনিশ্চিত হয়ে উঠতে পারে। মতুয়া ভোটারদের একাংশের সঙ্গে সেই বিক্ষুব্ধ তৃণমূল অংশ মিলিত হলে ভোটের মার্জিন কোনদিকে যাবে, তা এখনই নিশ্চিত করে বলা কঠিন। সব মিলিয়ে বাগদা বিধানসভা কেন্দ্রে এবার তৈরি হয়েছে এক নাটকীয় পরিস্থিতি।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর উপস্থিতি

প্রথম পাতার পর

পরিস্থিতি বেশ অশান্ত হয়ে ওঠে। পরিস্থিতি সামলাতে পুলিশকে হিমশিম খেতে হয়। শেষমেশ নির্বিঘ্নে মনোনয়ন জমা দেওয়ার কাজ সম্পন্ন হয়। এদিনের এই বর্ণাঢ্য র‍্যালিতে মানুষের উন্মাদনা দেখে অনেকেই অবাক হয়েছেন। মমতা ব্যানার্জির কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী শুভেন্দু অধিকারী যে কাঁপন ধরিয়েছেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। এই প্রসঙ্গে তৃণমূল নেতারা জানিয়েছেন, ভিন রাজ্য থেকে লোক এনে র‍্যালিতে ভিড় জমানো হয়েছে। ভবানীপুরের জনগণ এই র‍্যালিতে উপস্থিত ছিল না। বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফলের পর বুঝতে পারবে কত ধানে কত চাল।

সশস্ত্র সীমা বলে ২৩৩ হেড কনস্টেবল

নিজস্ব প্রতিনিধি : কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অধীন সশস্ত্র সীমা বল হেড কনস্টেবল (ইলেক্ট্রিশিয়ান), হেড কনস্টেবল (স্টুয়ার্ড), হেড কনস্টেবল (ভেটেরিনারি), হেড কনস্টেবল (কমিউনিকেশন) পদে ২৩৩ জন ছেলেমেয়ে নিচ্ছে। কারা কোন পদের জন্য আবেদন করতে পারেন: হেড কনস্টেবল (কমিউনিকেশন): ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি ও অঙ্ক বিষয় নিয়ে উচ্চমাধ্যমিক পাশরা আবেদন করতে পারেন। মাধ্যমিক পাশরা আই.টি.আই থেকে ইলেক্ট্রনিক্স, কমিউনিকেশন, কম্পিউটার সায়েন্স বা, ইনফর্মেশন টেকনোলজির ৩ বছরের সার্টিফিকেট কোর্স পাশ হলেও আবেদন করতে পারেন। বয়স হতে হবে ১৮–২৭ বছরের মধ্যে। মূল মাইনে: ২৫,৫০০–৮১,১০০ টাকা। শূন্যপদ: ১৯৭টি (জেনাঃ ৮৭, ই.ডব্লু.এস. ১৮, ও.বি.সি. ৫৫, তঃজাঃ ২০, তঃউঃজাঃ ১৭)।

হেড কনস্টেবল (ইলেক্ট্রিশিয়ান): মাধ্যমিক পাশরা আই.টি.আই. থেকে সংশ্লিষ্ট ট্রেডে ১ বছরের ন্যাশনাল ট্রেড সার্টিফিকেট কোর্স পাশ হলে যোগ্য। মাধ্যমিক পাশরা সংশ্লিষ্ট ট্রেডে অন্তত ২ বছরের অভিজ্ঞতা থাকলেও আবেদন করতে পারেন। মাধ্যমিক পাশরা আই.টি.আই. থেকে সংশ্লিষ্ট ট্রেডের অন্তত ২ বছরের ডিপ্লোমা কোর্স পাশ হলেও আবেদন করতে পারেন। বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে। মূল মাইনে: ২৫,৫০০–৮১,১০০ টাকা। শূন্যপদ: ২৯টি (জেনাঃ ১৩, ইডব্লু.এস. ২.ও.বি.সি. ৭, তঃজাঃ ৫, তঃউঃজাঃ ২)।

হেড কনস্টেবল (স্টুয়ার্ড): উচ্চমাধ্যমিক পাশরা কোনো স্বীকৃত সংস্থা থেকে ক্যাটেরিং কিচেন ম্যানেজমেন্টের সার্টিফিকেট বা ডিপ্লোমা কোর্স পাশ হলে আবেদন করতে পারেন। কোনো নামি হোটেলে অন্তত ১ বছর কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ২৭ বছরের মধ্যে। মূল মাইনে: ২৫,৫০০–৮১,১০০ টাকা। শূন্যপদ: ২টি (জেনাঃ)।

হেড কনস্টেবল (ভেটেরিনারি): বিজ্ঞান ও বায়োলজি বিষয় নিয়ে উচ্চমাধ্যমিক পাশরা ভেটেরিনারি অ্যান্ড লাইভস্টক ডেভেলপমেন্ট, ভেটেরিনারি স্টক অ্যাসিস্ট্যান্ট কোর্স বা, অ্যানিম্যাল হাজবেন্ড্রির ২ বছরের ডিপ্লোমা কোর্স পাশ হলে আবেদন করতে পারেন। পশু চিকিৎসালয়ে অন্তত ১ বছরের অভিজ্ঞতা থাকলে ভালো হয়। বয়স হতে হবে ১৮–২৭ বছরের মধ্যে। মূল মাইনে: ২৫,৫০০–৮১,১০০ টাকা। শূন্যপদ: ৫টি (জেনাঃ ৩,তাজাঃ ২)।

সব পদের বেলায় তপশিলীরা ৫ বছর, ও.বি.সি.রা ৩ বছর, সরকারি কর্মীরা ৫ বছর, বিভাগীয় প্রার্থীরা ৩৫ বছর বয়স পর্যন্ত আর প্রাক্তন সমরকর্মীরা যথারীতি বয়সে ছাড় পাবেন।

শরীরের মাপজোখ হতে হবে কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়মানুযায়ী। দৃষ্টিশক্তি দরকার দূরের বেলায় ৬/৬, ৬/৯। ধনুকের মতো বাঁকা হাঁটু, পায়ের চ্যাটালো পাতা, শিরাস্ফীতি, ট্যারা দৃষ্টি, চোখে চশমা বা বর্ণান্ধতা কিংবা শরীরের কোনো ত্রুটি থাকলে আবেদনের যোগ্য নন।

শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষায় থাকবে ছেলেদের বেলায় ৬ মিনিট ৩০ সেকেন্ডে ১.৬ কিমি দৌড় ও মেয়েদের বেলায় ৪ মিনিটে ৮০০ মিটার দৌড়। সফল হলে লিখিত পরীক্ষা। এই পরীক্ষায় ৫০ নম্বরের ১৫০টি প্রশ্ন হবে অবজেক্টিভ মাল্টিপল চয়েজ টাইপের এইসব বিষয়ে ৫০ নম্বর থাকবে এইসব বিষয়ে: ইংরিজি, জেনারেল নলেজ, অ্যারিথমেটিক, রিজনিং। টেকনিক্যাল বিষয়ে থাকবে ১০০ নম্বর। সময় থাকবে ৩ ঘণ্টা। পরীক্ষা হবে ও.এম.আর. শীটে। ৫০% (তপশিলী হলে ৪৫%) নম্বর পেলে সফল হবেন। এরপর স্কিল টেস্ট। দরখাস্ত করবেন অনলাইনে ২১ এপ্রিলের মধ্যে। এই ওয়েবসাইটে : https://recruitment.ssb.gov.in, https://ssb.gov.in এজন্য বৈধ একটি ই–মেল আই.ডি. থাকতে হবে। এছাড়াও পাশপোর্ট মাপের ফটো (৪–১২ কেবির মধ্যে) আর সিগনেচার (৪–১২ কেবির মধ্যে) স্ক্যান করে নেবেন। এবার ওপরের ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। তারপর পরীক্ষা ফী বাবদ ১০০ (মহিলা, তপশিলী, প্রতিবন্ধী ও প্রাক্তন সমরকর্মীদের ফী লাগবে না) টাকা নেট ব্যাঙ্কিং, ডেবিট কার্ড বা, ক্রেডিট কার্ডে জমা দেবেন। টাকা জমা দেওয়ার পর সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন। আরো বিস্তারিত তথ্য পাবেন ওই ওয়েবসাইটে।

প্রতিরক্ষা সংস্থায় ২৬৫ চাকরি

নিজস্ব প্রতিনিধি : ছত্তিশগড় ইতারসি অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরি কেমিক্যাল প্রসেস ওয়ার্কার ট্রেডে ২৬৫ জন লোক নিচ্ছে। আই.টি.আই. থেকে অ্যাটেন্ড্যান্ট অপারেটর (কেমিক্যাল প্ল্যান্ট) ট্রেডের সার্টিফিকেট কোর্স পাশরা কোনো অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরিতে সংশ্লিষ্ট ট্রেডে অ্যাপ্রেন্টিসশিপ করে থাকলে আবেদন করার জন্য যোগ্য। আই.টি.আই. থেকে ফিটার জেনারেল, মেশিনিস্ট, টার্নার, শীট মেটাল ওয়ার্কার, ইলেক্ট্রিশিয়ান, ইলেক্ট্রনিক মেকানিক, বয়লার অ্যাটেন্ড্যান্ট, মেকানিক ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইলেক্ট্রনিক, রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং মেকানিক ট্রেডে অ্যাপ্রেন্টিস ট্রেনিং করে থাকলেও যোগ্য। বয়স হতে হবে ১০–৪–২০২৬এর হিসাবে ১৮ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে। তপশিলীরা ৫ বছর, ও.বি.সি.রা ৩ বছর বয়সে ছাড় পাবেন। বেসিক পে ১৯,১০০ টাকা। শূন্যপদ : ২৬৫টি (জেনাঃ ১০৮, ও.বি.সি. ৩৯, তঃজাঃ ৩৯, তঃউঃজাঃ ৫৩, ই.ডব্লু.এস. ২৬, প্রাঃসঃকঃ ২৬)।

১ বছরের ট্রেনিং। যা আরো ৪ বছর পর্যন্ত বাড়তে পারে। প্রার্থী বাছাই হবে ট্রেড টেস্ট বা, প্র্যাক্টিক্যাল টেস্ট–এর মাধ্যমে। ট্রেড টেস্টে থাকবে ১০০ নম্বর। মেধা তালিকা তৈরির সময় আই.টি.আই. কোর্সে পাওয়া নম্বর ও প্র্যাক্টিক্যাল টেস্টে পাওয়া নম্বর দেখা হবে। দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ১০ এপ্রিলের মধ্যে। এই ওয়েবসাইট থেকে: https://munitionsindia.in

সেমিস্টার পদ্ধতিতেই উচ্চ মাধ্যমিক

নিজস্ব প্রতিনিধি: রাজ্যের শিক্ষা দফতরের অনুমোদিত ক্রমে সর্বসিদ্ধান্তমতে রাজ্যে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ ২০২৪ – ২৫ শিক্ষাবর্ষ থেকে যে সেমিস্টার সিস্টেম প্রবর্তন করেছে, সেই সিস্টেম"ই বর্তমানে জারি রয়েছে। কোনও পরিবর্তন বা পরিমার্জন হয়নি। ২০২৭ সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা বর্তমান জারি থাকা সেমিস্টার সিস্টেমে"ই হবে। উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে নাকি 'সেমিস্টার সিস্টেম বাতিল করা হচ্ছে বলে, 'সোশল মিডিয়া"য় যে খবর ছড়িয়েছে তা সম্পূর্ণরূপে মিথ্যা ও জালি খবর বলে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ জানিয়েছে। ২ এপ্রিল সন্ধে ৭টা নাগাদ সংসদের বর্তমান সভাপতি অধ্যাপক ড. পার্থ কর্মকার এক নোটিফিকেশনে পরিষ্কার জানান, 'সোশল মিডিয়া"য় ছড়িয়ে পরা এই খবরের পুরোটাই জালি খবর"। সংসদের সঙ্গে এই নিউজের কোনও সম্পর্ক নেই। সংসদ বিধাননগর সাইবার থানাতেও ওই 'ফেক নিউজে"র বিষয়ে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছে। ফেক্ নোটিফিকেশন"টি সংসদের 'লেটার হেডে বর্তমান সভাপতির স্বাক্ষরসহ ১ এপ্রিল তারিখ 'এপ্রিল ফুলে"র দিন সোশল মিডিয়ায় ছড়ানো হয়েছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সারা দেশের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গেই প্রথম বিদ্যালয় স্তরে 'সেমিস্টার সিস্টেম চালু হয়েছে।

WEST BENGAL COUNCIL OF HIGHER SECONDARY EDUCATION
VIDYASAGAR BHAVAN
9/2, BLOCK-DJ, SECTOR-II, SALTLAKE
KOLKATA – 700091

No: L/PR/180/2026 Date: 02/04/2026

NOTIFICATION

A news has been spread over the social media that the Council has cancelled the Semester System for Higher Secondary Examination, 2027 and the students appearing the H.S. Examination, 2027 will continue their studies under Old Annual System (Old Syllabus).

All concerned are hereby informed that the above news is **totally false and fabricated** and the Council has no relation with this fake news.

(Dr. Partha Karmakar)
President
W.B. Council of H.S. Education

President
West Bengal Council of Higher Secondary Education

নানুর থানায় বিক্ষোভ বিজেপির

প্রথম পাতার পর

অভিযোগ, নানুরের ২ নম্বর মণ্ডলের এসটি মোর্চার সভাপতি শিবলাল সরেন, যার বাড়ি সন্তোষপুর গ্রামে, তিনি প্রতিদিনের মতো শুক্রবার সকালে টোটো নিয়ে নানুর থানার অন্তর্গত সাওতা বাসস্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে ছিলেন। সেই সময় তৃণমূল নেতা সাইফুল শেখ তাঁকে হুমকি দেন বলে অভিযোগ। বিজেপির দাবি, শিবলাল সরেনকে বলা হয়, "আজ থেকে টোটো লাগবে না। আবার টোটো না লাগানো দেখতে পাই। ভোটের দিন গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দেব।" এই হুমকির ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়।

এখানেই শেষ নয়, বিজেপির পক্ষ থেকে আরও অভিযোগ করা হয়েছে, নানুরের কুমিরা গ্রামের সক্রিয় বিজেপি কর্মী করি দাসকেও তৃণমূলের নেতাকর্মীরা ভয় দেখিয়ে তাঁর ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়ার হুমকি দিয়েছে। ভোটের মুখে একের পর এক এই ধরনের হুমকির ঘটনায় বিজেপি শিবিরে ক্ষোভ বাড়তে থাকে।

এই দুই ঘটনার প্রতিবাদে বিজেপি নেতা–কর্মীরা নানুর থানার সামনে জড়ো হয়ে বিক্ষোভ দেখান। বিক্ষোভে নেতৃত্ব দেন নানুর বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী খোকন দাস। তবে এই অভিযোগের বিষয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

মমতা–মোদী

প্রথম পাতার পর

তিনি সাফ জানিয়ে দেন তারা তৃণমূলকেও ভয় পায় না এবং মোদিকেও ভয় পায় না তারা ভয় পায় শুধুমাত্র আল্লাহকে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের 'হক' আদায় করার জন্যই আমাদের এই লড়াই বলে জানান তিনি। তিনি জনতার উদ্দেশ্যে বলেন, ২৩ এপ্রিল আপনারা ভোট দিন মমতার গোলামী থেকে আজাদী পাওয়ার জন্য। ঈদ উপলক্ষে মমতা ব্যানার্জির নামাজ পাঠকে কেন্দ্র করে রীতিমত কটাক্ষ করে তিনি বলেছেন, মমতা ব্যানার্জি হাত তুলে নামাজ পড়ার নাটক করেছেন তিনি মুসলমানদের ধোঁকা দিচ্ছেন কোনদিনই ভালোবাসেন না। এমনকি তিনি এও বলেন, মমতা–মোদি দুজনে ভাই বোন। গত ৫০ বছর ধরে মুর্শিদাবাদের মানুষ নানা বঞ্চনার শিকার হচ্ছেন সে ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রীর কোন লক্ষ্য নেই। মুর্শিদাবাদের মহিলারা বিড়ি বেঁধে বেঁধে হাতের আঙুল খুইয়ে ফেলেছেন। কোনদিন আঙ্গুল তুলে দেখেননি মমতা ব্যানার্জি। মুর্শিদাবাদের মাটির তলায় আর্সেনিক আছে সেই বিষ জল পান করে আসছে মুর্শিদাবাদের মানুষ এ ব্যাপারেও মুখ্যমন্ত্রী নীরব। তিনি সাফ জানিয়ে দেন শুধুমাত্র বিধানসভা নির্বাচনের জন্য এ লড়াই নয় আগামী ২০২৯ সালে লোকসভা ভোটেও হুমায়ুন কবীর এবং আসাদউদ্দিন ওয়াইসি এক জোট হয়ে লড়বেন। সংখ্যালঘু সম্প্রদায় মানুষের মধ্যে লিডারশিপ তৈরি করাই তার লক্ষ্য কারণ যে সম্প্রদায়ের লিডারশিপ নেই তারা কোনদিন উন্নয়ন করতে পারে না। দুই ভাইজানের এই যৌথ সভা শাসকদলের অনেক নেতাকর্মীর মনেই ভয় ধরিয়ে দিয়েছে বলেই খবর। আগামীদিনে মালদা মুর্শিদাবাদ জেলায় এই জোট যদি আরও ঐক্যবদ্ধ হয় তাহলে শাসক তৃণমূল কংগ্রেসের সংখ্যালঘু ভোট ব্যাঙ্ক অনিশ্চয়তার মুখে পড়বে।

প্রশ্নের মুখে কলকাতার পরিষেবা

প্রথম পাতার পর

দক্ষিণ কলকাতার ৮২ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপ্রতিনিধি কলকাতা পৌরসংস্থার মহানাগরিক কলকাতা পৌরসংস্থার একাধিক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের(পরিশ্রুত পানীয় জল সরবরাহ, বিল্ডিং, অর্থ, সম্পত্তি কর মূল্যায়ন–আদায় দপ্তর) মেয়র পারিষদ সদস্য ফিরহাদ হাকিম এবার নিয়ে চতুর্থবার কলকাতা বন্দর(১৫৮) বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী। দক্ষিণ কলকাতার ৮৫ নম্বর ওয়ার্ড পৌরপ্রতিনিধি কলকাতা পৌরসংস্থার উদ্যান বাগিচা ও নগর–বনায়ন, বিজ্ঞাপন, কার–পার্কিং, হকারসহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের মেয়র পারিষদ সদস্য দেবাশিস কুমার এবারে দ্বিতীয়বার রাসবিহারী(১৬০) বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী। দক্ষিণ কলকাতার ৯৬ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপ্রতিনিধি আরএসপি নেতা বাম আমলে রাজ্যের মন্ত্রী ক্ষিতি গোস্বামীর বড়ো মেয়ে বসুন্ধরা গোস্বামী এবারে প্রথমবার পূর্ব বর্ধমান জেলার পূর্বস্থলী উত্তর(২৬৯) বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী। দক্ষিণ কলকাতার ৯৭ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপ্রতিনিধি কলকাতা পৌরসংস্থার জঞ্জাল অপসারণ দপ্তর মেয়র পারিষদ দেবব্রত মজুমদার এবার নিয়ে দ্বিতীয়বার যাদবপুর(১৫০) বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী। দক্ষিণ–পশ্চিম কলকাতার ১৩১ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপ্রতিনিধি রত্না চট্টোপাধ্যায় বিধানসভা নির্বাচনে দ্বিতীয়বার বেহালা পশ্চিম(১৫৪) বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী।

স্বাভাবিক ভাবেই সর্বমোট ১১ জন পৌরপ্রতিনিধি মেয়র ডেপুটি মেয়র একাধিক মেয়র পারিষদ সদস্য ২৪ মার্চ থেকে ৬ মে দীর্ঘ ৪২ থেকে ৪৫ দিন বিধানসভা নির্বাচনের কাজে ১৬ ঘন্টা ব্যস্ত থাকায় প্রশ্ন উঠেছে কলকাতা পৌরসংস্থার পৌর–পরিষেবা নিয়ে। এই দীর্ঘ দেড় মাস পৌর–পরিষেবার কী হবে? তা নিয়ে কলকাতা পৌরসংস্থার অন্দরেই প্রশ্ন চিহ্ন উঠেছে। প্রার্থী তালিকা প্রকাশের পরপরই এদের সবাই নির্বাচনী প্রচারে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। তারা যে যার বিধানসভা এলাকা পরিক্রমা নিয়ে এখন থেকেই দিন–রাত ব্যস্ত থাকছেন। পৌরপ্রতিনিধিদের নিজেদের ওয়ার্ডের পৌরপরিষেবার দায়িত্বে কে থাকবে এই নিয়ে প্রশ্ন চিহ্ন? এদের ওয়ার্ড অফিসে পাওয়া যাচ্ছে না। সংযুক্ত কলকাতার ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে মশার উৎপাত ভীষণরকম বৃদ্ধি পেয়েছে। আবার বৃষ্টির শুরু হয়েছে। পৌর আধিকারিকদের একাংশও এজন্যও ভীষণ চিন্তিত। ১১ মার্চ মাসিক পৌর অধিবেশনে মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম পৌরপ্রতিনিধি বিশ্বরূপ দে'র প্রশ্নের উত্তরে জানান, রাজ্য সরকারের 'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান' প্রকল্প মাত্র ৪০ শতাংশ কাজ হয়েছে। এই কর্মসূচির বাকি ৬০ শতাংশ ৩১ মার্চের মধ্যে শেষ করা সম্ভব হয়নি। যদিও বিধানসভা নির্বাচনে প্রার্থী হওয়া পৌরপ্রতিনিধিরা এই আশঙ্কা উড়িয়ে দিয়েছেন। তাঁদের বক্তব্য, 'নির্বাচন পর্বে পৌরপরিষেবা নিয়ে কোনও অভিযোগ নেই।'

সাপ্তাহিক রাশিফল

দেবব্রত শাস্ত্রী
যোগাযোগ : ৯০০৭৩১২৫৬৩

০৪ এপ্রিল –১০এপ্রিল, ২০২৬

মেষ রাশি : আর্থিক লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। বাড়ির রক্ষণাবেক্ষণ ও সাজসজ্জা নিয়ে পরিবারের সদস্যদের সাথে আলোচনা একটি সমাধানে পৌঁছানোর সম্ভাবনা রয়েছে। পেশাগত পড়াশোনায় আগ্রহী শিক্ষার্থীরা ভর্তি হতে পারেন। অপরিচিতদের সাথে লেনদেনের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকুন। প্রতারিত হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে।

বৃষ রাশি : আপনার সম্পূর্ণ মনোযোগ থাকবে আর্থিক অবস্থা শক্তিশালী করার দিকে এবং আপনি কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জন করবেন। অপ্রত্যাশিতভাবে এমন কারো সাথে আপনার দেখা হতে পারে যার কাছে কোনো সমস্যার সমাধান রয়েছে। কোনো বড় সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে পরিবারের সম্মতি নেওয়া গুরুত্বপূর্ণ।

মিথুন রাশি : সামাজিক ও রাজনৈতিক কার্যকলাপ থেকে দূরে থাকাই শ্রেয়। এতে আপনার সময় বাঁচবে এবং আপনি গুরুত্বপূর্ণ কাজে মনোযোগ দিতে পারবেন। অপরিচিতদের সাথে লেনদেন এবং অন্যান্য কাজে সতর্ক থাকুন। আপনার খরচ নিয়ন্ত্রণ করুন।

কর্কট রাশি : ব্যস্ততার পর যেকোনো অমীমাংসিত আইনি বিষয় সমাধান হতে পারে। কোনো বয়োজ্যেষ্ঠ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তির পরামর্শ উপকারী হবে। বাড়িতে অতিথিদের আগমন একটি আনন্দময় পরিবেশ তৈরি করবে। অন্যের ব্যক্তিগত বিষয়ে নাক গলানো থেকে বিরত থাকুন। তরুণরা ভোগবিলাসে মত্ত হয়ে তাদের অর্জন হারাতে পারে।

সিংহ রাশি : গ্রহের অবস্থান এবং ভাগ্য আপনাকে পুরোপুরি সমর্থন করছে। আপনার একটি পরিকল্পনা সফলভাবে সম্পন্ন হবে, যা আপনাকে শান্তি এনে দেবে। বাড়িতে নিকটাত্মীয়দের আগমন আনন্দ বয়ে আনবে। সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক কর্মকাণ্ডে কিছু সময় দিন। এটি আপনার যোগাযোগ বাড়াবে এবং নতুন অভিজ্ঞতা দেবে।

কন্যা রাশি : কোনো আত্মীয়ের আগমন পরিবারে আনন্দ বয়ে আনবে। আলোচনার সময় আপনার মতামতকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে। তবে, আবেগের বশে সিদ্ধান্ত নেওয়া থেকে বিরত থাকুন। কেনাকাটার সময় অপ্রয়োজনীয় খরচ নিয়ন্ত্রণ করুন। একজন নেতিবাচক ব্যক্তি সমস্যার কারণ হতে পারে। টাকার ব্যাপারে কাউকে অন্ধভাবে বিশ্বাস করবেন না। না। রাগ এবং ক্রোধ আপনার স্বাস্থ্যের জন্যও ক্ষতিকর হবে।

তুলা রাশি : কোনো আত্মীয়ের সাথে চলমান বিবাদ নিরসনের আপনার প্রচেষ্টা সফল হবে। এর ফলে মানসিক চাপ কমবে এবং আপনি আপনার ব্যক্তিগত বিষয়ে মনোযোগ দিতে পারবেন। হঠাৎ এমন খরচ দেখা দেবে যা কমানো অসম্ভব হতে পারে। অন্যের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করলে সমস্যা ও সুনামহানির কারণ হতে পারে। অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা থেকে দূরে থাকা এবং নিজের কাজে মনোযোগ দেওয়াই শ্রেয় হবে।

বৃশ্চিক রাশি : সময় অনুকূল, আপনাকে শুধু সময়ের সাথে মানিয়ে নিতে হবে। আপনি আপনার পারিবারিক এবং পেশাগত দায়িত্ব ভালোভাবে পালন করতে সক্ষম হবেন। আপনি আপনার শ্বশুরবাড়ির কোনো সদস্যের সমস্যা সমাধানে সহায়ক হবেন। গৃহস্থালীর সুযোগ–সুবিধার উপর অতিরিক্ত ব্যয় উদ্বেগের কারণ হবে। আপনার মামার পরিবারের সাথে সম্পর্কের টানাপোড়েন আপনার সুনামের উপর প্রভাব ফেলতে পারে।

ধনু রাশি : আপনার দৈনন্দিন জীবন আনন্দদায়ক থাকবে। আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভব কোনো কাজ হঠাৎ সম্পন্ন হয়ে যাবে, যা আপনাকে অপার আনন্দ দেবে। বাইরের কারো কাছে আপনার ব্যক্তিগত বিষয় প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকুন। প্রতিবেশীদের সাথে ঝগড়া বা তর্কের সম্ভাবনা রয়েছে। শান্তভাবে বিষয়টি সমাধান করুন। রাগ এবং আবেগ পরিস্থিতিকে আরও খারাপ করে তুলতে পারে।

মকর রাশি : বেশ কিছুদিন ধরে জমে থাকা দুশ্চিন্তাগুলো দূর হতে শুরু করবে বলে মনে হচ্ছে। বিনিয়োগ–সংক্রান্ত কাজের জন্য এটি একটি ভালো সময়। তাই, এই বিষয়গুলিতে বিশেষ মনোযোগ দিন। যেকোনো সমস্যা নিয়ে একজন বিশ্বস্ত বন্ধুর সাথে পরামর্শ করুন। এতে একটি সমাধান পাওয়া যেতে পারে। আপনার সন্তানদের কার্যকলাপ এবং সঙ্গের উপর নজর রাখা জরুরি।

কুম্ভ রাশি : গ্রহের অবস্থান অনুকূল। আপনার লক্ষ্যের দিকে কঠোর পরিশ্রম ইতিবাচক ফল দেবে। আপনি ফোন কল বা কোনো আত্মীয়ের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাবেন। পরিবারের সদস্যদের কঠোর পরিশ্রম ও প্রচেষ্টা একটি পারিবারিক পরিকল্পনা পূরণ করতে পারে। অপ্রয়োজনীয় খরচও অব্যাহত থাকবে। অন্যদের সাথে বিরোধের ফলে সুনামহানি হতে পারে।

মীন রাশি : সপ্তাহে আপনার দৈনন্দিন জীবন ব্যস্ততায় কাটবে। আপনি সম্পত্তি বা যানবাহন কেনার পরিকল্পনা করতে পারেন। অবশ্যই আধ্যাত্মিক সাধনায় কিছু সময় ব্যয় করুন। এটি আপনাকে আত্মবিশ্বাস এবং শান্তি দেবে। নেতিবাচক চিন্তাকে আপনার মনকে দখল করতে দেবেন না। আতঙ্কিত না হয়ে, যেকোনো সমস্যার সরাসরি মোকাবিলা করুন।

শব্দবার্তা ৩৮৬

■	■	১		২		■	৩
■	৪		■		■	■	
■		■	৫			৬	
৭			■		■		■
■		■	৮	■	৯		
১০					■		■
	■	■		■	১১		■
	■	১২				■	■

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১. অসৎ বা কুৎসিত কাজ ৪. আবির ৫. কৈফিয়ত, কারণ দেখানো ৭. বেতন ৯. কবির সৃষ্টি ১০. নাপিত ১১. কুল, বংশ ১২. স্পর্শ।

উপর–নীচ

১. গতিশূন্য, নিশ্চল ২. কৃষিকাজ ৩. ঈশ্বর, ভগবান ৪. চিড় খাওয়া ৬. দিনের বেলায় খেলা বা বিশ্রাম ৮. বিধিভঙ্গ ১০. ফুলের রেণু ১১. মেঘ।

সমাধান : ৩৮৫

পাশাপাশি : ২. অবিবেচনা ৪. করবাল ৫.দাদন ৭. লসাগু ৯. তরতাজা ১০. ডিকশেনারি।

উপর–নীচ : ১. জানকবুল ২. অমিল ৩. বেকায়দা ৬.নবজাতক ৮.গুড়াকেশ ৯. তন্দুরি।

জেলায় জেলায়

‘কাটমানি’ ইস্যুতে সরব বিজেপি

অরিজিৎ মণ্ডল, ডায়মন্ডহারবার: ডায়মন্ড হারবারে ‘কাটমানি’ অভিযোগকে সামনে রেখে সাংবাদিকদের সামনে সরব হলেন বিজেপি প্রার্থী দীপক হালদার। এদিন ভারতীয় জনতা পার্টি–র স্থানীয় কার্য্যালয়ে ‘জবাব চায় চার্জশিট’ কর্মসূচি থেকে তিনি তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী এবং দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়–এর বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ তোলেন। দীপক হালদারের দাবি, ডায়মন্ড হারবারে কোনও কাজ করতে গেলেই ‘কাটমানি’ দিতে হয়। তাঁর অভিযোগ, তৃণমূল প্রার্থী সাধারণ মানুষের কাজ সরাসরি না করে বিভিন্ন নেতার কাছে পাঠিয়ে দেন এবং এলাকায় গণতান্ত্রিক পরিবেশ নষ্ট হয়েছে। তিনি বলেন, ‘ডায়মন্ড হারবার মডেল বলে যে দাবি করা হয়, বাস্তবে সেখানে কাটমানি ছাড়া কিছুই হয় না।’

এদিন বিজেপি প্রার্থী আরও অভিযোগ করেন, ‘সেবাশ্রয়’ কর্মসূচির নামে ডায়মন্ড হারবারের একমাত্র স্টেডিয়াম এসডিও গ্রাউন্ড–

হালদার। তাঁর দাবি, দলের কর্মীদের তুলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এবং শাসকদল প্রচারে বাধা দিচ্ছে। যদিও এ বিষয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

এর ক্ষতি হয়েছে। বিজেপি ক্ষমতায় এলে খেলাধুলার জন্য উপযুক্ত মাঠ, ব্যাডমিন্টন কোর্ট, সুইমিং পুল এবং যানজট সমস্যার সমাধানে ওভারব্রিজ তৈরির প্রতিশ্রুতিও দেন তিনি। পাশাপাশি, বিজেপির দেয়াল লিখন এবং প্রচারে বাধা দেওয়া হচ্ছে বলেও অভিযোগ তোলেন দীপক

রাস্তা নির্মাণ ঘিরে রক্তাক্ত আইসি

নিজস্ব প্রতিনিধি, সিউড়ি : সিউড়ি ১নং ব্লকের কাঁকুড়িয়া গ্রামে রাস্তা তৈরি ঘিরে রণক্ষেত্র হয়ে ওঠে এলাকা রক্তাক্ত হয় সিউড়ি থানার আইসি সহ পুলিশকর্মীরা। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রাস্তা তৈরি নিয়ে আগে থেকে একটি সমস্যা চলছিল। ১ এপ্রিল সন্ধ্যায় সেই জমি বিবাদের মধ্যেই রাস্তা নির্মাণকারী সংস্থা জেসিবি চালিয়ে দেয়। সেই নিয়ে গ্রামবাসীদের সঙ্গে নির্মাণকারী সংস্থার মধ্যে বচসার সঙ্গে হাতাহাতিতে পৌঁছয়। খবর পেয়ে সিউড়ি থানার আইসি শৈলেন্দ্র উপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন পুলিশ বাহিনী সেখানে উপস্থিত হয়। পুলিশ পৌঁছালে শুরু হয় ইট বৃষ্টি। সিউড়ি থানার আইসি শৈলেন্দ্র উপাধ্যায় সহ পুলিশকর্মীদের লক্ষ্য করে পাথর,বোমা,ইঁট ছোড়া হয় এবং পুলিশের গাড়ি ভাঙচুর করা হয় বলে অভিযোগ। ঘটনাস্থলে কেন্দ্রীয় বাহিনী পৌঁছায়। আইসি সহ জখম পুলিশকর্মীদের চিকিৎসার

জন্য সিউড়ী হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। এলাকায় চলছে কেন্দ্রীয় বাহিনীর টহল। এখনও পর্যন্ত এই ঘটনায় ১৪জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে পুলিশসূত্রে জানা গিয়েছে।

মধ্য হাওড়ায় জোরকদমে চলছে বিভিন্ন দলের প্রচার

সুমন আদক, হাওড়া : মধ্য হাওড়ায় জোরকদমেই শুরু হয়েছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ভোট প্রচার। বুধবার সকালে মধ্য হাওড়ার ১৭ নম্বর ওয়ার্ডে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী অরূপ রায়ের সমর্থনে এক জনসংযোগ পদযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। এদিন প্রচারে বেরিয়ে ওই এলাকার নাগরিকবৃন্দের কাছে প্রার্থী অরূপ রায় আসন্ন নির্বাচনে তাঁকে বিপুল ভোটে পুনঃ নির্বাচিত করার আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন। অন্যদিকে, এর পাশাপাশি অরূপ রায়ের সমর্থনে মঙ্গলবার ৩৪ ও ৩৭ নম্বর ওয়ার্ড তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে নির্বাচনী কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়। এসআইআর এর নামে নির্বাচন কমিশনের সাধারণ মানুষকে অহেতুক হয়রানি ও ন্যায্য নির্বাচকদের নির্বাচক তালিকা থেকে বিয়োজন করার অনৈতিক অপচেষ্টা"র

বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ ব্যক্ত করে সভায় বক্তব্য রাখেন অরূপ রায়। অন্যদিকে, বুধবার সকালে মধ্য হাওড়া কেন্দ্রের বিজেপি মনোনীত প্রার্থী বিপ্লব কুমার মন্ডলের সমর্থনে এক জনসংযোগ পদযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। ২৪নং ওয়ার্ডের কালী কুন্ডু লেন পেট্রোল পাম্পের কাছে জমায়েত হয়ে বিজেপি কর্মীরা বিভিন্ন অলিগলি ঘুরে বর্ণাঢ্য ওই ভোটপ্রচার করেন। পায়ে হেঁটে মানুষের সঙ্গে জনসংযোগ করেন বিজেপি প্রার্থী। এদিন সকালে মধ্য হাওড়ার সিপিআইএম প্রার্থী ইমতিয়াজ আহমেদ মধ্য হাওড়ার ২৫নং ওয়ার্ডের বোষ্টমপাড়া বাজার, নস্করপাড়া সহ বেশ কয়েকটি এলাকায় পায়ে হেঁটে অলিগলি ঘুরে ভোটের প্রচার করেন। সঙ্গে ছিলেন বহু বাম কর্মী–সমর্থকরা। প্রচারে বেরিয়ে মানুষের সঙ্গে জনসংযোগ করেন প্রার্থী।

ফিরে দেখা ৫০

আলিপুর বার্তা গত ১৩ অক্টোবর ২০২৫ ৫৯ পেরিয়ে পা দিয়েছে ৬০ বছরে। নিরবিচ্ছিন্ন এই চলার পথে পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র সংবাদ, প্রবন্ধ, গবেষণা ও সাহিত্য যা প্রকাশনা সমুদ্রের গভীরে থাকা এক একটি রত্ন স্বরূপ। অতীতের নস্টালজিক দর্পণে এই রত্ন আকর বলে যায় ৫০ বছর আগের দিনগুলির নানা কথা। এইসব শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ। কেমন লাগছে জানালে আপনাদের মতামত উৎসাহিত করবে আমাদের।— সম্পাদক

আলিপুর বার্তার ছাপাখানার উদ্বোধন হ’ল

(নিজস্ব সংবাদদাতা)

গত ১৬ই মার্চ্চ ’৭৬ আলিপুর বার্তার নিজস্ব ছাপাখানা ‘নিখিল বঙ্গ প্রকাশনী’র উদ্বোধন করেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীভবানী মুখোপাধ্যায় এবং সভাপতিত্ব করেন লব্ধ প্রতিষ্ঠ ডাক্তার শ্রীগোলাম মোস্তাফা।

এই সভায় শ্রী মুখোপাধ্যায় বলেন–ছাপাখানা গড়ার কাজে যাঁরা সাহায্য করেছেন তাঁরা পত্রিকার ইতিহাসের সঙ্গে চিরতরে জড়িয়ে রইলেন। এই পত্রিকা যেভাবে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে তাতে অদূর ভবিষ্যতে জেলার সংবাদ পরিবেশনায় আলিপুর বার্তা স্বার্থকরূপ নিতে সক্ষম হবে। পত্রিকার সম্পাদক শ্রী বিরূপাক্ষ চট্টোপাধ্যায় সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। সভায় আলিপুর বার্তার সাংবাদিকবৃন্দ ছাড়াও, ২৪ পরগণা জেলা প্রেস ক্লাবের সদস্যবর্গ এবং বহু অনুরাগ বন্ধু উপস্থিত ছিলেন।

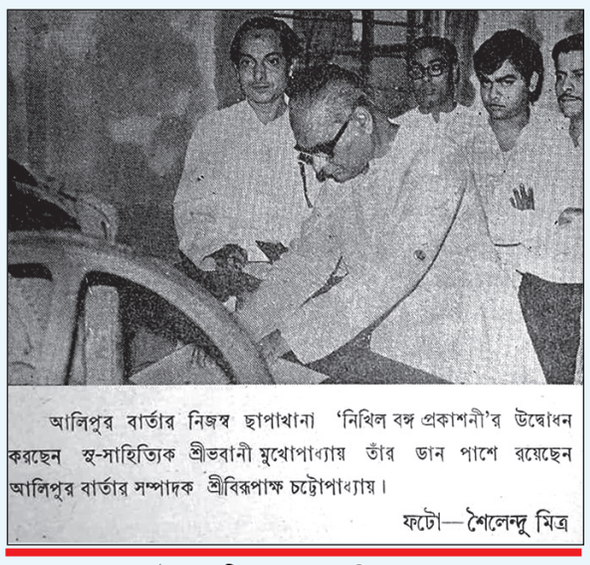

আলিপুর বার্তার নিজস্ব ছাপাখানা ‘নিখিল বঙ্গ প্রকাশনী’র উদ্বোধন করছেন সু-সাহিত্যিক শ্রীভবানী মুখোপাধ্যায় তাঁর ডান পাশে রয়েছেন আলিপুর বার্তার সম্পাদক শ্রীবিরূপাক্ষ চট্টোপাধ্যায়।

ফটো— শৈলেন্দু মিত্র

১০ম বর্ষ, ০৩ এপ্রিল ১৯৭৬, শনিবার, ১৭ সংখ্যা

জনসংযোগে আইএসএফ

প্রচারের নেমে জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : ৩০ মার্চ সাতমুখী বাজার থেকে নির্বাচনী প্রচার পর্ব শুরু করলেন ১৩৮ ক্যানিং পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রের আইএসএফ ও বাম জোটের প্রার্থী আইনজীবি প্রবীর মণ্ডল। বিভিন্ন দোকানে হাজীর হয়ে

নিজেকে সমর্থন করার জন্য আহ্বান জানায়। প্রবীরবাবু রাজনীতির সাথে যুক্ত থাকলেও রাজনীতির ময়দানে লড়াইয়ে প্রথম পদার্পণ। এদিন জনসংযোগ মিছিল কর্মসূচি শেষে প্রবীর মণ্ডল জানিয়েছেন, ‘তিনি মূলত রাজ্যের শাসক ও প্রধান বিরোধী দলের দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য মাঠে নেমেছেন। বিশেষ করে সংখ্যালঘু, তপঃশিলী জাতি ও উপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষজনের কোন উন্নয়ন হয়নি। যাতে করে আগামীতে এই দুর্নীতি রোধ করে সাধারণ মানুষের অধিকার ফিরিয়ে দেওয়া যায় সেই জন্যই এই লড়াই। এছাড়াও সাধারণ মানুষের সমর্থন রয়েছে, তারা আশীর্বাদ করছেন। ফলে ক্যানিং পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্র থেকে আইএসএফ প্রার্থী হিসাবে জয়ী হব এটা নিশ্চিত।’

৫৩টি মহিলা পরিচালিত মডেল বুথ

বিশাল দাস, বোলপুর : আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে মহিলা ভোটারদের কথা মাথায় রেখে বোলপুর এলাকায় এবার তৈরি করা হচ্ছে ৫৩টি মহিলা পরিচালিত ভোটগ্রহণ কেন্দ্র। শহরের পাশাপাশি গ্রামেও গড়ে তোলা হবে এই ধরনের বুথ। ভোটারদের স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপদে ভোটদানের জন্য একাধিক বিশেষ ব্যবস্থা থাকছে এই কেন্দ্রগুলিতে। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, কোথায় কীভাবে বুথ তৈরি হবে, কীভাবে সাজানো হবে এবং ভোটার পরিষেবার কী কী ব্যবস্থা থাকবে, তা নিয়ে ইতিমধ্যেই একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকও সম্পন্ন হয়েছে।

উল্লেখ্য, বীরভূম জেলায় প্রথম মহিলা পরিচালিত বুথ চালু হয় ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচন থেকে। এবার জেলায় মোট ভোটকেন্দ্রের সংখ্যা ৩,০৭৬টি। এর মধ্যে দুশোরও বেশি বুথ মহিলা পরিচালিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তার মধ্যেই বোলপুর মহকুমাতেই থাকছে ৫৩টি মহিলা পরিচালিত বুথ। এই বুথগুলির বিশেষত্ব হল–ভোটকর্মী থেকে শুরু করে প্রিসাইডিং অফিসার, পোলিং অফিসার, সকলেই থাকবেন মহিলা। এমনকি বুথের নিরাপত্তায় মহিলা পুলিশকর্মী ও মহিলা কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করার পরিকল্পনাও রয়েছে বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে।

প্রশাসনের মতে, বর্তমানে সরকারি চাকরির প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই মহিলাদের অংশগ্রহণ ক্রমশ বাড়ছে। নির্বাচনী কাজে যেহেতু মূলত সরকারি কর্মীদেরই দায়িত্ব দেওয়া হয়, তাই ভবিষ্যতে শুধুমাত্র পুরুষ কর্মীদের উপর নির্ভর করে ভোট পরিচালনা করা কার্যত কঠিন হয়ে পড়বে। ভোটারদের সুবিদার্থে রাখা হচ্ছে বৈদ্যুতিক ফ্যান, পানীয় জলের ব্যবস্থা, শৌচালয়, এমনকি শিশুকে সঙ্গে নিয়ে ভোট দিতে আসা মায়েদের জন্য আলাদা কক্ষ। ফলে মহিলা ভোটারদের পাশাপাশি প্রবীণ ও সাধারণ ভোটারদের জন্যও এই বুথগুলি হয়ে উঠবে অনেক বেশি আরামদায়ক ও সুবিধাজনক।

এ প্রসঙ্গে বোলপুরের মহকুমাশাসক অনিমেষ কান্তি মান্না বলেন, ‘প্রতিবারের মতো এবারও নির্বাচনে মহিলা পরিচালিত বুথ থাকছে জেলায়। কোথায় কোথায় সেই সমস্ত বুথ করা হবে, তার প্রস্তুতি চলছে।’

সাসপেন্ড ৩ জওয়ান

নিজস্ব প্রতিনিধি, সিউড়ি : ভোটের ডিউটি করতে এসে সিউড়ি তৃণমূল কার্য্যালয়ে ক্যারাম খেলায় মেতে ওঠে কেন্দ্রীয় বাহিনীর ৩ জওয়ান। একজন ক্যারাম খেলছিল একজন দাঁড়িয়েছিল এবং একজন বসেছিল। এমনই একটি ভিডিও পোস্ট করেছিল বিজেপি প্রার্থী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়। সেটা নির্বাচন কমিশনের নজরে আসতেই কড়া পদক্ষেপ। অভিযুক্ত ৩ জওয়ানকে সাসপেন্ড করেছে নির্বাচন কমিশন। পাশাপাশি তাদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্তের নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। এর আগে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের বিরুদ্ধে ইফতারে অংশগ্রহণ করার অভিযোগ উঠেছিল। সেই ঘটনায় ৭ জওয়ানকে সাসপেন্ড করেছিল কমিশন।

তৃণমূল–বিজেপি ছেড়ে আরএসপিতে যোগদান

নিজস্ব প্রতিনিধি, গোসাবা : ২০২৬ বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস, বিজেপি, জাতীয় কংগ্রেস, আরএসপি, এসইউসিআই তাদের প্রার্থী দিয়েছে। সমস্ত রাজনৈতিক দল প্রচারে ব্যস্ত। ২ এপ্রিল প্রচারে বেরিয়ে ১২৭ গোসাবা বিধানসভার পূর্ব আমতলি এলাকায় জনসংযোগ কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করেছিলেন আরএসপি প্রার্থী আদিত্য জোদ্দার। সেখানে তাঁর হাত ধরে এলাকার বিজেপি–তৃণমূল কংগ্রেস সমর্থিত ৫০টি পরিবার ২০০ জন আরএসপিতে যোগদান করেন।

প্রার্থী আদিত্য জানিয়েছেন, গোসাবায় বরাবরই আরএসপির দাপট ছিল। বিগত দিনে আমরা সেই ভাবে মানুষের কাছে পৌঁছাতে পারিনি। ফলে মানুষ আমাদের থেকে দূরে সরে গিয়েছিল। তারপর টাকার এপিঠ ওপিঠ তৃণমূল বিজেপি। তাদের অত্যাচার মানুষ আর সহ্য পারছে না। বর্তমানে আবার তাঁরা ঘরে ফিরে আসছেন। এর ফল ভোট বাক্সে প্রতিফলিত হবে।’

নব্য আরএসপি কর্মী সমর্থকদের দাবি, ‘বর্তমানে কেন্দ্র–রাজ্যে সেটিং সরকার চলছে। মানুষ ক্ষিপ্ত। পরিবর্তন চাইছে। তাই আমরা পরিবর্তনের জন্য আরএসপিতে সামিল হয়েছি।’ বিজেপির এক নেতা জানিয়েছেন, আমতলি তে যে বা যারা আরএসপিতে যোগদান করেছে বলে বলা হচ্ছে তা সম্পূর্ণ মিথ্যা। অন্যদিকে, তৃণমূল কংগ্রেস বলছে, নিজেদের কর্মী সমর্থকদেরকে যোগদান করিয়ে ছবি দেখিয়ে নির্বাচনে ফায়দা তুলতে চাইছে।’

মানুষের সাড়ায় অভিভূত বিজেপি প্রার্থী

নিজস্ব প্রতিনিধি, সাতগাছিয়া : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত সাতগাছিয়া বিধানসভা কেন্দ্রে এবার বিজেপি প্রার্থী করেছে ভূমিপুত্র অগ্নিশ্বর নস্করকে। ইতিমধ্যেই বিজেপি প্রার্থী অগ্নিশ্বর নস্কর বাবা বড়কাছারি ধামে পুজো দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রচার শুরু করে দিয়েছেন কর্মী সমর্থকদের নিয়ে। ২০২১ সালে অগ্নিশ্বরবাবু পাশের কেন্দ্র বিষ্ণুপুরে বিজেপির প্রার্থী ছিলেন। প্রতিবেশী কেন্দ্রে প্রার্থী হয়ে ঠিক সেভাবে ব্যাটিং করতে পারেননি। এবার কিন্তু তিনি অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসী যেহেতু তিনি সাতগাছিয়া বিধানসভা কেন্দ্রের ভোটার। প্রচারে বেরিয়ে তিনি মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত সাড়া পাচ্ছেন বলে দাবি করলেন। তিনি বলেন, এবারে গোটা রাজ্যের সঙ্গে সাতগাছিয়া তে ও পরিবর্তনের ঝড় উঠেছে। সাতগাছিয়া বিধানসভা কেন্দ্র একটি ঐতিহাসিক কেন্দ্র। কারণ এই কেন্দ্র থেকেই বাম আমলে জ্যোতি বসু ৫ বার জিতে মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন। ২০০১ সালে তৃণমূল কংগ্রেসের সোনালী গুহ বাম দুর্গের পতন ঘটিয়েছিল। সেই দুর্গের এবার পতন ঘটাতে চলেছে বিজেপি। অগ্নিশ্বরবাবু বলেন, গত ১৫ বছর ধরে সাতগাছিয়া কেন্দ্রের সেই অর্থে কোন উন্নয়ন হয়নি। ৭৫ নম্বর বাস রোড দিন দিন সংকীর্ণ হয়ে পড়েছে। পরিবহনের সমস্যায় মানুষ প্রতিদিন নাজেহাল হচ্ছেন। কর্ম সংস্থানের কোন দিশা নেই। নতুন করে কোন কলকারখানা শিল্প গড়ে ওঠেনি। শুধু ভাতা দিয়ে একটা রাজ্য চলতে পারেনা। বেকার শিক্ষিত যুবক যুবতীদের চাকরি না দিয়ে ১৫০০ টাকার ভাতা দেওয়া হচ্ছে। এর ফলে তাদের ভবিষ্যত অন্ধকার হয়ে যাবে। বিজেপি ক্ষমতায় এলে ৩০০০ টাকা করে লক্ষী ভাণ্ডার দেবে। অগ্নিশ্বর নস্কর আরো বলেন, সাতগাছিয়া বিধানসভার ৭টি মন্ডল আছে, প্রতিটি মন্ডলই অত্যন্ত তৎপর হয়ে উঠেছে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে ঘিরে। আমি পুরোদমে প্রচার শুরু করে দিয়েছি। প্রতি মন্ডল

থেকেই আমাকে ডাকা হচ্ছে বিজেপি কর্মী সমর্থকদের পক্ষ থেকে। আমি প্রতিটি মন্ডলে ছুটে যাচ্ছি। বিশেষ করে তরুণ তরুণীদের উৎসাহ চোখে পড়ার মতো। আমার দৃঢ় বিশ্বাস জাতীয় নির্বাচন কমিশন এবার অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন সম্পন্ন করবে। মানুষ যদি নিজের ভোট নিজে দিতে পারে তাহলে সাতগাছিয়া বিধানসভা কেন্দ্রে আমি জয়ের ব্যাপারে ১০০ শতাংশ নিশ্চিত। ‘পাল্টানো দরকার চাই বিজেপি’ সরকার এই স্লোগান এখন সাতগাছিয়া বিধানসভা কেন্দ্র জুড়ে ধ্বনিত হচ্ছে।

পাইপগান ও কার্তুজ সহ গ্রেপ্তার ১

নিজস্ব প্রতিনিধি, পাণ্ডুয়া : ১ এপ্রিল ভোররাতে পাণ্ডুয়া থানার পায়রা ব্রিজ সংলগ্ন এলাকা থেকে এক সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে আটক করে পুলিশ। পরে তল্লাশি চালিয়ে তার কাছ থেকে একটি দেশি তৈরি পাইপগান এবং এক রাউন্ড তাজা কার্তুজ উদ্ধার করা হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতের নাম নাজির হোসেন ওরফে লিচু(২২)। তিনি জাকির হোসেনের পুত্র এবং তার বাড়ি হুগলির ভদ্রেশ্বরের পাইকপাড়া এলাকায়। অভিযোগ, গভীর রাতে ওই যুবককে হারাল এলাকার পায়রা ব্রিজের কাছে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরা করতে দেখে পুলিশ তাকে আটক করে। পরে দেহ তল্লাশি চালিয়ে তার কোমরের পিছনের দিক থেকে একটি দেশি আগ্নেয়াস্ত্র ও একটি তাজা গুলি উদ্ধার করে। উদ্ধার হওয়া আগ্নেয়াস্ত্র ও গুলি আইনানুগভাবে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

চুঁচুঁড়ায় প্রচারে বেরিয়ে আপ্লুত প্রার্থী

নিজস্ব প্রতিনিধি, হাওড়া : মানুষের ভালোবাসা পাচ্ছি তার জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, প্রচারে বেরিয়ে এমনই উপলব্ধি হুগলি চুঁচুঁড়া বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী সুবীর নাগের। ৩০ মার্চ চুঁচুঁড়া পৌরসভার অন্তর্গত ওয়ার্ডগুলিতে বাড়ি বাড়ি প্রচার সারেন তিনি। প্রচারের সময় স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলেন এবং তাদের অভাব অভিযোগ ও সমস্যার কথা শোনেন। পরে সুবীর বাবু বলেন, আমি পেশাদার রাজনীতিবিদি, তবে প্রচারে বেরিয়ে মানুষের কাছ থেকে যে আন্তরিক সাড়া পাচ্ছি তাতে আমি আপ্লুত। সাধারণ মানুষের ভালোবাসা ও সমর্থনই আমাকে আরো দায়িত্বশীল করে তুলেছে বলে মনে করি। তিনি আরও বলেন, মানুষের যে

ভালোবাসা পাচ্ছি তার জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। এই ভালোবাসার মর্যাদা রাখার চেষ্টা করবো। প্রচারের সময় তাঁর সঙ্গে দলের কর্মী সমর্থকরা উপস্থিত ছিলেন। চুঁচুঁড়া বিধানসভা কেন্দ্রে রাজনৈতিক পরিস্থিতি ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে উঠছে। আর সেই সুবাদেই নতুন করে জল্পনার জন্ম দিলেন বিজেপির চুঁচুঁড়া পেয়ারা বাগানের ভূমিপুত্র প্রার্থী সুবীর নাগ। তাঁর দাবি, চুঁচুঁড়ার মানুষ ও সমর্থকদের সমর্থন এবার তাঁর ঝুলিতেই থাকবে। ইতিমধ্যেই এই হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ে তিনি জোরালো দাবি করেন ৫০ হাজার ভোটে জিতবেন। এলাকায় রাজনৈতিক শোরগোল শুরু হয়েছে। এই বিধানসভায় বিজেপি, তৃণমূল ও বামফ্রন্ট তাদের প্রার্থী দিয়েছে। এখানে তৃণমূল কংগ্রেসের বহিরাগত দেবাংশু ভট্টাচার্য্য লড়ছেন। ভোটের আগে তৃণমূল কংগ্রেসের অন্দরে মতবিরোধ প্রকাশ্যে এল। একদিকে নাম না করে প্রাক্তন বিধায়ক অসিত

মজুমদারকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ শানালেন হুগলির তৃণমূল সাংসদ রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়। চুঁচুঁড়ায় এক সভা থেকে রচনা বলেন, গত ১৫ বছরে মানুষ বঞ্চিত হয়েছে, আমরা ৫ বছরে দেখিয়ে দেব যা এতদিন হয়নি। দেবাংশু বলেন, তৃণমূল কংগ্রেস একটি পরিবার, সেখানে মতানৈক্য থাকতেই পারে। ভোটের মুখে চুঁচুঁড়ায় তৃণমূলের অন্দরের এই প্রকাশ্যে বাকযুদ্ধ রাজনৈতিক মহলে যথেষ্ট কুরুচিপূর্ন ইঙ্গিত বলেই মনে করা হচ্ছে।

পূর্ব বর্ধমানের কাটোয়ায় জমে উঠেছে চতুর্মুখী লড়াই

দেবাশিস রায়, পূর্ব বর্ধমান : চতুর্মুখী লড়াইয়ের মধ্য দিয়েই এবারে কাটোয়া কেন্দ্রে বিধানসভা নির্বাচন কার্যত জমে উঠল। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে পূর্ব বর্ধমান জেলার কাটোয়া কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেসের পাশাপাশি সিপিএম, বিজেপি, এসইউসিআই, কংগ্রেস, আমজনতা উন্নয়ন পার্টি প্রমুখ রাজনৈতিক দল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। তবে, এই নির্বাচনী লড়াইয়ে এখনও পর্যন্ত ধারেভারে সর্বাগ্রে আমজনতার নজর কাড়ছেন তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। রাজ্যের অন্যতম বর্ষীয়ান রাজনীতিক তথা ৬ বারের বিধায়ক রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক নানাবিধ কর্মপদ্ধতি ঘিরে এমনিতেই সারাটা বছর কাটোয়ার সর্বসাধারণের মধ্যে একটা আলাদা কৌতূহল থাকেই। বিধানসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সেই কৌতূহলের পারদ স্বাভাবিকভাবেই আরও চড়ছে। ৭৭ বছর বয়সী কাটোয়ার এই ‘হেভিওয়েট’ প্রার্থীর বিরুদ্ধে সিপিএমের পক্ষে সঞ্জীব দাস, বিজেপি’র পক্ষে কৃষ্ণ ঘোষ, কংগ্রেসের পক্ষে রণজিৎ চট্টোপাধ্যায়, এসইউসিআই–এর পক্ষে অপূর্ব চক্রবর্তী, আমজনতা উন্নয়ন পার্টির পক্ষে সিপ্পি তেওয়ারী প্রমুখ নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতার আসরে

হাজির হয়েছেন। এই কেন্দ্রের কংগ্রেস প্রার্থী রণজিৎ চট্টোপাধ্যায় সম্পর্কে ভাইপো হন তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের।

নিজেদের প্রতীকে প্রার্থী দেয়নি। তারা কংগ্রেস প্রার্থীকে সমর্থন করেছিল। কিন্তু, ১০ বছরের ব্যবধানে এবারে দলীয় প্রার্থী থাকায় যদিও এখনও পর্যন্ত কাটোয়া কেন্দ্রের বিভিন্ন এলাকায় নির্বাচনী প্রচারের গতি লক্ষ্য করে যেটুকু বোঝা গিয়েছে তাতে প্রথম থেকেই শাসকদলকে টক্কর দিতে কার্যত আদাজল খেয়ে ময়দানে নেমে পড়েছে সিপিএম। এখানে সিপিএম বিগত দু’টি পর্যায়ে কংগ্রেসের সঙ্গে জোটধর্ম বজায় রাখার কারণে সিপিএম কর্মীরা কার্যত সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। বিজেপি, কংগ্রেস প্রমুখ অনেকটাই দেরিতে প্রার্থী দেয় এবং সে কারণে তাদের সেভাবে প্রচারেও দেখা যায়নি। দেওয়াল লিখন সহ মিটিং–মিছিল সর্বত্র প্রথম থেকেই জনতার নজর কাড়ছেন তৃণমূল কংগ্রেস এবং সিপিএম প্রার্থীরা। স্বাভাবিকভাবেই

কাটোয়ায় এবারের নির্বাচনী লড়াইটা চতুর্মুখী। তবে, ঠেকে ঠেকে কাটোয়াবাসীর রাজনৈতিক চর্চায় কিন্তু সবার আগেই উঠে আসছে বিদায়ী বিধায়ক রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের নাম। দীর্ঘদিনের নির্বাচনী লড়াইয়ে ‘অপ্রতিদ্বন্দ্বী’ ও ‘লড়াকু’ মানসিকতার কারণে তাকে নিয়ে সর্বদা গোটা জেলায় বিভিন্ন মহলে চর্চা চলে এবং যেকারণেই তিনি কার্যত সকলের কাছে ‘কাটোয়ার রবিদা’ নামে পরিচিত। কাটোয়ায় তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী

তাঁর দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার নিরিখে কি সপ্তমবারের জন্য জয়লাভ করতে পারবেন? সিপিএম কি তাদের হারানো জনসমর্থন ফিরে

প্রান্ত। এরই পাশাপাশি কাটোয়ায় ‘কাকা–ভাইপো’র রাজনৈতিক লড়াই নিয়েও একাধিক মহলে চর্চা অব্যাহত।

পাবে? ধর্মীয় রাজনীতিতে ভর করে পথচলা বিজেপির জনসমর্থন পাল্লা কোনদিকে ঢলে পড়বে? নিজেদের একদা ‘দুর্জয় ঘাঁটি’ কাটোয়ায় কংগ্রেস কতটা ভোটের ঝুলি ভরতে পারবে? আমজনতা উন্নয়ন পার্টির বহিরাগত প্রার্থীর ভবিষ্যৎ কী হতে পারে?...এসব প্রশ্নেই সরগরম কাটোয়ার বিভিন্ন

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৬০ বর্ষ, ২৩ সংখ্যা, ০৪ এপ্রিল – ১০ এপ্রিল, ২০২৬

বাংলার গরিমা

বাঙালীর আশা, বাঙালীর ভাষায় বিজয়ার সুর অনেকদিন আগেই বেজে উঠেছিল। যে সময় শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, রবি ঠাকুর, রাজা রামমোহন রায় এবং নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুদের প্রতি কুৎসা আর মিথ্যাচারের নিত্য ফুলঝুরি ঝরে পড়ত আদর্শবাদের দোহাই দেওয়া রাজনীতি আশ্রয়ী কিছু বুদ্ধিজীবীদের ভাষণে ও লেখনীতে। পরবর্তীকালে জনগণের বিরূপতার কারণে সংযত ও ক্ষমা চাওয়ার লোক দেখানো আকুতি থাকলেও তা ছিল নেহাতই প্রয়োজনের তাগিদ। এ ব্যাপারে বামপন্থী –ডানপন্থী রাজনীতিকরা বাংলা ও বাঙালীর অস্মিতা অথবা গরিমাকে দিনক্ষণ দেখে মাঝে মধ্যে স্মরণ করলেও সেখানে শুধুই 'আত্মঘাতী বাঙালী'–র নিঃশব্দ পতনের আর ভাঙনের অশ্রুত বেদনাই প্রকট হয়। ঐতিহ্যের শিকড়ে জল ও সার প্রয়োগ করে যে বাঙালী সত্ত্বাকে আরো বলিষ্ঠ ও গতিময় করা যেত তা আজ নিম্নগামী অগ্নিশিখার মত। গণতান্ত্রিক ভারতের উচ্চকক্ষ ও নিম্নকক্ষে যে জন প্রতিনিধিরা পশ্চিম বাংলা থেকে নির্বাচিত হতেন তাদের নানা আচরণ দেশের কাছে মুখ উজ্জ্বল করেনি বাংলার। পশ্চিমবাংলায় দশকের পর দশক ধরে অবক্ষয়ের নানা তথ্য প্রকাশ্যে আসায় বাঙালীর সেই ঐতিহ্য গরিমা নানাভাবে কলঙ্কিত হয়েছে। দেশভাগের সূত্রেই বাংলা ও বাঙালীর সজীব, সচল, সৃষ্টিশীল বহমানতাকে আহত করা হয়েছে –এ এক ঐতিহাসিক সত্য। দুই পারের বাংলার সামাজিক পরিস্থিতি এই সত্যকে প্রকট করেছে।

পশ্চিমবাংলার রাজনৈতিক ধারাবাহিক দৈন্যতা আরো প্রকাশ্যে এসেছে দুয়ারে নির্বাচন যখন কড়া নাড়ছে। প্রধান রাজনৈতিক দলগুলির নেতা ও কর্মীদের মাত্রা ছাড়া অসংযত আচরণ কখনও কখনও অসভ্যতার পর্যায় চলে যাচ্ছে যা বাকি ভারত সামাজিক মাধ্যমের যুগে দ্রুত দেখে ফেলছে। বাঙালীর জ্ঞান, সংস্কৃতি, প্রতিভা প্রতি মুহূর্তে পদদলিত হচ্ছে কয়েক দশক ধরে। বেকারত্ব, স্বজন পোষণ এবং বাংলার নবজাগরণ–এর পথিকৃৎদের অবমাননা বাঙালীর বলিষ্ঠ উদ্ভাবনী ভাবনাচিন্তাকে সংকীর্ণতার পঙ্কিল আবর্তে নিমজ্জিত করেছে। অতি সম্প্রতি দেশ গৌরব সুভাষচন্দ্রকে শাসকদলের এক বিধায়ক ও পরিচালক ন্যাক্কারজনকভাবে অপমান করেছেন 'আবার প্রলয়–২' নামক ওয়েবসিরিজে। ভোটপ্রার্থী সেই পরিচালকের বিরুদ্ধে ডান–বাম কোনও নেতানেত্রী একটিও নিন্দা বাক্য উচ্চারণ করেননি। বাঙালীর এই গরিমার রাহুগ্রাস লজ্জার ও বেদনার।

যোগবশিষ্ঠ সংবাদ

'স্থিতি প্রকরণ'

ব্রহ্মে আকার, বিকার, সত্তা অসম্ভব। ব্রহ্ম হতে ব্রহ্ম উদ্ভূত, কিন্তু ব্রহ্মে জগৎ অনুপস্থিত থাকে। এই উদ্ভবকালে উৎপত্তি ও ক্রিয়াশক্তির আধিক্য ও স্বল্পতার কারণে জনক ও জন্য ভাব প্রতীত হয়। এইটি এইরকম, ঐটি অন্যরকম, এই নামরূপ যে ব্যবহার, তা নিতান্তই ব্যবহারিক এবং বাক্যসারমাত্র, পরমাত্মায় সেই ভাব একেবারেই নেই। কারণ সেই ভাব খণ্ডিত সত্তায় সম্ভব, অপরিচ্ছিন্ন পরমাত্মায় তা অসম্ভব। এক প্রদীপ হতে অনেক প্রদীপ প্রজ্জলিত হলে, প্রথম প্রদীপকে জনক এবং অন্য প্রদীপগুলিকে জন্য বলা যায় না, তেমনই ব্রহ্মকে জগতের নিমিত্ত কিংবা উপাদান–কারণ বলা যায় না। ব্রহ্মে জনক–জন্য ভাব অসম্ভব। কারণ যিনি অসীম–অনন্ত, তিনি দ্বিতীয় কোন বস্তু সৃষ্টি করতে পারেন না। দ্বিতীয় বস্তু সৃষ্ট হলে অসীম–অপরিচ্ছিন্ন–অখণ্ড মিথ্যায় পরিণত হয়ে যায়। বাক্যের ও পরিচয়ের সুবিধার্থে ভেদ ও সংখ্যা কল্পিত হয়ে থাকে। বিজ্ঞজনেরা সেই কল্পনা বা বাক্যকেও ব্রহ্ম বলেই জানেন। বস্তুতঃ জীবাত্মা, মন, বুদ্ধি, বৃত্তিসমূহ, বাক্য, কর্ম ইত্যাদি সমস্তই ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছু নয়। তাবৎ জগৎ হল ব্রহ্ম, কিন্তু ব্রহ্মে উক্ত সত্তাসমূহ হয়ই না। তাই ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছু প্রকৃত অর্থে হতেই পারে না। তাই এইটি এই রকম, ঐটি অন্যরকম আত্মাতে এই বিভাজন মিথ্যাজ্ঞানের প্রভাবেই ঘটে থাকে। কূটস্থব্রহ্মে নিত্য ব্রহ্মই বিদ্যমান থাকেন। ব্রহ্ম ভিন্ন অন্যকিছুর দর্শন বা জ্ঞান সত্যজ্ঞানের পরিপন্থী। তমঃ ও রজঃ গুণের প্রভাবে মিথ্যাজ্ঞানের সত্যদৃষ্টি অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। সত্যদৃষ্টির উদয়ে সমস্তই ব্রহ্মরূপে নিশ্চিত হয়। সেই জ্ঞানই পরমার্থজ্ঞান। হে রাম! তোমার জ্ঞানদৃষ্টি স্ফুরিত হতে থাকলে, তোমায় এই বিষয়ে সবিশেষ অন্যান্য কথা বলব। তোমার অজ্ঞান দৃষ্টি ক্ষীয়মান হতে হতে অজ্ঞান ক্রমশঃ নির্মূল হয়ে গেলে তুমি জানতে পারবে ব্রহ্মে অবিদ্যা দোষ কোনভাবেই নেই। অজ্ঞান নির্মূল হলেই তুমি পরমপদে সংস্থিত হতে পারবে।

রাম বললেন, প্রভো। আপনার উপদেশে আমি কখনও উদ্বুদ্ধ হচ্ছি, আবার কখনও বা দোলাচলে পতিত হচ্ছি। ব্রহ্ম যদি ব্রহ্মরূপেই নিত্য অবস্থিত থাকেন, তবে এই অনাত্ম, পরিচ্ছিন্ন, বিকারসমূহ এল কোথা থেকে? বশিষ্ঠ বললেন, আত্মবিদ্যায় অসত্যের স্থান হয় না, আত্মবিদ অসত্য বলেন না। অবিদ্যা–রোগগ্রস্ত মানুষের কাছে আত্মবিদের সৎ উপদেশ অসত্য বা মোহজনক মনে হতে পারে। কিন্তু অবিদ্যা নাশ হয়ে জ্ঞানদৃষ্টি লাভ করলে ব্রহ্মবিদ্যা পরম ও সত্য এই জ্ঞানে স্থিত হওয়া যায়। তখন আর বাচ্য–বাচক ইত্যাদি ভেদাভেদ থাকে না। আমি তোমাকে যে সমস্ত কথা বলেছি তা শাস্ত্রের অর্থ বোঝাবার জন্য। অবিজ্ঞ পুরুষের জ্ঞানোদয়ের জন্য ভেদমূলক শব্দাদির প্রয়োগ করার প্রয়োজন হয়। কিন্তু তত্ত্বজ্ঞান লাভ হলে সেই ভেদাত্মক শব্দাদির যাথার্থ্য থাকে না।

উপস্থাপক : শ্রী সুদীপ্তচন্দ্র

ফেসবুক বার্তা

Nepal Politics Gets A Remix

First Rapper Balen Shah Becomes Nepal's Prime Minister

Now DJ Sudan Gurung Becomes Nepal's Home Minister

আলোকপাত

বাংলার অস্মিতা শুধুই কি তুষ্টিকরণের অস্ত্র?

সুকন্যা পাল

'বাংলার অস্মিতা।' দুটি শব্দ। একটি ছোট্ট বাক্য। বাংলা ভাষার। তবে অর্থগত এর প্রসারতা কিন্তু সীমাহীন বৃহৎ। যেমন সহজেই বলা যায়, এতো বাঙালি জাতির অস্মিতা। আবার এও মানে বহন করে, আরে এ যে বাংলা ভাষার অস্মিতা। কেউ কেউ ভাবতেই পারেন, এটা আদতে বাংলার ভৌগলিক অস্মিতা। কারও কারও মতে, বং বা বাঙালির চিরাচরিত সংস্কৃতি, শিক্ষা, পরম্পরা, ঐতিহ্য, ইতিহাস, বর্তমান সহ রাজনীতি প্রভৃতি হলো অন্যতম বাংলার অস্মিতা।

শেষের শব্দটা কি যেন শুনলাম? রাজনীতি? হ্যাঁ হ্যাঁ রাজনীতি। বঙ্গজ নিজস্ব রাজনীতিও তাই অবশ্যই বাংলার অস্মিতার এক জাজ্বল্যমান দাবিদার। দাঁড়ান দাঁড়ান, অধুনা বঙ্গীয় রাজনীতিও আবার বাংলার অস্মিতার তকমা বাহক, এটা একটু হজম করতে দিন সবার আগে।

বাংলা অস্মিতা বলতে মোটামুটি ভাবে আমরা বুঝি স্বাধীনোত্তর বৃহত্তর বাংলার ভূমির কোলে আশ্রিত যা কিছু আঙ্গিকগত গৌরবের। ভারতের স্বাধীনতার একেবারে প্রাক্ মুহূর্তে সেই বাংলা একদা দ্বিখণ্ডিত হল। এক বসুধার নাম পূর্ব পাকিস্তান বা সোনার বাংলা। অন্য চরাচর যে পশ্চিমবঙ্গ বা রূপোলি বাংলা হিসেবে পরিচিত। দুই বাংলা হয়ে উঠেছিল দুই রাষ্ট্রের দুটি ভূদেহ। পরবর্তীতে পূর্ব পাকিস্তান মুক্তিযুদ্ধের আত্মত্যাগের মহিমায় বিকশিত হয়ে ওঠে বাংলাদেশ নামে। জয় বাংলার নিজস্ব স্লোগানে বিপ্লবে।

এতো গেল সামগ্রিক বাংলার অস্মিতার এক ঐতিহাসিক সংক্ষিপ্ত তথ্য। আচ্ছা অস্মিতা বলতে কি বোঝায় অভিধানের দৃষ্টিকোণে? এই অস্মিতা শব্দটি প্রধানতঃ উঠে এসেছে সংস্কৃত ভাষার গর্ভ থেকে। সংস্কৃততে 'অস্মি' বলতে বোঝায় 'আমিত্ব'। সুতরাং আজকে যে 'অস্মিতা' শব্দটি আচমকা বহুল প্রচারের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে এই রাজ্যে, তা হলো আসলে রূপোলি বাংলার

সামগ্রিক নিজস্বতার একচ্ছত্র স্বভিমানেরই এক সার্বিক দাবিদার। অনেকটা আত্মসম্মান বা আত্মঅহংকার বা আত্মমর্যাদার অনুভূতিও প্রকাশ পায় 'অস্মিতা' উচ্চারণে।

এতো গেল অভিধানের খাঁটি তত্ত্ব কথকতা। এরপর উপরিউক্ত আলোচনাতেই ফের ফিরে আসা যাক। পশ্চিমবঙ্গ এখন ছাব্বিশের বিধানসভা নিয়ে রীতিমতো সরগরম। শাসকের পনেরো বছর পর্যালোচনায় তুমুল ব্যস্ত রাজ্যবাসী। এমতাবস্থায় সরকার বিরোধী প্রাতিষ্ঠানিক সমালোচনার কাউন্টার করতে হিমসিম খাওয়া শাসক তৃণমূল বঙ্গীয় আবেগের উনুনে সুড়সুড়ির আঁচ জ্বালাময়ী করতে ঝুলি থেকে পরিকল্পিত ভাবে বের করে এনেছে বাংলার 'অস্মিত' নামক এক ঠুনকো ইস্যুকে। এরসঙ্গে শীতঘুম ভেঙ্গে প্রায় উড়ে এসে জুড়ে বসেছে একাংশ বুদ্ধিজীবী তথা ব কলমের তৃণজীবীরা। তাঁদের কণ্ঠে তৃণ সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠের তোয়াজি প্রতিধ্বনি শুধু শোনা যায় বাংলার অস্মিতা সম্পর্কে। কিন্তু স্বব্যক্তিত্বের দীপ্ত স্বরে, এই রাজ্যের অন্তরে সফররত রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর প্রতি অপমান সম্পর্কে আবার একটা বাক্যও তাঁরা ব্যয় করতে নারাজ। শাসক স্পন্সর এমন একপেশে বাংলার 'অস্মিতা'–র প্রতিষ্ঠা দেখে অবশেষে পুকুরের ব্যাঙও হো–হো– হো– করে হাসতে শুরু করেছে।

বিগত মাস দশেক ধরে এই বঙ্গে তৃণমূলের পক্ষ থেকে অনেকটা ইচ্ছাকৃতভাবেই বাংলার অস্মিতাকে ইস্যু বানিয়ে স্থানীয় ভোটারদের মনে গেঁথে দিতে শুরু করেছে অনেকটা আচমকাই। ভিন রাজ্যে কর্মরত কোনও শ্রমিক সেখানে আক্রান্ত হলে এই রাজ্যে শাসকের 'চিল' চিৎকার আরম্ভ হয়ে যায় বাংলা 'অস্মিতা'–র উপর আঘাত আনা হয়েছে বলে। কিন্তু তাঁরা অদ্ভুত রূপে উহ্য থেকে যান, কেন এরাজ্যের শ্রমিকেরা নিজভূমে কর্মসংস্থানের সুযোগ না পেয়ে অন্য রাজ্যে পাড়ি জমাতে বাধ্য হোন, সেই প্রসঙ্গে।

শুধুই কি তাই? সাম্প্রতিক কালে সারা বাংলা জুড়ে অবাধে চলেছে শাসকের তোলাবাজি। সঙ্গে জাঁকিয়ে বসেছে চাকরি চুরি, চাল চুরি, রেশন চুরি, কয়লা চুরি, বালি চুরি, পাথর চুরি, গরু চুরি, অভয়ার মতো মেয়েদের অবাধে ইজ্জত চুরির মতো নানা অসামাজিক কাজ। এ হেন গণহারের নৈরাজ্যে আজ সারা বিশ্বের কাছে বাংলার সুনাম আক্ষরিক অর্থেই ভুলণ্ঠিত। কলকাতা উচ্চ আদালত থেকে দেশের সর্বোচ্চ ন্যায়ালয় তো এখন প্রায় দিনই রাজ্য সরকারের শাসন ব্যবস্থাকে জবরদস্ত তুলোধুনা করে চলেছে অনেকটা নিয়ম করে। এমনকি দেশের বিভিন্ন জনসমীক্ষা থেকে এও জানা গিয়েছে, এই তৃণমূল সরকারের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হলেন পশ্চিমবঙ্গে স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ের মধ্যে সবচাইতে ন্যক্কারজনক ব্যর্থ রাজ্য প্রশাসক। যিনি শ্রেফ নেতিবাচক রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করতে দেশের রাজধানীর রাজপথে দাঁড়িয়ে নিজের পরণের শাড়িকেও প্রচারের নিলামে পণ্য হিসেবে তুলে ধরে ছিলেন বলে অনেকের অভিযোগ।

যদিও এইসব জলন্ত ঘৃণিত অভিযোগ সম্পর্কে বরাবরই মৌনব্রত পালন করে এসেছে ঘাসফুল বাহিনী। তোতাপাখিকে শেখানো বুলির মতো ওই দলের মোটামুটি একই রকমের অফিসিয়াল বিবৃতি, বিজেপি ও নরেন্দ্র মোদী এবং অমিত শাহ এই রাজ্যের প্রতিহিংসা পরায়ণ আচরণ করছে। বাংলা অস্মিতাকে নিয়ে খেলতে দেব না আমরা। 'জয় বাংলা'।

ঠিকই শুনেছেন। 'জয় বাংলা'। সীমান্ত ওপারের মুজিবর রহমানের বাংলাদেশে 'জয় বাংলা' হলো তাদের স্বদেশিকতার আপনতর উচ্চারণ। এটা এই বাংলায় তৃণমূলের সাম্প্রতিক আমদানি। সোনার বাংলা থেকে পালিয়ে আসা এ রাজ্যের দুধেল গাইয়ের সন্তুষ্টিকরণের কারণে এমন আমদানি বলে রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করেন। এখানে তো আবার অধুনা বাংলা অস্মিতার মহীয়সী ধারক প্রচার করে থাকেন, কবি নজরুল মহাভারত রচনা করেছিলেন।

এমনতর বাংলা অস্মিতার উদ্ভট প্রণয়ন দেখে বিরোধী শিবিরের পদ্মসাধকেরা আবার বলে থাকেন, মুখ্যমন্ত্রী মানসিক অবসাদে ভুগছেন গদিচ্যুত হবার ভয়ে। সারা রাজ্যকে উনি ভাবেন এটা তার পারিবারিক নর্দমা। যা খুশি অপকর্ম উনি করে চলেছেন। বাংলার 'অস্মিতা' নিয়ে আসলে উনি ভুল বলে চলেছেন। এককে সময় মনে হয় জালি ডক্টরেট ম্যাডাম আদৌ জানেন তো, বাংলা 'অস্মিতা'–র পবিত্র অর্থটা আসলে কি?

বলাগড়ে এবারের লড়াই কেবল দলীয় নয়

বিশ্বাস বনাম সংগঠন বনাম গ্রহণযোগ্যতার নির্বাচন

সুব্রত মণ্ডল : হুগলির বলাগড় বিধানসভা কেন্দ্র এবারের নির্বাচনে বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ, এই একদিকে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের সংগঠনশক্তি। অন্যদিকে, বিজেপির বিরোধী ভোট টানার ক্ষমতা, আর তৃতীয়ত সিপিএমের নতুন মুখ ও স্বচ্ছ ভাবমূর্তি, এই কেন্দ্রে প্রধান লড়াইয়ে রয়েছেন। তৃণমূল কংগ্রেসের রঞ্জন ধাড়া, বিজেপির সুমনা সরকার, সিপিএমের বিকাশ গোলদার।

২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে বলাগড়ে তৃণমূলের মনোরঞ্জন ব্যাপারী ১,০০,৩৬৪ ভোট (৪৫.৬৩%) পেয়ে জয়ী হন। বিজেপির সুভাষচন্দ্র হালদার পান ৯৪,৫৮০ ভোট (৪৩%)। সিপিএম প্রার্থী পান ১৯,৭৬৬ ভোট (৮.৯৯%)। অর্থাৎ ব্যবধান ছিল খুব বেশি নয়—প্রায় ৫,৭৮৪ ভোট।

এটি এমন একটি কেন্দ্র, যেখানে অ্যান্টি–ইনকামবেন্সি, প্রার্থী–ইমেজ, স্থানীয় সংগঠন এবং বিরোধী ভোটের বিভাজন—এই ৪টি ফ্যাক্টর ফল নির্ধারণ করতে পারে। আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল ২০২৪ লোকসভা ভোটের হিসেবে এই বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপি সামান্য এগিয়ে ছিল—প্রায় ৪৬.২১%, যেখানে তৃণমূল ছিল ৪৩.৫%, আর সিপিএম প্রায় ৭%। ফলে বোঝা যাচ্ছে, এই আসনটি এখন আর একপেশে নয়।

তৃণমূল কংগ্রেসের রঞ্জন ধাড়া সংগঠনের ভরসা কিন্তু 'বহিরাগত' ইস্যু ভাবাচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেসকে। এই কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী রঞ্জন ধাড়া যিনি হুগলি জেলা পরিষদের সভাধিপতি হিসেবেও পরিচিত। তার প্রশাসনিক পরিচিতি ও দলীয় ওজন অস্বীকার করার উপায় নেই। জেলা পরিষদ, পঞ্চায়েত, বুথস্তরে প্রভাব রয়েছে। এসব দিক থেকে তৃণমূল এখনও বলাগড়ে শক্তিশালী। রঞ্জন ধাড়া সাংগঠনিক যোগাযোগও তৃণমূলের জন্য বড় সম্পদ। শাসকদলের 'জেতার মেশিনারি' এখনও সক্রিয়, কিন্তু সমস্যাও কম নয়। রঞ্জন ধাড়ার বিরুদ্ধে বিরোধীরা বহিরাগত তকমা লাগিয়ে প্রচার চালাচ্ছে।

'বহিরাগত বনাম স্থানীয়' তকমার ভিত্তিতে জনমানসে নীরব ক্ষোভ তৈরি হচ্ছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে শাসকদলের বিরুদ্ধে দুর্নীতি, স্বজনপোষণ,নেতা বনাম কর্মী দূরত্বের চাবিকাঠিও। রাজনৈতিকদের মতে এগুলো ভোটে প্রভাব ফেলতে পারে। বিজেপির সুমনা সরকার: স্থানীয় মুখ হিসেবে সুবিধা পেলেও দলত্যাগী তকমা ও পুরনো কর্মীদের ক্ষোভ বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এই 'দলত্যাগী' পরিচয় বলাগড়ে বিজেপির পুরনো সংগঠনের মধ্যে কিছু অসন্তোষ তৈরি করেছে—এমন খবর বিভিন্ন মাধ্যমে উঠে এসেছে। এমনকি সংবাদমাধ্যমে বলাগড়ে বিজেপির কর্মী–সমর্থকদের একাংশের ক্ষোভ ও প্রতিবাদের কথাও দেখা গেছে।

২০২১ ও ২০২৪–এর ট্রেন্ড অনুযায়ী বলাগড়ে বিজেপির ভোট বেস বাস্তব, যদি হিন্দু ভোট শাসক বিরোধী–তৃণমূল ভোট একজোট হয়, তাহলে বিজেপি লড়াইয়ে এগিয়ে যেতে পারে। বলাগড়ের মতো কেন্দ্রে বিজেপিকে জিততে হলে শুধু মোদী–ফ্যাক্টর বা অ্যান্টি–তৃণমূল মনোভাব যথেষ্ট নয়। প্রতিটি বুথে পুরনো কর্মী, পঞ্চায়েতস্তরের নেটওয়ার্ক, এবং ভোটের দিনের শৃঙ্খলা অত্যন্ত দরকার। সুমনা সরকারের জয়ের রাস্তা আছে, কিন্তু তা নির্ভর করছে—যদি স্থানীয় গ্রহণযোগ্যতা 'দলত্যাগী অবিশ্বাস'–কে ছাপিয়ে যেতে পারে।

সিপিএমের বিকাশ গোলদারের শিক্ষক ভূমিপুত্র তকমা কি ভোটে রূপান্তরিত হবে? একজন স্কুল শিক্ষক হিসেবে তাঁর পরিচয়, শান্ত–সংযত ভাবমূর্তি এবং তুলনামূলকভাবে স্বচ্ছ ইমেজ—এই তিনটি বিষয় তাকে অন্য দুই প্রার্থীর থেকে আলাদা করেছে। আজকের বাংলার রাজনীতিতে ভোটারদের একাংশ—বিশেষত শিক্ষিত ভোটার, বাম–মনস্ক পরিবার, তৃণমূল ও বিজেপি—দুই দলের প্রতি হতাশ। যদিও সিপিএমের সংগঠন আগের মতো শক্তিশালী নেই, তবে এখানে লড়াই ত্রিমুখী হলেও, ভালো মানুষ ইমেজ থাকলেও, জেতার যোগ্য

প্রার্থী হিসেবে ভোটার কতটা সিপিএমকে আবার রাজনীতিতিতে সামনের সারিতে তুলে আনবে সেটাই এখন বড় প্রশ্ন। বলাগড়ে সিপিএমের ঐতিহাসিক ভিত্তি একসময় খুব শক্ত ছিল। কিন্তু বাস্তব হল, এখন বামেদের লড়াই নৈতিক শক্তি বনাম নির্বাচনী শক্তি—এই দ্বন্দ্বের মধ্যে আটকে। মানুষ মুখ ফেরানোর পর বামেদের ঘুরে দাঁড়ানো কতটা সহজ তা সুদূর ভবিষ্যত বলবে। যদিও কিছু বুথে চমকও দেখা যেতে পারে এবার।

গ্রামীণ ভোটাররা অনেক সময় দলের চেয়ে কে আমাদের লোক—এটা বেশি গুরুত্ব দেয়। তৃণমূলের বিরুদ্ধে এই ইস্যু বিজেপি তুললেও বিজেপির প্রার্থী দলবদলকারী হওয়ায় সেই আক্রমণ পুরোপুরি একমুখী হচ্ছে না। অর্থাৎ দুই প্রধান দলই এখন আংশিকভাবে বিশ্বাস সংকটে ভুগছে।

বলাগড়ে বিজেপি একটি বড় সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। পুরনো কর্মীদের কাজে কিছুটা হলেও অনীহা দেখা দিয়েছে। তাই সুমনা সরকারের ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তা থাকলেও বুথে ক্ষতি হতে পারে। এর সাথে সিপিএমের ভোট বাড়লে তৃণমূল বা বিজেপি—দু'পক্ষেরই অঙ্ক বদলে যেতে পারে।

বিজেপির পুরনো কর্মীদের ক্ষোভ পুরোপুরি না মিটলে এবং সিপিএম ৮–১২% ভোট ধরে রাখলে তৃণমূল: ৪২%–৪৬%, বিজেপি: ৩৯%–৪৪%, সিপিএম: ৯%–১৪% পেতে পারে। রঞ্জন ধাড়া অল্প ব্যবধানে এগিয়ে যেতে পারেন। আর সিপিএমের ভোট যদি না বাড়ে এই ক্ষেত্রে সুমনা সরকার জিততে পারেন। অর্থাৎ, সিপিএম প্রথম না হলেও কারা প্রথম হবে সেটা তারাই ঠিক করবে।

সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, কংগ্রেস ও এস ইউ সি আই র উপস্থিতি। কংগ্রেস টানতে পারে নরম ধর্মনিরপেক্ষ ও তৃণমূল কংগ্রেস বিরোধী ভোট , কিন্তু বিজেপি বিরুদ্ধ ভোট আদর্শবাদী বাম ও প্রতিবাদী ভোট এস ইউ সি আই টানতে পারে। এই দুই দল সরাসরি জয়ের লড়াইয়ে না থাকলেও, সিপিএমের ভোটে কাটতি ঘটানোর পাশাপাশি বিজেপির –তৃণমূল বিরোধী ভাসমান ভোট সংগ্রহ করবে বলে আশা করা যায়।

এবারের বলাগড়ে এবারের ভোট কেবল দলীয় লড়াই নয়, এটি বিশ্বাস বনাম সংগঠন বনাম গ্রহণযোগ্যতার নির্বাচন।

পাঠকের কলমে

সন্ত্রাস মুক্ত ভোট হবে? ভয় লাগছে সকলের

তৃণমূল এবং বিজেপি কলকাতাসহ দক্ষিণ ২৪ পরগণা ও উত্তর ২৪ পরগণায় এবং অন্যান্য দল বিশেষ করে কংগ্রেস (হাত চিহ্নে) এবং সিপিএম (কাস্তে চিহ্নে) ভোটের জন্য বিভিন্ন জায়গায় মিছিল শুরু করেছে। কিন্তু প্রধান দুটি দল এখন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘাসফুল শিবির অর্থাৎ তৃণমূল (ঘাস ফুল চিহ্নে) এবং গেরুয়া শিবির (পদ্মফুল চিহ্নে)–র প্রতিদ্বন্দ্বিতা চরম পর্যায়ে পৌঁছাতে পারে। হাড্ডাহাড্ডি লড়াই–এর পরিস্থিতির সম্ভাবনা। যত ভোট আসছে ততই অশান্তি বাড়ছে। কেন্দ্রীয় বাহিনী টহল দিচ্ছে ঠিকই কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জনসাধারণ ভোট দিতে গিয়ে চরম বিশৃঙ্খলতার শিকার না হয় সেই পরিস্থিতির দিকে নজর দেওয়া উচিত।কিন্তু ভোট হবে কি না — এই নিয়ে জনসাধারণের মনে সংশয় সৃষ্টি হয়েছে। প্রশাসনিকস্তরে কি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে তা নিয়েও জনসাধারণের মনে প্রশ্ন উঠে আসছে। বর্তমানে তৃণমূল এবং বিজেপি এই দুই দলের মধ্যে প্রাধান্য বেশি হওয়ায় গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব বৃদ্ধির দরুণ পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক পরিস্থিতি উত্তেজনাপূর্ণ। তাই প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলের উচিত দুই দলের মধ্যে মতানৈক্য থাকলেও জনসাধারণের শান্তিপূর্ণ ভোটই কাম্য। কিন্তু দুই দলেরই কিছু দুর্বৃত্ত বা দূর্জন ব্যক্তি সুশৃঙ্খলতা ও শান্তি যাতে বজায় না থাকে তার জন্য বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি সৃষ্টি করার আশঙ্কা। বোমা, গুলি, ভাঙচুর এছাড়া খুন, জখম প্রভৃতি অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে তার জন্য সঠিক পদক্ষেপ প্রার্থনীয়। তবে এই বিষয়ে নির্বাচনের কমিশনেরও আশ্বাস দেওয়া উচিৎ জনসাধারণকে এবং তৎপরতার সঙ্গে কার্যকরী করা। ভোটের দিন প্রত্যেক দলকে শৃঙ্খলা বজায় রেখে যাতে ভোট পরিচালনা করা যায় তার জন্য পুলিশি তৎপরতা এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীর সব দিকে সর্তকতা ও নজর দেওয়ার প্রয়োজন।

উজ্জল বোস, কলকাতা

দেশ দেশান্তরে

পশ্চিম এশিয়ায় ভারতীয়দের নিরাপত্তায় জোর সহায়তা মিশনের

পিআইবি : পশ্চিম এশিয়া ও উপসাগরীয় অঞ্চলে চলমান অস্থিরতার মধ্যে ভারতীয় নাগরিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে একাধিক পদক্ষেপ নিয়েছে ভারতের বিদেশ মন্ত্রক। সাম্প্রতিক পরিস্থিতি নিয়ে মন্ত্রক জানিয়েছে, বিভিন্ন দেশে অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাস ও কনস্যুলেটগুলি ২৪ ঘণ্টা সক্রিয় থেকে ভারতীয়দের সহায়তা করছে। বিদেশ মন্ত্রকের তথ্য অনুযায়ী, তেহরানে অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাস ইতিমধ্যেই মোট ১২০০ জন ভারতীয় নাগরিককে নিরাপদে ইরান ছাড়তে সাহায্য করেছে। এদের মধ্যে ৮৪৫ জনই ছাত্রছাত্রী। এর মধ্যে ৯৯৬ জন আর্মেনিয়ায় এবং ২০৪ জন আজারবাইজানে স্থলপথে প্রবেশ করেছেন। এছাড়াও, ইরানের অভ্যন্তরে বেশ কয়েকজন ভারতীয়কে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এই উদ্ধার কার্যক্রমে সহায়তা করার জন্য আর্মেনিয়া ও আজারবাইজানের প্রশাসনকে ধন্যবাদ জানিয়েছে ভারত সরকার। বিদেশ মন্ত্রক জানিয়েছে, পুরো পরিস্থিতির ওপর তারা কড়া নজর রাখছে এবং ভারতীয়দের নিরাপত্তা, সুরক্ষা ও কল্যাণই সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার।

সহায়তার জন্য একটি বিশেষ কন্ট্রোল রুম চালু করা হয়েছে। যা রাজ্য সরকার, কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল, দূতাবাস ও কনস্যুলেটগুলির সঙ্গে সমন্বয় রেখে কাজ করছে। পাশাপাশি, বিভিন্ন দেশে ভারতীয় মিশনগুলি ২৪x৭ হেল্পলাইন চালু রেখেছে এবং ভারতীয় সম্প্রদায়, সংগঠন ও কোম্পানিগুলির সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ বজায় রাখছে। নিয়মিতভাবে ভারতীয় নাগরিক, ছাত্রছাত্রী, নাবিক এবং প্রবাসী ভারতীয়দের জন্য পরামর্শ জারি করা হচ্ছে। স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয় রেখে ভিসা, কনসুলার পরিষেবা, ট্রানজিট সুবিধা এবং অন্যান্য লজিস্টিক সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।

বিশেষ করে ছাত্রছাত্রীদের কল্যাণে জোর দেওয়া হয়েছে, যাতে তাদের পড়াশোনা ব্যাহত না হয়। সেদিকে লক্ষ্য রাখা হচ্ছে। পাশাপাশি জেইই ও নিট পরীক্ষার বিষয়েও স্থানীয় প্রশাসন, ভারতীয় স্কুল বোর্ড এবং ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সির সঙ্গে সমন্বয় চলছে।

এছাড়াও, উপসাগরীয় অঞ্চলে অবস্থানরত ভারতীয় নাবিকদের সঙ্গেও নিয়মিত যোগাযোগ রাখা হচ্ছে। তাদের জন্য প্রয়োজনীয় কনস্যুলার সহায়তা, পরিবারে যোগাযোগ এবং দেশে ফেরার ব্যবস্থাও করা হচ্ছে।

উড়ান পরিষেবার ক্ষেত্রেও কিছুটা স্বস্তি ফিরেছে। ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে এখন পর্যন্ত প্রায় ৬ লক্ষ ২৪ হাজার যাত্রী ভারতে ফিরেছেন। সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে সীমিত সংখ্যক বিশেষ উড়ান চালু রয়েছে, যেখানে প্রায় ৯০টি ফ্লাইট পরিচালিত হওয়ার সম্ভাবনা। সৌদি আরব ও ওমান থেকেও ভারতে নিয়মিত উড়ান চলছে।

কাতারের আকাশপথ আংশিকভাবে খুলে দেওয়া হয়েছে, ফলে কাতার এয়ারওয়েজ প্রতিদিন প্রায় ৮ থেকে ১০টি ফ্লাইট পরিচালনা করতে পারে। তবে কুয়েত ও বাহরাইনের আকাশপথ এখনও বন্ধ রয়েছে। সেই ক্ষেত্রে সৌদি আরবের ডাম্মাম বিমানবন্দর থেকে বিকল্প উড়ানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আকাশপথে বিধিনিষেধের কারণে বিভিন্ন বিকল্প রুট ব্যবহার করা হচ্ছে। ইরান থেকে আর্মেনিয়া ও আজারবাইজান হয়ে, ইজরায়েল থেকে মিশর ও জর্ডন হয়ে, ইরাক থেকে জর্ডন ও সৌদি আরব হয়ে এবং কুয়েত ও বাহরাইন থেকে সৌদি আরব হয়ে ভারতীয়দের দেশে ফেরানো হচ্ছে।

এদিকে, সংযুক্ত আরব আমিরশাহির উম্ম আল কুয়েইনে একটি হামলায় এক ভারতীয় নাগরিক আহত হয়েছেন। তিনি বর্তমানে চিকিৎসাধীন রয়েছেন এবং ভারতীয় কনস্যুলেট তাঁর সমস্ত প্রয়োজনীয় সহায়তা নিশ্চিত করছে। বিদেশ মন্ত্রক পুনরায় জানিয়েছে, পরিস্থিতি যতই জটিল হোক না কেন, বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে থাকা ভারতীয়দের নিরাপত্তা নিশ্চিত করাই তাদের প্রধান লক্ষ্য।

আমরা বাঙালি'র প্রার্থী তালিকা প্রকাশ

জয়ন্ত চক্রবর্তী, শিলিগুড়ি : আসন্ন পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচন প্রেক্ষিতে 'আমরা বাঙালি'র পক্ষ থেকে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন বিধানসভা আসনে তাদের প্রার্থীর নামের তালিকা প্রকাশ করেছেন। সম্প্রতি স্থানীয় ভক্তিনগরে দলের কার্য্যালয়ে এই তালিকা প্রকাশ করা হয় বলে জানা গেছে। তালিকা প্রকাশ চলাকালীন উপস্থিত ছিলেন আমরা বাঙালির পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য খুশি রঞ্জন মণ্ডল, দার্জিলিং জেলার সম্পাদক সৌম্য সূত্রধর। এরপরে খুশি রঞ্জন মণ্ডল জানান, সম্পূর্ণ প্রার্থী তালিকা আমাদের হাতে এসে এখনো পৌঁছয়নি তবে আসন্ন পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভার নির্বাচনের প্রেক্ষিতে উত্তরবঙ্গের পাশাপাশি আরো অনেক বিধানসভা আসনে তাদের প্রার্থী দেওয়া হবে।

২ এপ্রিল নেতৃবৃন্দ ও কর্মী সমর্থকদের নিয়ে শিলিগুড়ি কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়াম থেকে বর্ণাঢ্য মিছিল করে হসপিটাল মোড় হয়ে হিল কার্ট রোড ধরে মহানন্দা ব্রিজ ক্রস করে শিলিগুড়ি মহকুমা শাসকের দপ্তরে ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে মনোনয়নপত্র দাখিল করলেন শিলিগুড়ি বিধানসভা ক্ষেত্রের প্রার্থী ডঃ শঙ্কর ঘোষ। একই দিনে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী গৌতম দেবও শিলিগুড়ি বিধানসভা ক্ষেত্রের জন্য শিলিগুড়ি মহকুমা শাসকের কাছে তার মনোনয়নপত্র জমা দেন। উপস্থিত ছিলেন রঞ্জন সরকার সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

বোলপুর বিধানসভায় উন্নয়ন বনাম পরিবর্তনের লড়াই

বিশাল দাস, বীরভূম : আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে বোলপুর বিধানসভা কেন্দ্র (২৮৬)–এ রাজনৈতিক তরজা ক্রমেই তীব্র হচ্ছে। একদিকে শাসকদল উন্নয়নের খতিয়ান তুলে ধরছে, অন্যদিকে বিরোধীরা তুলছে দুর্নীতি, বেকারত্ব, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা পরিষেবার প্রশ্ন। একই সঙ্গে সাধারণ মানুষের মুখেও উঠে আসছে দৈনন্দিন জীবনের নানা সমস্যা ও প্রত্যাশার কথা। এই কেন্দ্রে প্রার্থীদের বক্তব্য, এলাকাবাসীর মতামত, উন্নয়নের দাবি এবং বাস্তব সমস্যার চিত্র মিলিয়ে তৈরি হচ্ছে এক বহুমাত্রিক নির্বাচনী ছবি।

তৃণমূল প্রার্থী চন্দ্রনাথ সিংহ দাবি করেছেন, গত ৫ বছরে বোলপুর বিধানসভা কেন্দ্রে একাধিক উন্নয়নমূলক কাজ হয়েছে। তাঁর কথায়, 'গত ৫ বছরে বোলপুর বিধানসভা কেন্দ্রে বহু উন্নয়নমূলক কাজ হয়েছে—শহর থেকে গ্রাম, সব ক্ষেত্রেই পরিবর্তন এসেছে। দল আবারও আমার উপর ভরসা রেখেছে। আগামী দিনে এই উন্নয়নের ধারাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই। মানুষের ভালোবাসা ও আশীর্বাদ আমাদের শক্তি, সেই বিশ্বাস নিয়েই এগোচ্ছি।'

বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষ শাসকদলের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানিয়ে অভিযোগ করেন, 'তৃণমূল সরকারের আমলে এই এলাকায় দুর্নীতি ছাড়া কিছুই দেখা যায়নি। সাধারণ মানুষের উন্নয়ন থমকে গিয়েছে, বেকারদের চাকরি হারিয়েছে, স্বাস্থ্য পরিষেবাও বেহাল। মানুষ পরিবর্তন চাইছে। বিজেপি ক্ষমতায় এলে স্বচ্ছ প্রশাসন ও সার্বিক উন্নয়নের মাধ্যমে বোলপুরকে নতুন পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে।'

আইএসএফ প্রার্থী বাপি সোরেন–এর বক্তব্য, বোলপুরে প্রকৃত উন্নয়ন এখনও বহু ক্ষেত্রে অধরাই রয়ে গিয়েছে। বিশেষ করে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও আদিবাসী অধিকার তাঁর প্রচারের মূল ইস্যু। তিনি বলেন, 'বোলপুরে প্রকৃত উন্নয়ন এখনও অনেকটাই অধরা।

শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিষেবার অবস্থা খারাপ, চারদিকে দুর্নীতির ছাপ স্পষ্ট। বিশেষ করে আদিবাসী মানুষ এখনও তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত। বৈষম্য দূর করে সবার জন্য সমান সুযোগ নিশ্চিত করাই আমাদের লক্ষ্য—এলাকায় বাস্তব পরিবর্তন আনা দরকার।'

এলাকাবাসী সঞ্জু দাস (ব্যবসায়ী) বলেন, 'বোলপুর শহরে যত্রতত্র নোংরা আবর্জনা পড়ে থাকতে দেখা যায়, যা শহরের সৌন্দর্য নষ্ট করছে। অনেক জায়গায় ডাস্টবিন থাকলেও সেগুলির নিয়মিত পরিষ্কার বা রক্ষণাবেক্ষণ হয় না। ফলে পরিবেশেরও ক্ষতি হচ্ছে। একটি পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে বোলপুরকে আরও পরিচ্ছন্ন ও সুন্দরভাবে গড়ে তোলা অত্যন্ত জরুরি।' ইনকাম ট্যাক্স কর্মী রতন বিশ্বাস বলেন, 'শহরে প্রতিদিনই যানজট বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশেষ করে টোটোর সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় ব্যস্ত সময়ে রাস্তায় চলাচল খুবই কঠিন হয়ে পড়ে। ট্রাফিক সিগন্যাল ব্যবস্থা থাকলেও তা এখনও পুরোপুরি চালু হয়নি। এই সমস্যার দ্রুত ও স্থায়ী সমাধান করা দরকার।' কৃষক সামিরুল ইসলামের কথায়, 'আমাদের গ্রামীণ এলাকায় ফসল বিক্রি করতে প্রায়ই

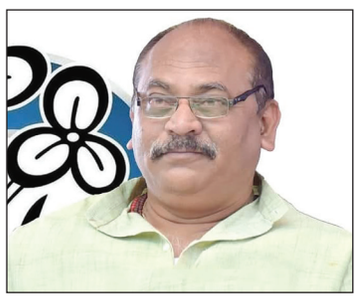

সমস্যার মুখে পড়তে হয়। সরকারি সহায়তা কেন্দ্র থাকলেও সেখানে কীভাবে ফসল বিক্রি করা যাবে বা ন্যায্য দাম পাওয়া যাবে—এই বিষয়ে স্পষ্ট তথ্য আমরা পাই না। গ্রামে গ্রামে এ বিষয়ে সচেতনতা ও প্রচার বাড়ানো খুব দরকার।'

গৃহবধূ পাপিয়া অধিকারী বলেন, 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্প থেকে আমরা উপকৃত হচ্ছি, এতে অনেকটাই স্বস্তি এসেছে। তবে এর পাশাপাশি মহিলাদের স্বনির্ভর করতে হাতের কাজ বা দক্ষতা উন্নয়নের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র আরও বাড়ানো দরকার। এতে অনেক মহিলা নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবেন।' ছাত্র দেবজ্যোতি দাস যুবসমাজের কর্মসংস্থান ও দক্ষতা উন্নয়নের প্রসঙ্গ তুলেছেন। তাঁর কথায়, 'পড়াশোনা শেষ করার পর চাকরির প্রস্তুতির জন্য কোনও নির্দিষ্ট ট্রেনিং সেন্টার নেই। সরকারি উদ্যোগে এমন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তোলা হলে ছাত্রছাত্রীরা অনেক উপকৃত হবে। পাশাপাশি স্কিল ডেভেলপমেন্ট কোর্স আরও বাড়ানো দরকার, যাতে ভবিষ্যতে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হয়।'

বোলপুর বিধানসভা এলাকায় গত কয়েক বছরে একাধিক উন্নয়নমূলক কাজের দাবি সামনে এসেছে। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হল—শহর ও গ্রামাঞ্চলের একাধিক স্কুলের উন্নয়ন, বিধায়ক তহবিলের অর্থে, ইলামবাজার, দেবীপুর ও মঙ্গলডিহি এলাকায় সাংস্কৃতিক মঞ্চ নির্মাণ, ইলামবাজারে কিষাণ মান্ডির কাছে বাসস্ট্যান্ড তৈরি, ইলামবাজার স্বাস্থ্যকেন্দ্রের দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ শুরু, একাধিক শ্মশান নির্মাণ, বোলপুর–শান্তিনিকেতনে ফুটপাতের দোকানদারদের জন্য ৫ টি পুনর্বাসন বিল্ডিং, ইলামবাজারে নতুন বাসস্ট্যান্ড নির্মাণ।

উন্নয়নের দাবির পাশাপাশি এলাকাবাসীর একাংশের অভিযোগ, এখনও একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা রয়ে গিয়েছে। সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য– বোলপুর শহরে নিত্যদিনের যানজট, পরিষ্কার–পরিচ্ছন্নতার অভাব, কিছু এলাকায় পানীয় জলের সংকট, বিশ্ব ক্ষুদ্র বাজারে ক্রেতার অভাব, প্রচারের ঘাটতির অভিযোগ, বহু অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের ছাউনি নেই, শহর ও গ্রামের কিছু রাস্তা এখনও সংস্কার বাকি।

নির্বাচনের আগে কী বলছে বোলপুর?

বোলপুর বিধানসভা কেন্দ্রে এবারের নির্বাচনে মূল লড়াই ঘুরপাক খাচ্ছে উন্নয়নের ধারাবাহিকতা বনাম পরিবর্তনের দাবি—এই দুই স্লোগানের মধ্যে। শাসকদল উন্নয়নের খতিয়ান সামনে রেখে ভোট চাইছে, বিরোধীরা তুলছে দুর্নীতি, কর্মসংস্থান ও পরিষেবার অভাবের প্রশ্ন।

অন্যদিকে, সাধারণ মানুষও স্পষ্ট করে জানিয়ে দিচ্ছেন, শুধুমাত্র রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি নয়—যানজট, পরিচ্ছন্নতা, পানীয় জল, কৃষি বিপণন, মহিলাদের স্বনির্ভরতা এবং যুবকদের কর্মসংস্থান–এর মতো বাস্তব সমস্যার সমাধানই হবে তাদের ভোটের অন্যতম মাপকাঠি।

প্রচারে বাম ও তৃণমূল

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি : আসন্ন পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনের প্রেক্ষিতে ২৬ শিলিগুড়ি বিধানসভা আসনে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী গৌতম দেব পয়লা এপ্রিল সকালে ৪৭ নং ওয়ার্ডে নির্বাচনী প্রচার করেন। তিনি এর আগেও ২ বার মন্ত্রী হয়েছিলেন। এলাকার প্রচারে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা–নেত্রী ও কর্মী সমর্থকরা তার নির্বাচনী প্রচারে অংশগ্রহণ করেছিলেন। উক্ত ওয়ার্ডের মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে তার পাশে এসে জনসম্পর্ক তৈরি করেন। বলে রাখা ভালো। তিনি নির্বাচিত হলে শিলিগুড়ির নতুন রূপরেখা তৈরিতে তিনি নিয়োজিত থাকবেন এবং শিলিগুড়ির উন্নয়নও তিনি অগ্রাধিকার দেবেন বলে উক্ত ওয়ার্ডের নাগরিকরা দাবি করেন।

অন্যদিকে, বামফ্রন্ট মনোনীত সিপিএম প্রার্থী শরদিন্দু চক্রবর্তী এদিন বাবুপাড়া গোশালায় ওখানকার কর্মকর্তাদের সাথে জন সম্পর্ক স্থাপন করেন এবং আগামী নির্বাচনে শিলিগুড়ি থেকে তাকে ভোটের নির্বাচিত করার অনুরোধ জানান। বলে রাখা ভালো উনি আবার ২৯ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর। নাগরিকদের বলেন, তিনি সৎ কর্মঠ এবং জনদরদী। এমনকি বিপদ–আপদে দলমত নির্বিশেষে তিনি মানুষের সেবায় সব সময় পাশে দাঁড়ান।

নিয়োগ হল ইস্টার্ন কমান্ডের জেনারেল অফিসার কমান্ডিং–ইন–চিফ

নিজস্ব প্রতিনিধি : লেফটেন্যান্ট জেনারেল ভিএমবি কৃষ্ণান(পিভিএসএম, এভিএসএম, ওয়াইএসএম) শুক্রবার ইস্টার্ন কমান্ডের জেনারেল অফিসার কমান্ডিং–ইন–চিফ হিসেবে নিয়োগ গ্রহণ করেলেন। তিনি লেফটেন্যান্ট জেনারেল আরসি তিওয়ারির কাছ থেকে প্রাচ্যের দুর্গ–এর লাগাম নেন, যিনি একটি বিশিষ্ট মেয়াদের পরে পরিবর্তন করেন। ১১ জুন ১৯৮৮–এ ভারতীয় সেনাবাহিনীতে নিযুক্ত, জেনারেল অফিসার এই গুরুত্বপূর্ণ সীমান্তে প্রায় ৪ দশকের বহুমুখী সামরিক অভিজ্ঞতা নিয়ে আসেন।

তার কর্মজীবন দেশের সবচেয়ে চ্যালেঞ্জিং অপারেশনাল ল্যান্ডস্কেপ জুড়ে হাই–প্রোফাইল কমান্ড, স্টাফ এবং নির্দেশমূলক নিয়োগের একটি ট্যাপেস্ট্রি। মর্যাদাপূর্ণ সামরিক প্রতিষ্ঠানের প্রাক্তন ছাত্র, জেনারেল অফিসার সিয়াচেনের অতি–উচ্চতার পরিবেশে একটি পদাতিক ব্যাটালিয়ন এবং একটি পদাতিক ব্রিগেডের নেতৃত্ব দিয়েছেন।

একটি পদাতিক ডিভিশন এবং অভিজাত ব্রহ্মাস্ত্র কর্পসের জিওসি হিসাবে তাঁর কার্যকালের সময় তাঁর নেতৃত্বের দক্ষতা আরও সম্মানিত হয়েছিল। কৌশলগত ডোমেনে লেফটেন্যান্ট জেনারেল কৃষ্ণান তথ্য প্রযুক্তির মহাপরিচালক এবং ভারতের হাই কমিশনে প্রতিরক্ষা অ্যাটাচে হিসেবেও কাজ করেছেন।

শাড়ি বিতরণের কুপন বিলি

তৃণমূলের বিরুদ্ধে কটাক্ষ বিজেপির

নিজস্ব প্রতিনিধি : তৃণমূল নেতা অনুব্রত মণ্ডলের জনসভায় আনার জন্য সাইথিয়া বিধানসভাকেন্দ্রের বনগ্রাম পঞ্চায়েতে নির্বাচনী বিধি ভঙ্গ করে শাড়ি বিতরণের কুপন বিলি করছে তৃণমূল, অভিযোগ বিজেপির। ঘটনা ঘিরে চড়ছে রাজনৈতিক পারদ। অনুব্রত মণ্ডল ৫ এপ্রিল বনগ্রাম গ্রামপঞ্চায়েত এলাকায় জনসভা করবে। সেই উপলক্ষ্যে শাড়ি বিতরণের কুপন বিলি করছে তৃণমূল। ইতিমধ্যেই সমাজ মাধ্যমে সেই ছবি ভাইরাল হয়েছে। সাইথিয়া বিধানসভাকেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী কৃষ্ণকান্ত সাহা বলেন, অগণতান্ত্রিক পদ্ধতি।

ভোট ঘোষণা হয়ে গিয়েছে এইগুলো হয় না। দিদিমণি বলছেন, ১০০ শতাংশ উন্নয়ন করেছেন তাহলে সাইথিয়া বিধানসভাকেন্দ্রকে এতো ভয় কিসের? মানুষ তৈরি ভারতীয় জনতা পার্টিকে নিয়ে আসার জন্য। বীরভূম সাংগঠনিক জেলার বিজেপি সভাপতি উদয়শঙ্কর ব্যানার্জী বলেন, 'নির্বাচন আচরণবিধি একদম ভেঙ্গে ফেলেছে। নির্বাচনের নামে প্রহসন হতে চলেছে। এর সঙ্গে সাইথিয়া ব্লকের বিডিও। উনি কি চোখে তৃণমূলের কালো চশমা পড়ে রয়েছেন? সাইথিয়া ব্লকের বিডিও–র নামে আমরা লিখিত অভিযোগ করবো। হরিসড়া গ্রামপঞ্চায়েতের প্রধান এবং সেক্রেটারির নেতৃত্বে বিজেপির ঝান্ডা খুলে দিয়েছে। বনগ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান তুষার মণ্ডল এবং মেম্বার শানু চ্যাটার্জী হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে মেসেজ করছে আজ বিকাল ৪ টায় শাড়ি বিলি করা হবে। আমরা যেখানে যা কমপ্লেন করার আছে করবো। আমরা অসভ্য নোংরা রাজনীতি করে না ভারতীয় জনতা পার্টি। উনারা যতই চেষ্টা করুক মানুষের বুকে পদ্মফুল মুখে পাল্টানো দরকার তাই বিজেপি সরকার।'

বোলপুরে তৃণমূল–বিজেপি সংঘর্ষ

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিধানসভা নির্বাচনের মনোনয়নপর্ব ঘিরে ২ এপ্রিল দুপুরে উত্তপ্ত হয়ে উঠল বোলপুর। বোলপুর মহকুমার অধীনের বোলপুর, নানুর ও লাভপুর এই তিন কেন্দ্রের বিজেপি ও তৃণমূলের ৬ জন প্রার্থী বোলপুর মহকুমা শাসকের কার্য্যালয়ে তাদের মনোনয়নপত্র জমা দেন।

এদিন সকালে বোলপুরের বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষ মহকুমা শাসকের কার্য্যালয়ে পৌঁছে মনোনয়নপত্র জমা দেন। এরপর একে একে নানুরের বিজেপি প্রার্থী খোকন দাস এবং লাভপুরের বিজেপি প্রার্থী দেবাশীষ ওঝা মনোনয়নপত্র দাখিল করেন। তাদের সঙ্গে উপস্থিত ছিল দলীয় নেতৃত্ব, কর্মী–সমর্থকরা। দুপুরে বোলপুরের চন্দ্রনাথ সিংহ এবং লাভপুরের অভিজিৎ সিংহ ও নানুরের

তৃণমূল প্রার্থী বিধান চন্দ্র মাঝি–ও একসঙ্গে বিশাল মিছিল নিয়ে চিত্রা মোড় থেকে মহকুমা শাসকের কার্য্যালয়ের উদ্দেশে রওনা দেন।

কড়া নিরাপত্তার আবহের মধ্যেই বেলা সাড়ে বারোটা নাগাদ আচমকা উত্তেজনা ছড়ায় মহকুমা শাসকের কার্য্যালয় কাছে। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, প্রথমে বিজেপি ও তৃণমূল কর্মী–সমর্থকদের মধ্যে বচসা শুরু হয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই তা পাল্টাপাল্টি স্লোগানে রূপ নেয়। মুহূর্তের মধ্যে পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। হাতাহাতির আশঙ্কা তৈরি হলে এলাকায় সাময়িক চরম বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। ঘটনাস্থলে মোতায়েন পুলিশ উভয় পক্ষকে সরিয়ে দেয়, ভিড় ছত্রভঙ্গ করে এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

তৃণমূল সমর্থক মন্টু শেখ বলেন, 'আমরা সমস্ত নিয়ম মেনেই মনোনয়ন দিতে এসেছিলাম। বিজেপি বাইরের রাজ্য ঝাড়খণ্ড থেকে ভাড়াটে দুষ্কৃতী এনে অকারণে উত্তেজনা সৃষ্টি করেছে। এটা তৃণমূলের সংস্কৃতি নয়। বিজেপির এখানে তেমন কোনও স্থানীয় সংগঠন নেই। সাধারণ মানুষ তৃণমূলের উন্নয়নের সঙ্গেই আছে। তাই পরিকল্পিতভাবে অশান্তি সৃষ্টি করে রাজনৈতিক ফায়দা তুলতে চাইছে ওরা।'

বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষের অভিযোগ, 'তৃণমূলের কর্মীরা নির্দিষ্ট ব্যারিকেড ভেঙে ভিতরে ঢোকার চেষ্টা করছিল। আমাদের কর্মীরা তার প্রতিবাদ জানায়। বিজেপি কর্মীদের আমরা আইন মেনে চলার নির্দেশ দিয়েছি। আমরা কোনওরকম অশান্তি চাই না।' তাঁর দাবি, 'কেন্দ্রীয় বাহিনী উপস্থিত থাকলেও তাদের যথাযথভাবে কাজে লাগানো হচ্ছে না। রাজ্য পুলিশ সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করছে, কিন্তু নিরপেক্ষতার প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে।'

প্রায় ১ ঘণ্টার মতো উত্তেজনা থাকলেও প্রশাসনের সক্রিয় ভূমিকা ও পুলিশের কড়া নজরদারিতে পরিস্থিতি দ্রুত স্বাভাবিক হয়ে আসে। এরপর দুই দলের প্রত্যেক প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দেন।

গদা হাতে শোভাযাত্রায় সামিল গৌতম

নিজস্ব প্রতিনিধি, হাওড়া : হনুমান জয়ন্তী উপলক্ষে ২ এপ্রিল হাওড়াতেও বিভিন্ন কর্মসূচি পালিত হয়। এদিন সকালে উত্তর হাওড়ায় হনুমান জয়ন্তীর শোভাযাত্রায় গদা হাতে সামিল হতে দেখা যায় উত্তর হাওড়ার তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী গৌতম চৌধুরীকে। শোভাযাত্রায় সামিল হন উত্তর হাওড়া ব্লকের তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি অরিজিৎ বটব্যালও।

নির্দল প্রার্থীদের ঘিরে তৃণমূল ও বিজেপি শিবিরে জল্পনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, হুগলী : ভোট যত এগোচ্ছে রাজ্যের অলিতে গলিতে রাজনৈতিক উত্তাপ ততই চড়ছে, তারই মধ্যে বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজ্যের বেশ কয়েকটি কেন্দ্রে নির্দল প্রার্থী হিসাবে নাম ঘোষণার পর থেকেই তৃণমূল কংগ্রেস ও সর্বভারতীয় দল বিজেপি মাঠে অসন্তোষ দানা বেঁধেছে। ২ এপ্রিল বিকেলে কলকাতা প্রেস ক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনে 'প্রজাশক্তি পার্টি সমদর্শী' (সনাতনী শক্তিতে সমদর্শী উন্নতি) প্রার্থী হিসাবে ময়দানে একেবারে নতুন মুখকে সামনে রেখেই লড়াইয়ে নেমেছে। সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক অর্ঘ্য চট্টোপাধ্যায় জানান, পরিবর্তনের পক্ষে জনগণের স্বার্থে প্রগতিশীল দেশ গড়ার পথে আগামী বিধানসভা ভোটে প্রথম দফার গড়ে ৩০ জন প্রার্থী বিভিন্ন জায়গায় দেবেন। নতুন প্রজন্ম যদি আমাদের প্রচারে আসে, তাতে আপত্তি নেই। অন্যদিকে, ২০২৬ সালের ভোটে যেখানে সমস্ত জায়গায় হাড্ডাহাড্ডি

লড়াই রয়েছে সেখানেই তারা প্রার্থী নামিয়েছে। তারা সাধারণ মানুষের দুয়ারে পৌঁছে জেতার আশীর্বাদ চান। এদিন ইস্তেহার প্রকাশিত হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অনিন্দ্য নন্দী, এছাড়া ছিলেন মুখপাত্র রণদীপ্ত শীল ও সায়ন মুখোপাধ্যায় প্রমুখরা।

ডায়মন্ড হারবারে বিজেপির সাংগঠনিক দুর্বলতাই এগিয়ে রাখছে তৃণমূলকে

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের ৭টি বিধানসভায় ইতিমধ্যেই শাসক তৃণমূল দল প্রার্থী ঘোষণা করে দিয়ে প্রচারে ঝড় তুলে দিয়েছে। এই লোকসভা কেন্দ্রের সাতগাছিয়া বিধানসভায় প্রথম মুচিশার মাঠে জনসভা করতে আসছেন আগামী ৫ এপ্রিল সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জি। সেই জনসভাকে ঘিরে ইতিমধ্যেই তৃণমূল নেতা কর্মীদের মধ্যে উৎসাহ তুঙ্গে। অন্যদিকে শাসক বিরোধী দল বিজেপি এখনো পর্যন্ত ৭টি বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে বিষ্ণুপুর বিধানসভায় প্রার্থী ঘোষণা করতে পারেনি। এই কেন্দ্রটি তফশিলি অন্তর্ভুক্ত। শাসকদলের এখানেপ্রার্থী হয়েছেন তৃণমূলের হেভিওয়েট নেতা তথা মন্ত্রী দিলীপ মণ্ডল। বিজেপি প্রথমে এই কেন্দ্রে অগ্নিশ্বর নস্করের নাম ঘোষণা করেছিল। পরে তাকে সাতগাছিয়া বিধানসভা কেন্দ্রে সরিয়ে আনা হয়। পরবর্তী সময়ে বিষ্ণুপুর কেন্দ্রে বিশ্বজিৎ খাঁর নাম ঘোষণা করে। কিন্তু পরে জানা যায় বিশ্বজিৎ খাঁ তপশিলি জাতিভুক্ত নয়। তাই এই কেন্দ্রে বিজেপির প্রার্থী কে হবে সে নিয়ে এখনো জটিলতা

কাটেনি। ৭টি বিধানসভা কেন্দ্রে শাসক দলের প্রার্থী হয়েছেন সাতগাছিয়াতে সোমাশ্রী বেতাল, বজবজে অশোক দেব, মহেশতলায় শুভাশীষ দাস, ফলতায় জাহাঙ্গীর খান, বিষ্ণুপুরে দিলীপ মণ্ডল, ডায়মন্ড হারবারে পান্নালাল হালদার, মেটিয়াবুরুজে আব্দুল খালেক মোল্লা। অন্যদিকে এই ৭টি বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপির প্রার্থী হয়েছেন সাতগাছিয়ায় অগ্নিশ্বর নস্কর, বজবজে ডা. তরুণ আদক, মহেশতলায় তমোনাথ ভৌমিক, ফলতায় দেবাংশু পান্ডা, ডায়মন্ড হারবারে দীপক হালদার। সিপিআইএম, সিপিআইএমএল, এসইউসিআই, কংগ্রেস এই ৭টি বিধানসভা কেন্দ্রে প্রার্থী দিলেও মূল লড়াইটা হবে তৃণমূল বনাম বিজেপি। বিভিন্ন মহলের সঙ্গে কথা বলে জানা যাচ্ছে, বিজেপির ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের সাংগঠনিক দুর্বলতা এবং গোষ্ঠী কোন্দলই এগিয়ে দিচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেসকে। বিশেষ করে বজবজ বিধানসভা কেন্দ্রে এই গোষ্ঠী কোন্দল এবং সাংগঠনিক দুর্বলতা প্রকট হচ্ছে। ফলতায় নির্বাচনের আগে পর্যন্ত তেমন কোনো বিজেপির কর্মসূচি ছিল না। বিজেপির মধ্যে আদি এবং নব্য লড়াই এখনো বিভিন্ন বিধানসভায় প্রকট। যদিও বিজেপির ডায়মন্ড হারবার সাংগঠনিক জেলার সহ–সভাপতি সুজন ভক্ত এ কথা মানতে চাননি। তিনি বলেন, আমাদের কোন গোষ্ঠী কোন্দল নেই সাংগঠনিক দুর্বলতাও নেই। কিছু কিছু জায়গায় বিক্ষিপ্ত হয়তো ঘটনা ঘটছে আমরা সব বসে মিটিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছি। ফলতাতে সন্ত্রাসের কারণে আমরা কর্মসূচি নিতে পারিনি তবে এবার রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ৬টি বিধানসভা কেন্দ্রতেই কর্মসূচি নিতে চলেছে অত্যন্ত জোরদার ভাবে। সুজনবাবু বলেন, আমাদের বিজেপির সাংগঠনিক জেলায় ৬টি বিধানসভা পড়ে। ৬টি বিধানসভা কেন্দ্রে এবার তৃণমূলের সঙ্গে জোর লড়াই হবে আমাদের। বিশেষ করে সাতগাছিয়া, মহেশতলা এবং ডায়মন্ড হারবারে আমরা জয়ের ব্যাপারে ১০০ শতাংশ নিশ্চিত। অন্যান্য বিধানসভাতেও আমরা মানুষের সাড়া পাচ্ছি মানুষের চোখ মুখই বলে দিচ্ছে 'পাল্টানো দরকার চাই বিজেপি সরকার'। বজবজ ২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি তথা তৃণমূল নেতা বুচান ব্যানার্জি বলেন, বিধানসভা নির্বাচনের পর ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের ৭টি বিধানসভায় বিজেপিকে দূরবিন দিয়েও খুঁজে পাওয়া যাবে না। তৃণমূলের সরকার মানুষের যে উন্নয়ন করেছে, সেই উন্নয়ন দেখেই মানুষ আমাদের আশীর্বাদ এবং দোয়া দেবেন। আগামী ৫ এপ্রিল মুচিশার মাঠে জনসভা করতে আসছেন সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জি এই জনসভা একটি ঐতিহাসিক জনসভা হতে চলেছে।

কলকাতা দক্ষিণের ভোটার পরিচয়

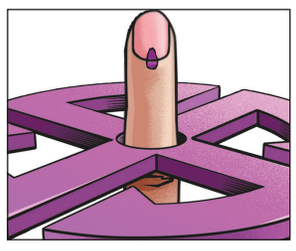

নিজস্ব প্রতিনিধি : নির্বাচন কমিশনের প্রকাশিত অসম্পূর্ণ চূড়ান্ত ভোটার তালিকানুযায়ী রাজ্যে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনে কলকাতা উত্তর জেলার সাত বিধানসভা কেন্দ্র থেকে ৪ লক্ষ ৭ হাজার এবং কলকাতা দক্ষিণ জেলার ৪ বিধানসভা কেন্দ্র থেকে ২ লক্ষ ১৯ হাজার ভোটারের নাম তালিকা থেকে বাদ পড়েছে। গত ২৮ ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত ভোটার তালিকানুযায়ী কলকাতা দক্ষিণ জেলার কলকাতা

বন্দর(১৫৮) বিধানসভা কেন্দ্রে এপর্যন্ত চূড়ান্ত মোট বৈধ ভোটার ১,৭৯,২৩৯ জন। এবং বিবেচনাধীনে রয়েছেন ৩২,৩৭৮ জন। এই কেন্দ্রে মোট বুথের সংখ্যা ২৬৬টি। এই কেন্দ্রে খসড়া তালিকায় ভোটার ছিল ১,৭৯,৭৩৫ জন। ভবানীপুর(১৫৯) বিধানসভা কেন্দ্রে এপর্যন্ত চূড়ান্ত মোট বৈধ ভোটার ১,৫৯,২০১ জন এবং বিবেচনাধীন ১৪,১৫৪ জন। এই কেন্দ্রে মোট বুথের সংখ্যা ২৮৭টি। এসআইআর হওয়ার আগে মোট বৈধ ভোটার ছিল ২,০৫,০০০ জন। এই কেন্দ্রে এপর্যন্ত বাদ গিয়েছে ৪৭,১১১ জন ভোটারের নাম। রাসবিহারী(১৬০) বিধানসভা কেন্দ্রে এপর্যন্ত চূড়ান্ত মোট বৈধ ভোটার ১,৫৮,৯৫৫ জন এবং বিবেচনাধীনে রয়েছেন ৮,১৫৭ জন ভোটারের নাম। এই কেন্দ্রে বুথের সংখ্যা ২৬৯টি। খসড়া তালিকায় নাম ছিল ১,৬০,০২১ জন ভোটারের। বালিগঞ্জ(১৬১) বিধানসভা কেন্দ্রে চূড়ান্ত মোট বৈধ ভোটার ১,৯০,৭০৮ জন। বিবেচনাধীনে রয়েছেন ২৩,৯৬৮ জন ভোটার। এই কেন্দ্রে মোট বুথের সংখ্যা ২৯১টি। বালিগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, এসআইআর হওয়া সত্ত্বেও এই কেন্দ্রের ভোটার তালিকায় ৬৮৩ জন ভোটারের নাম ফর্ম ৬, ৬এ ও ৮ দ্বারা যুক্ত হয়েছে। এসআইআর হওয়ার আগে মোট ভোটার ছিল ১,৯০,০২৫ জন। কলকাতা দক্ষিণ জেলার ৪ বিধানসভা কেন্দ্রের মোট ৭৮,৬৫৭ জন ভোটারের নিষ্পত্তি এখনও বাকি রয়েছে। কলকাতা উত্তরের ৭ বিধানসভা কেন্দ্রে মোট বিচারাধীন ভোটার রয়েছে ৬১,২৩৬ জন। বিধাননগর বিধানসভা কেন্দ্রে ৩,৩৯৮ জন, রাজারহাট–নিউটাউন কেন্দ্রে ২,৫৪৩ জন, কামারহাটি কেন্দ্রে ১,৭৫৩ জন বসিরহাট দক্ষিণে ১,৫৬৩ জন নতুন ভোটারের নাম ভোটার তালিকায় সংযোজিত(ফর্ম ৬ ও ৮ –এর মাধ্যমে) হয়েছে।

দীর্ঘ ২৫ বছর পর বেহালায় এবার স্থানীয় বাসিন্দারাই প্রার্থী

বেহালা পূর্ব বিধানসভা কেন্দ্র

বরুণ মণ্ডল : বরুণ মণ্ডল : বেহালা পূর্ব বিধানসভা কেন্দ্র ঃ কলকাতা পৌরসংস্থার ১৩ নম্বর বরোর ওয়ার্ড নম্বর ১১৫ – ১১৭, ১২০, ১২, ১৪ নম্বর বরোর ১২১, ১৬ নম্বর বরো–র ১২৩ – ১২৪, এবং জোকার ১৪২ – ১৪৪ নম্বর বরোর এই ১১টি ওয়ার্ড এলাকা নিয়েই বেহালা পূর্ব (১৫৩) বিধানসভা কেন্দ্র। ২০১১ – ২০২১ পর্যন্ত এই কেন্দ্রের বিধায়ক ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেস দলের বেহালা পশ্চিমের স্থানীয় বাসিন্দা কলকাতা পৌরসংস্থার প্রাক্তন মহানাগরিক শোভন চট্টোপাধ্যায় এবং ২০২১ থেকে ১৩১ নম্বর ওয়ার্ডের এই দলের পৌরপ্রতিনিধি পর্ণশ্রীর ছাতা পার্ক এলাকার স্থানীয় বাসিন্দা রত্না চট্টোপাধ্যায় (বর্তমান বিধায়িকা শোভন চট্টোপাধ্যায়ের সহধর্মিণী)।এবার রাজ্যে অষ্টাদশ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে এই কেন্দ্রের আইনজীবী রাজ্যসভার প্রাক্তন সাংসদ কলকাতা পৌরসংস্থার ১২২ নম্বর ওয়ার্ডের এই দলের স্থানীয় বাসিন্দা পৌরপ্রতিনিধি সোমা চক্রবর্তীর স্বামী শুভাশিস চক্রবর্তী মহাত্মা গান্ধী রোডের ৪১ পল্লি ক্লাব এলাকার প্রার্থী হয়েছেন। এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন,'আমার জয় সুনিশ্চিত। কারণ বেহালার বুকে গত ২০১০ থেকে অভূতপূর্ব উন্নতি হয়েছে। বেহালা পূর্বের ১১ জন পৌরপ্রতিনিধিই তৃণমূল কংগ্রেসের। আর আমাদের সহকর্মী, সতীর্থ, সহযোদ্ধাদের ওপর যে আশা ভরসা দেখছি। আর আমি যেভাবে সংগঠন করি। ওরা আমার ওপর পূর্ণ আস্থা রেখে দিয়েছে।'

যদিও বেহালা পূর্বের এক বরিষ্ঠ তৃণমূল কংগ্রেসের পৌরপ্রতিনিধির বক্তব্য, সরকারি জমি জটের জন্য ১৩ নম্বর বরোর অফিস, ১৩ নম্বর বরো এলাকায় দীর্ঘ ৪০ বছরেও গড়ে তোলা গেল না। স্থানীয় ১৩ নম্বর বরোর বাসিন্দাদের– ১৩ নম্বর বরোতে কোনও কাজের জন্য ১৪ নম্বর বরোর অফিসে দৌড়তে হচ্ছে। বর্তমানে ওই বাড়িতে ১৩ নম্বর বরোর অফিস রয়েছে। কলকাতা পৌরসংস্থার স্থাবর সম্পত্তির তালিকায় (ইমুভ্যাবল্ প্রপার্টিজ) নানান অসংগতি। ওই তালিকার ধারাবাহিক সংশোধন ও নবীকরণ প্রক্রিয়ার কী যে হয়? কারণ এম পি ল্যাড তহবিলের অর্থানুকূল্যে বা 'বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন তহবিলে'র অর্থানুকূল্যে যখন কোনও উন্নয়নমূলক কাজ করতে যাওয়া হয়, তখন স্থানীয় পৌরপ্রতিনিধিদের কাছে জানতে চাওয়া হয়, ল্যান্ডটি কলকাতা পৌরসংস্থার কী না? আর ওই জমি পাওয়া সংক্রান্ত কারণে বারংবার ফাইল চালাচালি হচ্ছে। এম পি ল্যাড বা এম এল এ ল্যাড তহবিলের টাকা ব্যবহারে দীর্ঘ সময় লাগার ফলে টাকাটাই ফেরত চলে যায়। উন্নয়নমূলক কাজই আটকে যাচ্ছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বর্তমানে 'বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন তহবিলে বছরে ৬০ লক্ষ টাকা পাওয়া যায়। অর্থাৎ পাঁচ বছরে তিন কোটি টাকা এই তহবিলে প্রতি বিধায়ক– বিধায়িকা পেয়ে থাকে।'

বিজেপি দলের প্রার্থী নির্বাচিত হয়েছেন ওই মহাত্মা গান্ধী রোডের হরিদেবপুর থানার সন্নিকটস্থ 'শিবাশ্রম আশ্রমে'র কর্ণধার সুনীল মহারাজ এবং সিপিআইএম দলের প্রার্থী নির্বাচিত হয়েছেন বেহালা পূর্বের রাজা রামমোহন রায় রোডের মনমোহন পার্কের (ওয়ার্ড নং : ১২১) বাসিন্দা স্থানীয় সুপরিচিত ডায়াবেটোলজিস্ট আর জি কর মেডিক্যাল কলেজের চিকিৎসক ডা. নিলয় মজুমদার। তাঁর তিনটি প্রতিশ্রুতির একটি হল বেহালার বিদ্যাসাগর স্টেট জেনারেল হাসপাতালকে কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গের একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ হাসপাতালে পরিণত করা। প্রসঙ্গত জানিয়ে রাখি, ২০০১ – ২০১১ সাল পর্যন্ত এই কেন্দ্রের বিধায়িকা ছিলেন স্থানীয় জয়শ্রী পার্ক মোড়ের বাসিন্দা সিপিআইএমের দাপুটে নেত্রী কুমকুম চক্রবর্তী।

জাতীয় কংগ্রেস দলের প্রার্থী নির্বাচিত হয়েছেন আইনজীবী অভিজিৎ রাহা। এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, 'আমি এই বেহালা পূর্ব কেন্দ্র থেকে হাত চিহ্নে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত হওয়ার বিষয়ে আশাবাদী, এটা বলতে পারি। এলাকায় এলাকায় রাজনৈতিক লড়াইটা একেবারে হাড্ডাহাড্ডি হবে।'

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ২০২১ এ মোট প্রদত্ত ভোটের ৫০.০১ শতাংশ ভোট পেয়ে বেহালা পূর্ব থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী রত্না চট্টোপাধ্যায় প্রথমবার বিধায়িকা নির্বাচিত হয়েছিলেন। সেবার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিজেপি দলের প্রার্থী জনপ্রিয় অভিনেত্রী পায়েল সরকার মোট প্রদত্ত ভোটের ৩৩.১৫ শতাংশ ভোট পেয়েছিলেন। সেবার এই দুই প্রার্থীর মধ্যে ভোটের ব্যবধান ছিল ৩৭,৪২৮টি ভোট। আর এবার ওই দু'জনের কেউই এই কেন্দ্রে নেই।

ভূগর্ভস্থ লাইনের স্ক্যানিং

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পৌর এলাকার ভূগর্ভস্থ ড্রেনেজ লাইন, ওয়াটার লাইন, সিইএসসি'র ইলেকট্রিক লাইন যদি ওয়ার্ডভিত্তিক করা থাকে এবং সেই স্ক্যানিং এবং ম্যাপিং যদি কেএমসি পোর্টালেও থাকে, তাহলে ভূগর্ভস্থ কাজের ক্ষেত্রে সুবিধা হবে?

কলকাতা পৌর এলাকায় ওয়ার্ডভিত্তিক ডিজিটাইজড ড্রেনেজ এবং সুয়্যারেজ লাইনের কাজ ইতিমধ্যেই পৌর মেয়র পারিষদ তারক সিংয়ের নেতৃত্বে পুরোটাই হয়ে গিয়েছে এবং এর সঙ্গে ভূগর্ভস্থ ডিজিটাইজড পানীয় জলের লাইনের কাজটাও করা হয়েছে। এটা www. kmcgov.in <http://www.kmcgov.in/> ওয়েবসাইট পাওয়া যাবে। তবে সিইএসসি'র লাইনের ক্ষেত্রে এটা প্রাইভেট বডি, এর লাইনের সঙ্গে কেএমসি'র যেহেতু কোনও সম্পর্ক নেই, তাই এটা করা যায়নি। মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম সম্প্রতি বলেন, তবে সিইএসসিকে আমি অনুরোধ করতে পারি যে, ওদেরও যেটা ডিজিটাইজড আন্ডারগ্রাউন্ড ক্যাবল লাইন আছে, সেটা যদি দিয়ে দেয় তাহলে একসঙ্গে কেএমসি'র যেটা ম্যাপিং আছে, সেটার সঙ্গে যুক্ত করা যেতে পারে। এতে কেএমসি'র কাজকর্ম করতে সুবিধা হবে।

তৃণমূলের শক্ত ঘাঁটি ৪৪ নম্বর ওয়ার্ডে উধাও বহু ভোটার

নিজস্ব প্রতিনিধি : এসআইআর প্রক্রিয়ায় তথ্য যাচাইয়ের সময়ে একই ঠিকানায় ৩ থেকে ৪ বার করে যাওয়ার পরেও অনেক ক্ষেত্রে ভোটারদের ঠিকানায় পাওয়া যায় না। আবার যেসব নথি পাওয়া যাচ্ছে, তাতেও নানান অসঙ্গতি ধরা পড়েছে। অধিকাংশ ঠিকানায় রবিবার গেলেও বাড়িতে তালা দেওয়া রয়েছে। তথ্য বলছে, ২০২১ সালের ডিসেম্বর মাসে মধ্য কলকাতার ৪৪ নম্বর ওয়ার্ডে ভোটার ছিল ১৪,৩১৭টি। ২০২৪ সালে লোকসভা ভোটের সময় সেই ওয়ার্ডের ভোটার বৃদ্ধি পেয়ে হয়ে গেল প্রায় ২৫ হাজার। ২০২৪–এর লোকসভা ভোটে সেইসূত্রেই তৃণমূলের শক্ত ঘাঁটি এই ওয়ার্ড থেকে প্রায় ৮ হাজার ভোটের লিড পেয়েছিল শাসকদল।

এবার ২০২৫–২৬ সালে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন প্রক্রিয়ায় যা হওয়ার তাই হল, ওই ওয়ার্ডের বর্তমান মোট ভোটারের প্রায় ৪২ শতাংশ ভোটারের নাম তালিকা থেকে বাদ পড়েছে। কলকাতা পৌরসংস্থার ৫ নম্বর বরোর এই ৪৪ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপ্রতিনিধি রেহানা খাতুন বলেন, এই নিয়ে ক্ষোভ দানা বেঁধেছে তৃণমূলের মধ্যে। ২৮ অক্টোবর 'বিশেষ সংশোধন প্রক্রিয়া শুরুর আগে এই ওয়ার্ডের ভোটার ছিল প্রায় ২৫ হাজার। ২৮ ফেব্রুয়ারি সংশোধিত তালিকা প্রকাশের পরে সেই সংখ্যা কমে দাঁড়িয়েছে সাড়ে ১৪ হাজার। কলকাতা পুলিশের হেডকোয়ার্টার লালবাজারের কাছের মহল্লা ৯/৫ থেকে ৫৩ এবং ৬৩ থেকে ৯৭/১ ফিয়ার্স লেন এবং ২৮/১, গিরিবাবু লেন বস্তি এলাকা থেকেই প্রায় ৪০০ জনের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ গিয়েছে। ইতিমধ্যেই যে বিষয়টি নজরে এনেছেন বিজেপির বিদায়ী বিধায়ক অসীম সরকার।

এর ফলে ৪৪ নম্বর ওয়ার্ড অন্তর্ভুক্ত চৌরঙ্গি (১৬২) বিধানসভা কেন্দ্র থেকে বিধায়িকা নয়না বন্দ্যোপাধ্যায় যে ৬২–৬৩ শতাংশ ভোট পেয়েছিলেন স্বভাবতই তা নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছে। অনেকের মতে উধাও হওয়া এই ভোটারদের উপর নির্ভর করেই বেড়েছিল এই বিপুল ভোট মার্জিন। এবার তাতেই বাধ সেধেছে চলতি এসআইআর।

সন্তোষপুর লেকের সংস্কার

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ কলকাতার সন্তোষপুর লেকের বিপজ্জনক গার্ড ওয়ালের সংস্কারের কাজ আগামী সেপ্টেম্বর মাস নাগাদ শুরু হবে। যাদবপুর–সন্তোষপুরের ১০৩ ওয়ার্ডের অন্তর্ভুক্ত সন্তোষপুর লেকটি ওই ওয়ার্ডের প্রাণকেন্দ্র। সকাল–সন্ধ্যে বহু বয়স্ক স্থানীয় মানুষজন থেকে ছোটও ছোটও বাচ্চারা এই লেক প্রান্তে প্রতিদিন ঘুরতে আসে। কিন্তু লেকের গার্ড ওয়ালে দীর্ঘ ফাটল ধরে ক্ষতিগ্রস্ত অবস্থায় রয়েছে। গত ডিসেম্বর মাসে পৌর পরিবেশ দপ্তরের আধিকারিকরা পর্যবেক্ষণ করে গিয়েছেন। কিন্তু সংস্কার কাজ না হওয়ায় যে কোনও বড়ো দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।

পৌর পরিবেশ দপ্তর স্বপন সমাদ্দার বলেন, ২০২০ সালে এই সন্তোষপুর লেকের সংস্কারের কাজ হয়েছিল। সেটা আজও ভালোই আছে। বর্তমানে উত্তর–পূর্বের দিকের পাড় ভেঙে গিয়েছে। খারাপ অবস্থায় রয়েছে। আধিকারিকরা পরিদর্শন করেছে। প্রপোজ্যাল তৈরিও হয়ে গিয়েছে। আগামী বর্ষার পর সেপ্টেম্বর মাস নাগাদ কাজটা শুরু হবে। রাজ্যে নির্বাচন ও আগামী বর্ষার জন্য কাজটা শুরু করতে দেরি হল।

দ্বাদশের ক্লাস শুরু করবে

নিজস্ব প্রতিনিধি : পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ রাজ্যের বিদ্যালয় গুলিকে একাদশ শ্রেণির প্রথম ও দ্বিতীয় সেমিস্টারের পরীক্ষার ফলাফল অনলাইনে নির্দিষ্ট পোর্টালে সাবমিট করার নির্দেশ দিয়েছে। লিখিত পরীক্ষা ও প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষা এবং প্রজেক্ট পরীক্ষার নম্বর বিদ্যালয়–প্রধানদের আগামী ১৬ এপ্রিল বৃহস্পতিবারের মধ্যে জমা দেওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছে। চলতি শিক্ষাবর্ষে দ্বাদশ শ্রেণির তৃতীয় সেমিস্টারের ক্লাস এপ্রিলের চতুর্থ সপ্তাহে শুরু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু রাজ্যে এখন অষ্টাদশ বিধানসভা নির্বাচনের ভরা মরশুম জারি রয়েছে। বিদ্যালয়গুলিতে নির্বাচন কাজ চলছে। তাহলে এপ্রিল মাসের গোড়াতেই কেন দ্বাদশ শ্রেণির অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ক্লাস শুরু করা হচ্ছে না? এবিষয়ে সংসদ সভাপতি অধ্যাপক ড.পার্থ কর্মকার বলেন, 'একাদশ শ্রেণির দ্বিতীয় সেমিস্টারের ফলাফল প্রকাশিত না হলে দ্বাদশ শ্রেণির ক্লাস শুরু করা যায় না। আগে সেই ফলাফল প্রকাশিত হোক। তারপর তৃতীয় সেমিস্টারের জন্য ক্লাস শুরু হবে।'

রাস্তার নয়া ম্যাপিং

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পৌর এলাকার রাজপথ, অলিগলি তস্য গলি ও উত্তরণের(বস্তি) নয়া নামকরণ হয়েছে। কলকাতার রাস্তার ম্যাপ যেটা এখন আছে, তার পুনর্নবীকরণ এবং নতুন যে নামকরণ হয়েছে, তার রিভাইজড সংস্করণ তৈরি হওয়া সম্ভব কী? উত্তর কলকাতার ১২ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপ্রতিনিধি মীনাক্ষী গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রশ্নের উত্তরে মহানাগরিক জানান, কেএমসি–শার্পের তরফে কলকাতা পৌর এলাকায় নতুন ম্যাপিং তৈরির উদ্যোগ ইতিমধ্যেই নেওয়া হয়েছে। খুব শীঘ্রই এ কাজ সম্পূর্ণ হবে।

নজরবিহীন : রাজপুর–সোনারপুর পৌরসভার ১১ নম্বর ওয়ার্ডে উত্তরায়ণ পল্লীর ঠিক ঢোকার মুখের প্রতীক্ষালয়টির সামনে পাথরের স্তূপ তৈরি হয়েছে। মানুষ গিয়ে একটু বসবে তার কোন জায়গা নেই। সাধারণ মানুষের মধ্যে সাংঘাতিক ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে। এই ওয়ার্ডের পৌরপিতা শ্রীকৃষ্ণপদ মন্ডল এখন ভোট প্রচার নিয়ে ব্যস্ত। রাস্তার উপরে বালি, পাথর পড়ে থাকায়, প্রত্যেকদিন একটা না একটা মারাত্মকভাবে অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে। সেদিকে প্রশাসনেরও কোন ভ্রুক্ষেপ নেই। ছবি : সুব্রত মণ্ডল

পথেপথে: দক্ষিণ ২৪ পরগনার বজবজ বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী ডা. তরুণ কুমার আদক প্রচারে বেড়িয়ে তুলে আনলেন কেন্দ্রীয় সরকারের জ্বালানী তেলের দাম কমাবার প্রসঙ্গ। তাঁর দাবি কেন্দ্রীয় সরকার দাম কমালেও রাজ্য সরকার কমায় না। ছবি : অরুণ লোধ

গবেষণার ভবিষ্যৎ : রাজ্যের উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার ভবিষ্যৎ রূপরেখা নির্ধারণে এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে ইউনিভার্সিটি অফিসারস্ অ্যাসোসিয়েশন অফ ওয়েস্ট বেঙ্গলের উদ্যোগে কলকাতার বিবেক ভবনে দুই দিনব্যাপী দ্বিবার্ষিক সম্মেলন ও সেমিনার আয়োজন করা হয়। ছবি : বুদ্ধদেব মিশ্র

জয় শ্রী রাম : হনুমান জয়ন্তী জমজমাট,ভোটের আগে দল মত নির্বিশেষে সাড়ম্বরে পালিত হয়েছে হনুমান জয়ন্তী, সাথে ছিলো বাউল গান, ভোগ বিতরন ভিড় সামলাতে নামতে হয় পুলিশ থেকে ভক্তদের। বুড়োশিব তলায়। ছবি : অভিজিৎ কর

মন্দির নগরীতে এবারের ইস্যু বাঁধ ও দুর্নীতি

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিগত বিধানসভা নির্বাচনে বিষ্ণুপুরবাসি জিতিয়েছিল বর্তমান টিএমসি প্রার্থী তন্ময় ঘোষ ওরফে বুম্বাকে, তবে প্রতীক ছিল পদ্ম। নির্বাচনে জেতার কয়েকদিনের মধ্যে দল বদলুর তকমা লেগে গিয়েছিল। ৫ বছর শাসকদলের হয়ে কাজ করার পরে জোড়াফুল চিহ্নে এবার কতটা সুবিধা করতে পারবে তা ৪মে নির্ধারণ করবে বাঁকুড়াবাসি।

মন্দিরের শহর বাঁকুড়ার জনমানসের আড্ডায় কান পাতলে শোনা যাচ্ছে, ভোট তারা প্রার্থী দেখে নয় প্রতীক দেখেই দেবে। গত লোকসভার নিরিখে বিষ্ণুপুর এগিয়ে রয়েছে বিজেপির গড় হিসেবেই। তবে উন্নয়ন এবং গরীব মানুষের ভাতা–ভাণ্ডারে ঘাসফুলে কতটা সার দিতে পারবে সেটা এখন দেখার। খেটে খাওয়া মানুষদের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া শোনা গিয়েছে। অনেকেই ভাতায় সন্তুষ্ট নয়। কেউ কেউ আবার বলছেন, দূর্নীতির অবসান প্রয়োজন। শিক্ষার অবনতিতে বেজায় চটে সকলে। কর্মসংস্থানেও উপযুক্ত যুব সমাজ ক্ষিপ্ত। এসবের কারণে ক্ষুব্ধ ব্যক্তিরা বিষ্ণুপুরের মাতা ছিন্নমস্তার ক্রোধকে সামনে রেখে কি বদল আনবে এখন এটাই প্রশ্ন।

বিষ্ণুপুরের তাঁতশিল্পীরা সরকারের কাছে চাওয়ার মতো কিছু নেই বলে বললেও শিল্পের এবং শিল্পীর ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়েছে।

বিজেপির প্রার্থী শুক্লা চ্যাটার্জী বলেন, সংসার সামলেও বিষ্ণুপুরকে সাজিয়ে তোলার কথা তিনি বলেন। নারী নিরাপত্তায় জোর দেওয়া হবে এবং বিষ্ণুপুরের যে বাঁধগুলি রয়েছে সেগুলিকে পুনরায় তার গরিমা ফিরিয়ে দেওয়ার কথা জানান। শিল্পী এবং কর্মসংস্থানের সুব্যবস্থা করা হবে। সঠিক মানুষকে ঘর পাইয়ে দেয়নি। যাদের পাকা ঘর রয়েছে তারাই পুনরায় ঘর পেয়েছে। সজল ধারার কল থাকলেও জল নেই, গরিব মানুষরা বঞ্চিত। বিষ্ণুপুরকে কেন্দ্রীয় সরকারের সহযোগিতায় হেরিটেজ শহর করার পরিকল্পনা রয়েছে যা পর্যটন মানচিত্রে বিষ্ণুপুরকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাবে। শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নতির জন্য ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের জায়গার পরিদর্শন হয়েছে এবং শীঘ্রই কাজ শুরু হবে। বিষ্ণুপুরের জনগণ বর্তমান বিধায়ককে 'গদ্দার' নামে ডাকে। কিন্তু ইতিহাসের যে পুনরাবৃত্তি হবে না তা কতটা আশ্বাস দিতে পারবেন সে বিষয়ে প্রশ্ন করতে তিনি বলেন, 'তৃণমূলের সাথে আমার লড়াই ২০২০ সাল থেকে। এমনভাবে অত্যাচার করেছিল যে আমি কোমায় ছিলাম। মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছি। তৃণমূলের হাতে মার খেয়ে আমার শ্বশুরমশাই শয্যাশায়ী। বিষ্ণুপুরবাসি জানেন আমি কখনও পরিবর্তন হব না। যে আঘাত আমি পেয়েছি সেই দিয়েই আমি লড়ব।'

সাধারণ মানুষের বক্তব্য, আমরা বিভ্রান্তিতে রয়েছি। যেই দলের হয়ে বিধায়ক জিতল, সার্টিফিকেট নিল আবার অন্য দলে চলে গেল। গিয়েই বিরোধীদলের সাথে বসল, বিষ্ণুপুরে এসে জোড়াফুলের প্রতীক নিয়ে মিছিল করল। সবই যেন গোলমেলে লাগে। বিজেপি কর্মীরা আশাবাদী বিষ্ণুপুরে আবার গেরুয়া ঝড় উঠবে।

তবে বিজেপির মধ্যেও সুপ্ত গোষ্ঠী কলহ রয়েছে, সেই গোষ্ঠীর অনেকেরই দাবি এই প্রার্থী তাদের পছন্দ নয় তাই সেই ভোট পদ্মে যাবে নাকি জোড়াফুলে তা এখন সন্দেহের।

সম্প্রতি বিষ্ণুপুরে মুখ্যমন্ত্রীর সভায় লোক ভরেনি তেমনই ভিডিও দেখা গিয়েছে সমাজমাধ্যমে যদিও তার সত্যতা যাচাই করিনি আমরা। তৃণমূল প্রার্থীর সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি ফোন ধরেননি প্রথমে। পরে ফোন ধরলেও কথা বলতে চান নি আমাদের সাথে এবং দেখাও করেননি। তবে মন্দির নগরীতে অন্য কোনও রাজনৈতিক দলের তেমন প্রচার দেখতে পাওয়া যায় নি। তৃণমূল–বিজেপি দুই দলই উন্নয়ন ভাতা–ভাণ্ডার ও দূর্নীতির গোলায় দাগছে দলমাদল কামান।

অন্যদিকে বাঁকুড়ার বিভিন্ন বিধানসভা কেন্দ্রের হাল হকিকতের খোঁজ নিয়ে জানা গিয়েছে দম বন্ধ করা দুর্নীতিতে বিজেপির পালে হাওয়া লেগেছে। তবে তৃনমূলও ছাড়ার পাত্র নয়। প্রচারে তারাও সাড়া পাচ্ছে বলে জানিয়েছে প্রার্থীরা। কিন্তু গেরুয়া ঝড়ের আধিপত্য যেন বেড়েই চলেছে এই জেলায়। সংগঠনের দিক থেকেও বিজেপি অনেকটাই শক্তপোক্ত হয়েছে। তবে মানুষ বলছেন শান্তিপূর্ণ এবং অবাধ ভোটের পক্ষে তারা। এখনো পর্যন্ত নির্বাচন কমিশনের আশ্বাসে জনতা মনোবল ফিরে পেয়েছে কিন্তু ভোটের দিন এগোলে কি হয় তা বলবে ভবিষ্যৎ।

ভিডিও দেখতে স্ক্যান করুন

প্রচার : বাঁকুড়া বড়জোড়া বিধানসভার তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী গৌতম মিশ্র (শ্যাম) ভোট প্রচার করলেন গঙ্গাজলঘাটি ব্লকের অমরকাননে মন্দিরে পুজো দিয়ে। বাড়ি বাড়ি প্রচার সারলেন ওই এলাকায়। ছবি : সুকান্ত কর্মকার

গাফিলতি : বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর বিধানসভার অন্তর্গত মন্দিরনগরী বিষ্ণুপুর জুড়ে ৭টি বাঁধ রয়েছে। প্রত্যেকটিরই অবস্থা বেহাল। পানা–ময়লায় ভরা বাঁধের জলের গন্ধের চোটে আশেপাশের মানুষের নাজেহাল অবস্থা। স্থানীয়দের দাবি, এই বাঁধগুলি বিষ্ণুপুরের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ, অথচ স্থানীয় বিধায়ক বা প্রশাসন এবিষয়ে কোনও নজরই দেয় না। ভোটের আগে বার বার প্রতিশ্রুতি দিয়েও কোনও কাজই করে না। ছবি : প্রীতম দাস

আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণধুলার তলে

নিজস্ব প্রতিনিধি : মাস্টারদা সূর্য সেনের জন্মদিনেই বারাসাত রবীন্দ্রভবনে দুই শিক্ষকের যোগ্য ছাত্র যাকে গুরু শিষ্য সম্পর্ক বলা যেতে পারে তেমনি দুজনের যুগলবন্দীতে অনুষ্ঠিত হল গুরু শিষ্যের রবীন্দ্রসংগীতাঞ্জলি। পদার্থবিদ্যার শিক্ষক স্বপন কুমার ঘোষ বারাসাতের ভূমিপুত্র। পড়াশোনার পাশাপাশি ছোট থেকেই সংগীতের প্রতি গভীর অনুরাগ লক্ষ্য করা যেত। বারাসাতের তুষ্টি দিদিমনির সান্নিধ্যে সংগীত চর্চার সূচনা হলেও পরে বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী ও শিক্ষিকা শ্রদ্ধেয়া মায়া সেনের কাছে দীর্ঘদিন তালিম নেওয়ার পর গত ৩০ বছর ধরে রবীন্দ্রসঙ্গীতের মূল ধারার সঙ্গে নিজেকে ওতপ্রোতভবে যুক্ত রেখেছেন সংগীত শিক্ষক শৈলজারঞ্জন মজুমদার এর যোগ্য ছাত্র বিশিষ্ট রবীন্দ্র সংগীত শিল্পী ও সাধক শিক্ষক আচার্য গুরু আশিস ভট্টাচার্যের সাথে। এরই মধ্যে স্বপন ঘোষ আকাশবাণীর নিবন্ধীকৃত প্রথম সারির শিল্পীর মর্যাদা পেয়েছেন। তার ক্যাসেট ও রেকর্ড প্রকাশিত হয়েছে এবং তার প্রতিষ্ঠিত গীত সুধা সঙ্গীত শিক্ষায়তনের পক্ষ থেকে এবং একক ভাবে সরকারি বিভিন্ন সংগীত মেলায় বা অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রসঙ্গীতের শান্তিনিকেতনে ঘরানাকে সঠিক সুন্দরভাবে তুলে ধরার ব্যতিক্রমী নিদর্শন রেখেছেন।

২২ মার্চ তার সঙ্গীত জীবনের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে তারই সংগীত শিক্ষায়তন গীতসুধার ছাত্রছাত্রীরা গুরু প্রণামের এক অনুষ্ঠানে মিলিত হয়েছিল বারাসাত রবীন্দ্রভবনে যেখানে উপস্থিত ছিলেন স্বপন ঘোষের সংগীতগুরু শ্রদ্ধেয় আচার্য আশিস ভট্টাচার্য্য। বৈদিক মতে গুরু প্রণামের উপনিষদীয় রীতি মেনে সংবর্ধিত করা হয়। আশিস ভট্টাচার্যকে বরণ করেন স্বপন কুমার ঘোষ। এরপর গীত সুধার পক্ষ থেকে তাঁকেও যথোচিত মর্যাদায় সম্বর্ধিত করা হয়। তাঁরই বাল্যবন্ধু, একদা সহকর্মী ও তাঁরই সংগীতের অনুরাগী এদিনের সঞ্চালক শিক্ষক ও সংগীত শিক্ষক সুভাষ চৌধুরীর ছাত্র ও গীতসুধার প্রতিষ্ঠাতা সদস্য সত্যজিৎ ভট্টাচার্যের অনবদ্য ও যথোচিত বক্তব্য সমৃদ্ধ মানপত্র রচনা ও পাঠে গুরুর প্রতি শিষ্যবর্গের পক্ষে যথার্থ নিবেদন বলা যায়। শুরুতেই সমবেত পুরুষ ও নারী কণ্ঠে ৩ টি রবীন্দ্র সংগীত সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানের যথার্থ গৌরচন্দ্রিকা হিসাবে উপস্থাপিত হয়। এরপর গুরু আশিষ ভট্টাচার্যের সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে সঞ্চালনার গুরুদায়িত্ব পালন করেন বিশিষ্ট প্রাজ্ঞ শিক্ষাবিদ শ্রদ্ধেয় সুদিন চট্টোপাধ্যায়। তার সাবলীল পান্ডিত্য প্রকাশক প্রাসঙ্গিক বক্তব্য অনুষ্ঠানকে আরো তাৎপর্য পূর্ণ করে তোলে। অনুষ্ঠানের তৃতীয় পর্বে শিষ্য ও গীতসুধার শিক্ষক স্বপন কুমার ঘোষের একক সংগীত নিবেদন পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহের সমস্ত দর্শককে অনাবিল তৃপ্তিতে ভরিয়ে দেয়। রবীন্দ্র সংগীত প্রিয় বারাসাতবাসীর কাছে আচার্য আশিস ভট্টাচার্য্যের একক সংগীত নিবেদন ছিল এদিনের রবীন্দ্র সংগীতপ্রেমীদের কাছে এক অন্যরকম পাওনা। বিবেক দাশগুপ্তের সুচারু দক্ষতায় বিষয় উপযোগী মঞ্চ নির্মাণ, বিশিষ্ট শব্দ আবহ প্রক্ষেপক হাসি পাঞ্চালের শব্দ প্রক্ষেপন অনবদ্য করে তোলে এদিনের সঙ্গীতানুষ্ঠানকে। সমস্ত সঙ্গীতে সঙ্গতকার হিসাবে– তবলা, পাখোয়াজ, খোল বাদ্যে ছিলেন পার্থ মুখার্জী, পার্কাসনে ছিলেন সঞ্জীবন আচার্য, বাঁশিতে ছিলেন সোমনাথ দাস ও এস্রাজে ছিলেন অভ্র চট্টোপাধ্যায়। একজন যথার্থ শিষ্য তার গুরুকে কিভাবে সম্মাননা জ্ঞাপন করতে পারে মাস্টারদার জন্মদিনে বারাসাত রবীন্দ্রভবনের এই গুরু শিষ্যের রবীন্দ্র সংগীতাঞ্জলি পরবর্তী প্রজন্মের কাছে এক দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। তাই বলাই যায় অনুষ্ঠানের মূল ভাবনা 'আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণধুলার তলে' ছিল যথার্থ।

বজবজ লিটল ম্যাগাজিন মেলা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২৮ ও ২৯ মার্চ বজবজ হালদার পাড়া মিনার্ভা এনক্লেভ প্রাঙ্গণে লিটল ম্যাগাজিন সমন্বয় কমিটি আয়োজিত ১৬ তম বর্ষের বজবজ লিটল ম্যাগাজিন মেলা ও প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হল। মেলার উদ্বোধক ছিলেন শিক্ষক ও সাহিত্যিক মানবেন্দ্র রায়। তিনি ফিতে কেটে, দীপ প্রজ্জ্বলন করে মেলার উদ্বোধন করেন। প্রথম দিন উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন কবিতা অধিকারী এবং দ্বিতীয় দিন করেন আশিস বিশ্বাস। স্বাগত ভাষণ দেন লিটন ম্যাগাজিন সমন্বয় কমিটির সম্পাদিকা মানসী ঘোষ গঙ্গোপাধ্যায়। বিশেষ অতিথি হিসেবে

উপস্থিত ছিলেন বজবজের বিধায়ক অশোক দেব, বজবজ পৌরসভার প্রধান গৌতম দাশগুপ্ত, আলিপুর বার্তার সম্পাদক প্রণব গুহ, টাইমস অফ ইন্ডিয়ার প্রাক্তন সাংবাদিক উজ্জ্বল পাল, সাহিত্যপ্রেমী মীনা পাণ্ডে, প্রাক্তন পুরপিতা দীপক ঘোষ, চিত্রশিল্পী অমরনাথ ভট্টাচার্য্য, প্রতিবেশ সাহিত্যের সম্পাদক অরূপ চট্টোপাধ্যায়, সাহিত্যপ্রেমী শ্রীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় সহ আরো বেশ কিছু গুণী মানুষ। তাঁরা তাঁদের বক্তব্যে লিটল ম্যাগাজিনের গুরুত্ব তুলে ধরেন। মেলার সভাপতি শুভাশিস ঘোষ তাঁর বক্তব্যে বর্তমান সময়ে ছোট পত্রিকা ও বড় পত্রিকার পারস্পরিক অবস্থান সম্পর্কে আলোচনা করেন। 'সৌম্য সেনগুপ্ত স্মৃতি স্মারক সম্মাননা' প্রদান করা হয় সাহিত্যিক সুধাংশু রঞ্জন সাহাকে এবং 'কৌণিক সেন স্মৃতি স্মারক সম্মাননা' প্রদান করা হয় সাহিত্যিক পুষ্পেন মণ্ডলকে। রাণী চন্দ'র বহুমুখী প্রতিভা নিয়ে আলোচনা করেন শিক্ষিকা ও লেখিকা রেখা রায়। আবৃত্তি পরিবেশন করেন ভাগ্যধর মণ্ডল ও মৌসুমী সরকার। শিল্পী অনন্তবালা বৈষ্ণবীর সম্পর্কে সমৃদ্ধ ও প্রাণবন্ত আলোচনা করেন গৌতম অধিকারী। শ্রদ্ধেয় বিজয় কুমার চ্যাটার্জীর স্মরণে তাঁর পরিবারবর্গ স্মারক সম্মাননা প্রদান করেন সম্পাদক জয়দেব দাস, সাংবাদিক শংকর দত্ত ও লিটল ম্যাগাজিন সমন্বয় কমিটির সম্পাদিকা মানসী ঘোষ গঙ্গোপাধ্যায়কে। মেলায় আগত লিটল ম্যাগাজিনের সম্পাদকদের পরিচয় তুলে ধরা হয় মেলার মঞ্চ থেকে। সেই সাথে তাঁদের স্মারক প্রদান করে সম্মান জানানো হয়। আমন্ত্রিত অতিথি, কবি ও সাহিত্যিকদেরও বিশেষভাবে বরণ করে নেওয়া হয়, সম্মান জানানো হয়। ছড়া–কবিতা পাঠ করেন– উৎপলকুমার ধারা, পবিত্র চট্টোপাধ্যায়, অলোক প্রামাণিক, রাধারমণ গাঙ্গুলী, চিরঞ্জিত বাগ, সুরজিৎ মণ্ডল, সৌমেন বোধক, দীপক মান্না, রাখী ঘোষ, রেখা রায়, ইউসুফ মল্লিক, মনোজ কুমার মণ্ডল, সুজাতা রায়, বিপ্লব মুখার্জী প্রমুখ। শব্দসেতু, অন্য সাম্পান, সাংস্কৃতিক চিন্তাভাবনা, নিশিত, দৃষ্টিপথ, আঞ্চলিক দর্পণ, আনন্দ শিক্ষা, আলিপুর বার্তা, খুশির হাওয়া, অকপটে, প্রান্তদেশ সহ আরো কিছু পত্রিকার স্টল ছিল এই মেলায়। এছাড়া পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা গ্রন্থাগারের স্টলও ছিল এই মেলায়। কবি বৃন্দাবন দাস, শান্তনু ভট্টাচার্য্য, সাংবাদিক কুনাল মালিক, চিত্র সাংবাদিক অরুণ লোধ, সঙ্গীতশিল্পী অভিজিৎ মণ্ডল, সম্পাদক বিপ্লব মুখার্জি, কবি সেখ মোজাম্মেল, উত্তম ভট্টাচার্য্য, সম্পাদক কৃষ্ণেন্দু দেব, অধ্যাপক গৌতম গঙ্গোপাধ্যায়, সাংবাদিক পঙ্কজ ভাণ্ডারী সহ একঝাঁক গুণী মানুষের উপস্থিতি এই মেলাকে প্রাণোচ্ছ্বল ও প্রাণবন্ত করে তোলে। সুভাষ ঘোষ, রঞ্জন পরামাণিক, রোজি সিং, রাখী ঘোষ, কল্পনা চ্যাটার্জী প্রমুখদের সক্রিয় সহযোগিতা ছিল চোখে পড়ার মতো। অনুষ্ঠানের শেষ মুহূর্তে লিটল ম্যাগাজিন সমন্বয় কমিটির সকল সহযোদ্ধার হাতে স্মারক সম্মাননা তুলে দেন কমিটির সম্পাদিকা মানসী ঘোষ গঙ্গোপাধ্যায়। মেলার সমাপ্তি হয় সম্মিলিত কণ্ঠে জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনের মাধ্যমে। এককথায় গল্প, কবিতা, গান, সাংস্কৃতিক আড্ডা –সব মিলিয়ে এই মেলা হয়ে ওঠে অক্ষরশিল্পীদের মিলনমেলা। দুইদিনব্যাপী এই মেলার অনুষ্ঠান সুচারুভাবে সঞ্চালনা করেন বসন্ত পরামাণিক।

সমুদ্র উপকূল রক্ষার বার্তা নিয়ে গঙ্গাসাগরে শুভম

সৌরভ নস্কর : শরীর সুস্থ রাখা আর পরিবেশ রক্ষার জোড়া সংকল্প নিয়ে সাইকেলে চড়ে দেশ ভ্রমণে বেরিয়েছেন উত্তরপ্রদেশের বারাণসীর যুবক শুভম পাল। দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে সম্প্রতি তিনি এসে পৌঁছালেন পশ্চিমবঙ্গের পবিত্র তীর্থক্ষেত্র গঙ্গাসাগরের কপিলমুনি আশ্রমে। মূলত ভারতের বিস্তীর্ণ সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকাগুলো ঘুরে পরিবেশ রক্ষার বার্তা দেওয়াই তাঁর এই যাত্রার মূল উদ্দেশ্য। শুভম জানান, ভারত সরকারের 'ফিট ইন্ডিয়া মুভমেন্ট' থেকে অনুপ্রাণিত হয়েই তিনি এই অভিযানে নামেন। উত্তরপ্রদেশ থেকে যাত্রা শুরু করে গুজরাটসহ দেশের বিভিন্ন উপকূলীয় অঞ্চল ঘুরে তিনি বাংলায় এসেছেন। সাইকেলকেই নিজের একমাত্র সঙ্গী করে, পথিমধ্যে যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দিলে তা নিজেই সারিয়ে নিয়েছেন। তাঁর কথায়, সমুদ্রতীর সংরক্ষণ এবং দূষণমুক্ত পরিবেশ গড়তে সাইকেল চালনার কোনো বিকল্প নেই।

পশ্চিমবঙ্গে ভ্রমণের সময় বর্তমানে নির্বাচনী আবহ থাকলেও শুভমের লক্ষ্য স্থির ছিল। তিনি সাধারণ মানুষকে শরীরচর্চার প্রয়োজনীয়তা এবং সুস্থ জীবনযাপনের গুরুত্ব নিয়ে সচেতন করেন। কেন্দ্রীয় যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া মন্ত্রকের অধীনে পরিচালিত ফিট ইন্ডিয়া অন সাইকেল কর্মসূচিকে জনপ্রিয় করতে তিনি বদ্ধপরিকর। দেশের উপকূলরেখা ধরে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে গঙ্গাসাগরে পৌঁছাতে পেরে শুভম অত্যন্ত আনন্দিত। তাঁর এই অদম্য জেদ ও পরিবেশ সচেতনতামূলক উদ্যোগ ইতিমধ্যেই সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক প্রশংসা কুড়িয়েছে। পরিবেশ প্রেমীদের মতে, শুভমের এই সফর আগামী প্রজন্মের কাছে এক অনন্য অনুপ্রেরণা।

রেনেসাঁসে গ্রন্থ প্রকাশ

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১৪ মার্চ গোবরডাঙা রেনেসাঁস ইনস্টিটিউট–এর ভূমেন্দ্র গুহ সভাঘরে 'কোয়ান্টাম মেকানিক্সের শতবর্ষ' ও ড. সুনীল বিশ্বাসের 'যাঁরা বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞান মনস্কতায় ভাস্বর' গ্রন্থটির প্রকাশ অনুষ্ঠান হয়। সভাপতিত্ব করেন লেখক ও বিজ্ঞান কর্মী দীপককুমার দাঁ। গ্রন্থটি উদ্বোধন করেন সমাজসেবী করে আলোচনা রাখা হয়েছে। এছাড়া তিনি 'কোয়ান্টাম মেকানিক্স' সম্পর্কে বিভিন্ন বিজ্ঞানীদের সম্পর্কে আলোকপাত করেন। এ বিষয়ে ড. সুমন রায় সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন। এছাড়া ড. পঙ্কজবাবু প্রোজেক্টরের মাধ্যমে 'কোয়ান্টাম মেকানিক্স'–এর শতবর্ষ সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য তুলে ধরেন এবং এর রহস্য উদ্ঘাটন করার চেষ্টা

ও শিক্ষক কালীপদ সরকার। এছাড়া প্রধান বক্তা ড. সুমন রায়, অধ্যাপক এবং প্রধান অতিথি ড. পঙ্কজ দে, অধ্যাপক গোবরডাঙা হিন্দু কলেজ।

অনুষ্ঠানের প্রাক ভাষণে দীপকবাবু বলেন, সারা বিশ্বজুড়ে আজ বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের জন্মদিন পালিত হচ্ছে। তাঁকে স্মরণ করেন। এ বিষয়ে আরও গবেষণা চলতে থাকবে বলেও তিনি মন্তব্য করেন।

সঞ্চালক ড. সুনীল বিশ্বাস বিজ্ঞানী সত্যেন বসুর ঢাকায় অধ্যাপনা এবং তাঁর থিসিস বিষয়ে সংক্ষেপে আলোকপাত করেন। প্রায় ৩০ জন মানুষের উপস্থিতিও চোখে পড়ে।

আলোচনায় দেবতার জন্ম

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২২ মার্চ গোবরডাঙা গবেষণা পরিষদে 'ধর্মের সূচনা ও দেবতার জন্ম' বিষয়ক আলোচনা এবং গ্রন্থ প্রকাশ অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন আঞ্চলিক ইতিহাস প্রবক্তা পবিত্র মুখোপাধ্যায় এবং প্রধান বক্তা রূপে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপিকা মধুশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়। উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন শিল্পী কুমকুম চট্টোপাধ্যায়। উক্ত অনুষ্ঠানে শিক্ষিকা– বিজ্ঞানকর্মী রেখা দাঁ সম্মাননা স্মারক গ্রন্থ–এর উন্মোচন করেন অধ্যাপিকা মধুশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় সহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ। স্বাগত তিনি বলেন, যে আজকে প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানের সঙ্গে সঙ্গে জেনেটিক্স–এর দৌলতে বিষয়টি বৈজ্ঞানিক প্রমাণ সহযোগে আলোচিত করার সুযোগ হচ্ছে। প্রাক–ঐতিহাসিক সময়ে মানুষের জীবনের কথা বলা সম্ভব হচ্ছে। এক দশক আগে যা হত নেহাত অনুমান ভিত্তিক। এছাড়া তিনি অস্ট্রালোথিথেকাস আফারেনাসিস–এর আগমন হল কোথা থেকে, 'হোমো' গণের নানা নতুন নতুন প্রজাতির উদ্ভব, মানুষ বা হোমো স্যাপিয়েন্স–এর আবির্ভাবের আগে পর্যন্ত ইতিহাসের সেই বৃত্তান্ত

ভাষণে সাহিত্যিক ও গবেষক বাসুদেব মুখোপাধ্যায় প্রয়াতা রেখা দাঁ–এর নানা বিষয়ে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। প্রধান বক্তা মধুশ্রী দেবী বক্তব্যে, 'ধর্ম ঈশ্বরের সৃষ্টি, না কি মানুষের নিজের প্রয়োজনেই তার উদ্ভব'– এ বিষয়ে আলোকপাত করেন। এছাড়া তিনি মানুষ কোথা থেকে এলো বিষয়ে জানান, আফ্রিকা থেকে প্রাচীন মানুষের উদ্ভব। মানুষের পরিসংখ্যান আর বিশ্বের কোণে কোণে তার ছড়িয়ে পড়ার কাহিনী ব্যক্ত করেন। নিয়েও আলোচনা করেন। সেইসঙ্গে জেনেটিক তথ্যের সঙ্গে বিভিন্ন নৃতাত্ত্বিক ও পুরাতাত্ত্বিক তথ্য নিয়েও আলোকপাত করেন আলোকচিত্রের মাধ্যমে। তাঁর বক্তব্য শেষে নানা প্রশ্ন উত্থাপন করেন ড. তপন ঘোষ, মৃণালকান্তি সরকার প্রমুখ। সেগুলিরও তিনি যথাযথ উত্তর দেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটি গবেষণা পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা ও বিজ্ঞান লেখ দীপক কুমার দাঁ–এর সুন্দর সঞ্চালনে বিশেষ মনোজ্ঞ হয়ে ওঠে।

পুস্তক সমালোচনা

প্রতিভাময়ী ভগিনী নিবেদিতা

বিধান সাহা

পূর্ণেন্দু বসু ও আনন্দ প্রসাদ রায় সম্পাদিত সংকলন গ্রন্থ বিশ্ববন্দিতা নিবেদিতা। নব ব্যারাকপুর সাহিত্যিকা গোষ্ঠীর ভগিনী নিবেদিতার প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য এই সংকলন গ্রন্থটি। নিবেদন অংশে জানানো হয়েছে এমন একটি সংকলন প্রকাশের প্রসঙ্গ। এখানে স্পষ্ট করেই বলা হয়েছে, সাহিত্যিকার তত্ত্বাবধানে রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দের জন্ম সার্ধশত বার্ষিকীতে স্মারক গ্রন্থ প্রকাশ করে ছিলাম। এবার বিশ্ববন্দিতা নিবেদিতার জীবনের অন্তহীন প্রতিভা ও ত্যাগের কথা তুলে ধরার ক্ষুদ্র প্রয়াসে ব্রতী আমরা।

সংকলন গ্রন্থটি স্পষ্টতই তিনটি পর্বে বিভক্ত। প্রথম পর্বে ঠাঁই পেয়েছে ২৯টি মূল্যবান প্রবন্ধ। দ্বিতীয় পর্বে প্রকাশিত হয়েছে ১৩টি কবিতা। প্রতিটি কবিতা নিবেদিতাকে উদ্দেশ্য করেই রচিত হয়েছে। তৃতীয় পর্বে ভগিনী নিবেদিতার জীবনের কালপঞ্জী, নিবেদিতা প্রসঙ্গে উক্তি, নিবেদিতার বাণী, নিবেদিতা সংক্রান্ত পুস্তক ও সাময়িকী, নিবেদিতার বক্তৃতা, নিবেদিতা সান্নিধ্যে বিদগ্ধ বিদেশি ব্যক্তিত্ব –এসমস্তই উঠে এসেছে। ভগিনী নিবেদিতার জীবনের নানা দিক, কর্মজীবন, শিক্ষিকা জীবন, ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব, সারদা মায়ের সান্নিধ্য, স্বদেশ সেবা প্রভৃতি নানা বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন প্রবন্ধে। বিষয় বৈচিত্র্যের কারণে নিবেদিতা সম্পর্কে এত প্রবন্ধ পাঠকের চিত্তকে প্রসারিত করে। শুরুতেই নিবেদিতার জীবন কথা তথ্য নিষ্ঠ সহকারে পরিবেশন করেছেন গ্রন্থের অন্যতম সম্পাদক আনন্দ প্রসাদ রায়। সারদা মায়ের সান্নিধ্য ধন্যা নিবেদিতার প্রসঙ্গ তুলে ধরেছেন স্বামী ঋতানন্দ। ভগিনী নিবেদিতা স্বামীজীর বজ্র শীর্ষক প্রবন্ধ উপহার দিয়েছেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ।

নিবেদিতার ভারত ভ্রমণ নিয়ে তপন বন্দোপাধ্যায়ের প্রবন্ধটি উল্লেখযোগ্য। ভারতীয় চারুকলা শিল্পের উজ্জীবনে নিবেদিতার ভূমিকা নিয়ে মৃণাল কান্তি সেনগুপ্তের প্রবন্ধটিও কৌতূহলের সঞ্চার করে। প্রবীর নন্দীর প্রবন্ধের শিরোনাম অসামান্যা নারী নিবেদিতা। প্রাবন্ধিক নিবেদিতাকে তুলে ধরেছেন অসামান্যা রূপে। প্রবন্ধে যে পরিচয় তুলে ধরা যায় কবিতায় সে পরিচয় তুলে আনা সম্ভব নয়। তবু কাশীনাথ বন্দোপাধ্যায়, অরুণ মুন্সী, সুকান্ত রায়, তিমির বরণ চক্রবর্তীর কবিতা মনে অনুরণন তোলে। সংকলন গ্রন্থে আর্ট প্লেটে অনেক গুলি সাদা কালো আলোকচিত্র প্রকাশ করা হয়েছে। গ্রন্থটির মর্যাদা বৃদ্ধিতে ছবিগুলি যে সহায়ক হয়েছে তা বলাই বাহুল্য।

সুকান্ত রায়ের প্রচ্ছদের জন্য শিল্পীকে অভিনন্দন জানাতেই হয়। গ্রন্হের ছাপা ছবির মতো ঝকঝকে। বোর্ড বাঁধাই অত্যন্ত প্রশংসনীয়। সংগ্রহযোগ্য অতি মূল্যবান লেখায় সমৃদ্ধ সংকলন গ্রন্থটি পাঠকের হাতে তুলে দেবার জন্য সাহিত্যিকা কে অভিনন্দন জানাতেই হয়। বিশ্ববন্দিতা নিবেদিতা –পূর্ণেন্দু বসু ও আনন্দ প্রসাদ রায় সম্পাদিত। প্রকাশক : নির্মল বিশ্বাস, সাহিত্যিকা, আনন্দ নিকেতন, ২০২/২, রামকৃষ্ণ সরণী, নব ব্যারাকপুর, উত্তর ২৪ পরগণা –৭০০১৩১. মূল্য –দুই শত টাকা মাত্র।

বিশ্ব নাট্য দিবস উদযাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি : সারা বিশ্বজুড়ে ২৭ মার্চ দিনটি পালিত হয় বিশ্ব নাট্য দিবস হিসেবে। এবছরও নাট্যাংশ অভিনয়, নাটকের কথা, কবিতা, শ্রুতিনাটক, নাটকের গান– এসবের মধ্যে দিয়ে যথাযোগ্য মর্যাদায় বিশ্ব নাট্য দিবস উদযাপন করলো বিষ্ণুপুরের সুভাষ নাট্য সংস্থা তাদের নিজস্ব অন্তরঙ্গ নাট্যমঞ্চে।

সমবেতভাবে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন প্রবীণ নাট্য অভিনেত্রী আনতি দে, দুলালী নাগ, সাহিত্যিক শরদিন্দু কর, প্রবীণ নাট্য অভিনেতা রামকৃষ্ণ ব্যানার্জী, প্রাক্তন প্রধানশিক্ষক রবীন্দ্রনাথ পাত্র, কবি সুব্রত পন্ডিত, নাট্যব্যক্তিত্ব চিত্তরঞ্জন ঘোষ, শিক্ষাবিদ হরিপ্রসন্ন মিশ্র, চিত্রকর মুরুলী কর্মকার, যাত্রাশিল্পী অসীম নন্দী প্রমুখ। প্রয়াত নাট্যব্যক্তিত্ব, নাট্যকর্মী পূর্বসূরীদের প্রতি পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন উপস্থিত নাট্যস্বজনরা।

সারা বিশ্বে ছড়িয়ে থাকা নাট্যকর্মীদের উদ্দেশ্যে এবছরের বিশ্ব নাট্য দিবসের বার্তা দিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের নাট্যকার, নাট্যনির্মাতা ইলিয়াম ড্যাফো। সেই বার্তা পাঠ করেন সংস্থার নাট্যকর্মী অনিন্দ্য মুখোপাধ্যায়। নাটকের গান পরিবেশন করেন পন্ডিত জগন্নাথ দাশগুপ্ত, সঙ্গীত মৌসুমী চ্যাটার্জী, মনোজ মুখোপাধ্যায়, সহেলী দে, সুনীতা মেদ্দা, মীর আনাম। বক্তব্য রাখেন রবীন্দ্রনাথ পাত্র। আবৃত্তি পরিবেশন করেন চিত্তরঞ্জন ঘোষ।

সংস্থার শিশু–কিশোর নাট্যশিল্পীরা আবৃত্তি পরিবেশন করে। নৃত্য পরিবেশন করে সংস্থার নাট্যকর্মী দেবযানী সিংহ মুখোপাধ্যায়।

সংস্থার নাট্যকর্মী শরদিন্দু মেদ্দা ও অনিন্দ্য মুখোপাধ্যায় শ্রুতিনাটক পরিবেশন করেন, বুদ্ধদেব বসু রচিত কাব্যনাট্য– প্রথম পার্থ। বিষ্ণুপুরের অতীতদিনের নাট্যব্যক্তিত্ব ও নাট্য সংস্থাগুলি সম্পর্কে আলোচনা করেন, তাঁর নিজের ৫২ বছরের নাট্যচর্চার উপলব্ধির কথা বলেন সংস্থার সম্পাদক দুর্গাদাস মুখোপাধ্যায়। তিনি বলেন, 'এই সংস্থার নাট্যচর্চার বয়স ৫৪ বছর। প্রতিবছর বিশ্ব নাট্য দিবস পালনের পাশাপাশি জেলাস্তরীয় বিদ্যালয়ভিত্তিক শিশু–কিশোর নাট্য উৎসব, নাট্য বিষয়ক সেমিনার, বিদ্যালয়ে নাটকের ওয়ার্কশপ করে চলেছি, যাতে নাট্যচর্চার প্রসার ঘটে। নতুন ছেলেমেয়েদের আহ্বান জানাই এই চর্চায়।' অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় সংস্থার নাট্য অভিনেত্রী শিক্ষিকা সোমা ভট্টাচার্য্য ও সহ সম্পাদক অমিত মুখার্জী।

দেবজিৎ ডান্স ইন্সটিটিউটের বাৎসরিক অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২৮ মার্চ মাখালিয়ার উৎপল দত্ত ভবনে অনুষ্ঠিত হল 'দেবজিৎ ডান্স ইন্সটিটিউট' এর তৃতীয় বাৎসরিক অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ হয় প্রদীপ প্রজ্জ্বলন ও নটরাজের প্রতিকৃতিতে মাল্য প্রদানের মাধ্যমে। সম্মানীয় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাখরাহাট গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান বুবাই মাল, বাওয়ালী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষক নিমাই চন্দ্র ঘোষ, বাখরাহাট উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক উত্তম হালদার ও বাচিক শিল্পী– শিল্পী দাস। ইনস্টিটিউটের ছাত্রছাত্রীদের প্রতি বক্তৃতা রাখেন ও তাদের অনুপ্রাণিত করেন ডিডিআই–এর কর্ণধার দেবজিৎ মাল। অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে ইনস্টিটিউটের ছাত্রছাত্রীদের মনোজ্ঞ নৃত্যানুষ্ঠানের মাধ্যমে।

লিটল ভয়েস বিগ ড্রিম–এক কিশোর প্রতিভার সুরেলা উদযাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি : জাসরিন মিউসিক শিশুদের জন্য নির্মিত মনোমুগ্ধকর গান "লিটল ভয়েস বিগ ড্রিম"–এর আনুষ্ঠানিক প্রকাশ হল প্রেস ক্লাবে। এই গানে কণ্ঠ দিয়েছে প্রতিভাবান কিশোরী শিল্পী জাসরিন নাবিহা।

এই বিশেষ সৃষ্টিটি সৃজনশীলতা, নিষ্পাপতা এবং তরুণ প্রতিভার প্রাণবন্ত অভিব্যক্তিকে সংগীতের মাধ্যমে উদযাপন করে, যা সব বয়সের শ্রোতাদের জন্য এক হৃদয়স্পর্শী অভিজ্ঞতা এনে দেবে।

গানটির সুরারোপ করেছেন অশোক ভদ্র এবং এটি প্রযোজনা করেছে শম্পা ক্রিয়েসান। গানের কথা লিখেছেন প্রিয় চট্টোপাধ্যায়, রাজীব দত্ত এবং দেবাংশু চক্রবর্তী। মিউজিক ভিডিওটি দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনা করেছেন সুমিত দাস এবং সুব্রত কারজানা, যা পুরো উপস্থাপনাকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলেছে। এই সংগীতের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন দেবিকা মুখার্জি।

বিশেষ শিশুদের নিয়ে লায়েন্স ক্লাবের অনন্য উদ্যোগ

সমর গঙ্গোপাধ্যায় : ২৯ মার্চ দক্ষিণ কলকাতায় লায়ন্স ক্লাব কলকাতার সাফল্য সম্পৃত–এর উদ্যোগে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের নিয়ে হয়ে গেল একটা সুন্দর অনুষ্ঠান। সেখানে যেমন খুশি ছবি আঁকতে বসেছিল প্রায় ৪৫ জন ছেলে মেয়ে। যাদের শারীরিক, মানসিক বা আচরণগত সীমাবদ্ধতার মধ্যে সংগঠকরা প্রতিভার খোঁজ চালালেন। এর জন্য তাদের সাধুবাদ জানাতেই হয়। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী মৃত্যুঞ্জয় মণ্ডল। এছাড়াও ছিলেন লায়ন্স ক্লাব অফ কলকাতার সাফল্য সম্পৃতের সভাপতি অজয় হালদার, সহ সংগঠনের কো–অর্ডিনেটর সঞ্জয় হালদার ও গৌতম দে।

পশ্চিমবঙ্গে ২০ লক্ষের বেশি বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন মানুষের বাস। আর তাদের জন্য স্কুল মাত্র ৭৪টা। তাও সবগুলো চলে না! অথচ আমাদের দেশে নাকি ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত প্রত্যেক শিশুর শিক্ষার অধিকার আছে। সাধারণ শিশুদের জন্য স্কুল আছে। সেখানে পড়াশোনার পরিবেশ কতটুকু আছে তা আমরা জানি। কিন্তু বিশেষ চাহিদা সম্পন্নরা তো আর পাঁচজনের মতো নয়। তাদের সমাজে বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজন একটু বিশেষ মানসিক যত্নের। শারীরিক বৃদ্ধির সাথে সাথে এদের মানসিক বিকাশ হয়না অসুস্থতার কারণে। অথচ এদের মনের মধ্যে খোঁজ করলে স্পেশ্যাল পাওয়ার পাওয়া যায়। এটা বিজ্ঞানের বিশ্বাস। কিন্তু আমাদের মতো দেশের সরকারের এদের নিয়ে ভাববার অবকাশ কোথায়? বেসরকারী কল্যাণ সমিতিরা নিজেদের প্রচেষ্টায় কয়েকটি স্কুল চালু রেখেছেন। সেখানে কজনের জন্যই বা ব্যবস্থা করা যায়! অনুসন্ধানে দেখা গিয়েছি বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন মানুষদেরকে শুধুমাত্র সমাজ অবহেলা করে না। তাদের পরিবারের বেশিরভাগ সদস্যরা শিশুর মতো সহজ সরল মানুষগুলোকে মেনে নিতে পারেন না।

আতশ কাচে

ভারতের জয়

কোচির জওহরলাল নেহেরু স্টেডিয়ামে এশিয়ান কাপ ফুটবলের যোগ্যতা অর্জন পর্বের ম্যাচে ভারত ২–১ গোলে হংকংকে হারিয়ে দিয়েছে। ভারতের হয়ে রায়ান উইলিয়ামস ও আকাশ মিশ্র গোল করেছেন। হংকং–এর হয়ে গোল করেন এভারটন কামারগো। অন্য ম্যাচে মায়ানমার ২–১ গোলে পাকিস্তানকে, শ্রীলঙ্কা ৩–১ গোলে চীনা তাইপেইকে, মালদ্বীপ ২–১ গোলে তিমর – লেস্টিকে, সিঙ্গাপুর ১–০ গোলে বাংলাদেশকে, ভিয়েতনাম ৩–১ গোলে মালয়েশিয়াকে, লাওস ১–০ গোলে নেপালকে হারিয়ে দিয়েছে।

সম্মানিত শীতল দেবী

ভারতের শীতল দেবী ২০২৫ বর্ষের প্যারা আর্চার সম্মানে সম্মানিত হয়েছেন। ওয়ার্ল্ড আর্চারির তরফে এই ঘোষণা করা হয়েছে। জম্মু–কাশ্মীরের ১৯ বছর বয়সী এই ক্রীড়াবিদ সম্প্রতি বিশ্ব প্যারা আর্চারি চ্যাম্পিয়নশিপে স্বর্ণ পদক জয় করেছেন। এবার তাঁর মুকুটে যুক্ত হল নয়া পালক।

তারিখ বদল

মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট ও ইস্টার কাশীর মধ্যে আইএসএল ফুটবল ম্যাচটি ১২ মে যুব ভারতী ক্রীড়াঙ্গনে অনুষ্ঠিত হবে। পূর্ব নির্ধারিত সূচী অনুসারে ম্যাচটি ২৬ এপ্রিল হওয়ার কথা ছিল। বিধানসভা ভোটের প্রেক্ষিতে ম্যাচ পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে।

মান্ধানা দ্বিতীয়

ভারতের স্মৃতি মান্ধানা আইসিসির মহিলাদের টি–২০ ব্যাটারদের ক্রমতালিকায় দ্বিতীয় স্থান বজায় রেখেছেন। তবে একদিনের ক্রিকেটে স্মৃতি শীর্ষস্থানে আছেন। ভারতীয় অধিনায়ক হরমনপ্রীত কৌর টি–২০ ব্যাটারদের তালিকায় এক ধাপ উঠে চতুর্দশ স্থানে পৌঁছেছেন।

ধোনির চোট

পায়ের মাংসপেশিতে চোটের কারণে চেন্নাই সুপার কিংসের এমএস ধোনি আইপিএলে প্রথম দিকের কয়েকটি ম্যাচ খেলতে পারবেন না। চেন্নাই সুপার কিংসের এর তরফে আজ এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, এম এস ধোনি বর্তমানে পায়ের পেশীর চোট থেকে সুস্থ হওয়ার প্রক্রিয়ায় রয়েছেন। এর ফলে আইপিএলের প্রথম দুই সপ্তাহ তিনি মাঠের বাইরে থাকবেন।

ইতালির বিদায়

পরপর তিনবার ফিফা বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জনে ব্যর্থ ৪ বারের বিশ্বকাপ জয়ী ইতালি। ইউরোপিয়ান প্লে–অফ ফাইনালে বসনিয়া–হার্জেগোভিনার বিরুদ্ধে যোগ্যতা অর্জনের ম্যাচে ১ গোলে এগিয়ে ছিল ইতালি। ৭৯ মিনিটে সমতা ফেরায় বসনিয়া। নির্ধারিত সময় ও অতিরিক্ত সময়ে ১–১ সমতা থাকায়, টাইব্রেকারে ৪–১ গোলে হেরে যায় ইতালি। এই জয়ের ফলে বসনিয়া–হার্জেগোভিনা ইতিহাসে দ্বিতীয়বারের মতো বিশ্বকাপের টিকিট নিশ্চিত করলো।

মেসির নামে স্ট্যান্ড

ইন্টার মায়ামির নতুন ন্যু স্টেডিয়ামের একটি স্ট্যান্ডের নামকরণ করা হচ্ছে লিওনেল মেসির নামে। আর্জেন্টাইন মহাতারকাকে সম্মান জানাতে এই উদ্যোগ নিয়েছে মেজর লিগ সকারের ক্লাবটি। আমেরিকার ক্লাবটি শুক্রবার এক বিবৃতিতে বলেছে, ন্যু স্টেডিয়ামের একটি অংশ 'লিও মেসি স্ট্যান্ড' হিসেবে উদ্বোধন করা হবে।

মারিনের অবসর

তিনবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন স্পেনের ব্যাডমিন্টন তারকা ক্যারোলিনা মারিন অবসরের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ২০১৬ সালে রিয়ো অলিম্পিক্সে সোনা জয়ী ক্যারোলিনা নিজে তার সিদ্ধান্ত জানিয়েছেন। রিয়ো অলিম্পিক্স–এ ফাইনালে তিনি পিভি সিন্ধুকে পরাজিত করেছিলেন। ৩২ বছর বয়সী ক্যারোলিনা জানিয়েছেন ক্রীড়া জগতে সম্মান অর্জন করতে পেরে তিনি গর্বিত।

১৭টি ভেন্যুতে ২২টি ম্যাচ, টিম ইন্ডিয়ার

টানা খেলা, ইডেনে দেখা যাবে কো–রো জুটিকে

সুমনা মণ্ডল: ক্রিকেটপ্রেমীদের চোখ এখন আইপিএল ঘিরে থাকলেও, তারপরই জাতীয় দলের ব্যস্ত সূচি নিয়ে উন্মাদনা বাড়তে শুরু করেছে। ২০২৬–২৭ মরশুমের পূর্ণাঙ্গ হোম সিজনের সূচি ঘোষণা করেছে বিসিসিআই। ১৭ টি ভেন্যুতে মোট ২২ টি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলবে টিম ইন্ডিয়া, যেখানে রয়েছে একাধিক হাইভোল্টেজ সিরিজ। এই সূচির অন্যতম আকর্ষণ ইডেন গার্ডেন্সে ম্যাচ। নতুন বছরের শুরুতেই ৩ জানুয়ারি ভারত বনাম জিম্বাবোয়ে প্রথম একদিনের ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে ইডেনে। যদিও স্টেডিয়ামের সংস্কারকাজ চলার কথা রয়েছে, তবুও সিএবি স্পষ্ট জানিয়েছে, ম্যাচ আয়োজন নিয়ে কোনও সমস্যা হবে না। ধাপে ধাপে সংস্কার চলবে, ফলে সর্বোচ্চ ১০ হাজার দর্শক কমলেও খেলা আয়োজন নির্বিঘ্নেই সম্ভব।

হোম সিজন শুরু হবে সেপ্টেম্বরে, ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে সীমিত ওভারের সিরিজ দিয়ে। এরপর ডিসেম্বর মাসে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে সিরিজ খেলবে ভারত। নতুন বছরের শুরুতে জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের ওডিআই সিরিজ, যার প্রথম ম্যাচই কলকাতায়। সবচেয়ে বড় আকর্ষণ অবশ্য ভারত–অস্ট্রেলিয়ার ঐতিহ্যবাহী বর্ডার–গাভাসকর ট্রফি। ২১ জানুয়ারি নাগপুরে প্রথম টেস্ট দিয়ে শুরু হবে পাঁচ ম্যাচের এই সিরিজ, যা চলবে ৩ মার্চ পর্যন্ত। চেন্নাই, গুয়াহাটি, রাঁচি ও আহমেদাবাদে বাকি ম্যাচগুলি অনুষ্ঠিত হবে।

এদিকে, আইপিএল শেষে ফের জাতীয় দলের জার্সিতে দেখা যাবে বিরাট কোহলি, জসপ্রীত বুমরাহ, শুভমন গিলদের। প্রধান কোচ গৌতম গম্ভীরের সামনে মূল লক্ষ্য ২০২৭ সালের ওডিআই বিশ্বকাপকে সামনে রেখে দলকে প্রস্তুত করা। সূচি ঘোষণার পর থেকেই পরিষ্কার, ঘরের মাঠে আবারও ক্রিকেট উৎসবের আবহ তৈরি হতে চলেছে। কলকাতা সহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা ভক্তরা অপেক্ষায় এখন আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের মহারণের।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের ভারত সফর

২৭ সেপ্টেম্বর: ভারত বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ, ১ম ওডিআই — তিরুবনন্তপুরম
৩০ সেপ্টেম্বর: ২য় ওডিআই — গুয়াহাটি
৩ অক্টোবর: ৩য় ওডিআই — মুলানপুর
৬ অক্টোবর: ১ম টি–২০ — লখনউ
৯ অক্টোবর: ২য় টি–২০ — রাঁচি
১১ অক্টোবর: ৩য় টি–২০ — ইন্দোর
১৪ অক্টোবর: ৪র্থ টি–২০ — হায়দরাবাদ
১৭ অক্টোবর: ৫ম টি–২০ — বেঙ্গালুরু

শ্রীলঙ্কার ভারত সফর

১৩ ডিসেম্বর: ১ম ওডিআই — দিল্লি
১৬ ডিসেম্বর: ২য় ওডিআই — বেঙ্গালুরু
১৯ ডিসেম্বর: ৩য় ওডিআই — আহমেদাবাদ
২২ ডিসেম্বর: ১ম টি–২০ — রাজকোট
২৪ ডিসেম্বর: ২য় টি–২০ — কটক
২৭ ডিসেম্বর: ৩য় টি–২০ — পুণে

জিম্বাবোয়ের ভারত সফর

৩ জানুয়ারি: ১ম ওডিআই — কলকাতা
৬ জানুয়ারি: ২য় ওডিআই — হায়দরাবাদ
৯ জানুয়ারি: ৩য় ওডিআই — মুম্বই

অস্ট্রেলিয়ার ভারত সফর

২১—২৫ জানুয়ারি: ১ম টেস্ট — নাগপুর
২৯ জানুয়ারি—২ ফেব্রুয়ারি: ২য় টেস্ট — চেন্নাই
১১—১৫ ফেব্রুয়ারি: ৩য় টেস্ট — গুয়াহাটি
১৯—২৩ ফেব্রুয়ারি: ৪র্থ টেস্ট — রাঁচি
২৭ ফেব্রুয়ারি—৩ মার্চ: ৫ম টেস্ট — আহমেদাবাদ

১৫ জেলার ১৭০ বক্সারের লড়াই

জাতীয় মঞ্চের লক্ষ্যে উঠে এল নতুন প্রতিভা

নিজস্ব প্রতিনিধি : শহর কলকাতায় তিন দিনব্যাপী উত্তেজনাপূর্ণ লড়াইয়ের পর শেষ হল রাজ্য বক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপ–২০২৬। কলকাতা জেলা বক্সিং অ্যাসোসিয়েশন ও আলিপুর সর্বজনীন ক্লাব বক্সিং অ্যাকাডেমি (চেতলা)–র যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই প্রতিযোগিতা ২৯–৩১ মার্চ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়। পশ্চিমবঙ্গের মোট ১৫ টি জেলা থেকে প্রায় ১৭০ জন বক্সার এই চ্যাম্পিয়নশিপে অংশ নেন। 'যুব পুরুষ', 'যুব মহিলা', 'জুনিয়র বালক' ও 'জুনিয়র বালিকা'—এই ৪টি বিভাগে দলগত ও ব্যক্তিগত শিরোপার জন্য তীব্র

প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা যায়। প্রতিটি বিভাগে ১০টি করে পৃথক ওজন শ্রেণিতে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়, যা পুরো আয়োজনকে আরও প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ করে তোলে। এই প্রতিযোগিতার মাধ্যমে নির্বাচিত সেরা বক্সাররা এবার জাতীয় স্তরে পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধিত্ব করেন। যুব বিভাগে নির্বাচিতরা আগামী ১৩ থেকে ১৯ এপ্রিল অসমের গুয়াহাটি সংলগ্ন সোনাপুরে অনুষ্ঠিত '৮ম জাতীয় যুব পুরুষ ও মহিলা বক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপ'–এ অংশ নেবেন। অন্যদিকে জুনিয়র বিভাগে নির্বাচিত বালক ও বালিকারা ৪–১১ এপ্রিল মহারাষ্ট্রের নাগপুরে আয়োজিত '৭ম অনূর্ধ্ব–১৭ জাতীয় বক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপ'–এ নিজেদের দক্ষতা দেখানোর সুযোগ পাবেন। চ্যাম্পিয়নশিপের উদ্বোধন করেন কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম। উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট ক্রীড়া সংগঠক স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়, উদ্যোক্তা কুণাল সাহা ও অনুষ্ঠান আহ্বায়ক তথা ক্লাব সভাপতি সাহেব দাস।

হেলেঞ্চা মডেলে কালার বেল্ট পরীক্ষা

নিজস্ব প্রতিনিধি : 'হেলেঞ্চা মডেল কমিউনিটি সেন্টারে' অত্যন্ত উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হল এটিএস অ্যাকাডেমীর ২০২৬ সালের কালার–বেল্ট পরীক্ষা। শৃঙ্খলা, আত্মবিশ্বাস ও আত্মরক্ষার শিক্ষাকে কেন্দ্র করে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। অনুষ্ঠানটি পরিচালিত হয় দুইজন বহিরাগত বিশিষ্ট তাই–কুন্ডো প্রশিক্ষকের পৌরহিত্যে। উপস্থিত ছিলেন তিন বারের ব্ল্যাক–বেল্ট (ন্যাশনাল) কোচ সঞ্জু সিংজী এবং দুই বারের ব্ল্যাক–বেল্ট কোচ মোনালিসা সন্তরা। তাঁদের উপস্থিতি অনুষ্ঠানকে আরও গৌরবময় করে তোলে।

এছাড়াও অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, অ্যাকাডেমীর সভাপতি তথা সাংবাদিক উত্তম সাহা, এটিএস তাই–কুন্ডো প্রশিক্ষক দুই বারের ব্লাক–বেল্ট কোচ জহিরুল ইসলাম বিশ্বাস, প্রবীণ ক্রীড়াবিদ শিক্ষক বিষ্ণুপদ মণ্ডল, বিশিষ্ট ক্রীড়াশিক্ষক ও সমাজসেবক অঘোর চন্দ্র হালদার, অ্যাকাডেমীর সহ–সভাপতি শংকর বিশ্বাস সহ ছাত্র–ছাত্রীদের অভিভাবক–অভিভাবিকাবৃন্দ।

অনুষ্ঠানের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল একাডেমির কৃতি ছাত্র–ছাত্রীদের সম্মাননা প্রদান। এই অনুষ্ঠানে এটিএস অ্যাকাডেমীর ছাত্র দুই

বারের ব্লাক–বেল্ট জনিফ ইমলাম বিশ্বাস এবং এক বারের ব্লাক–বেল্ট কনিষ্ঠা বিশ্বাস–কে সনদ প্রদান করা হয়। তাঁদের হাতে সনদ তুলে দেন একাডেমীর সভাপতি উত্তম কুমার সাহা, সহ–সভাপতি শংকর বিশ্বাস, শিক্ষক অঘোর চন্দ্র হালদার এবং শিক্ষক বিষ্ণুপদ মণ্ডল।

সমগ্র অনুষ্ঠানের সঞ্চালনার দায়িত্ব দক্ষতার সঙ্গে পালন করেন এটিএস অ্যাকাডেমীর কোচ জহিরুল ইসলাম বিশ্বাস। পরীক্ষার প্রতিটি ধাপে ছিল শৃঙ্খলা ও কঠোর নিয়মানুবর্তিতা, যা অ্যাকাডেমীর প্রশিক্ষণের মানকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরে।

সবমিলিয়ে আজকের এই কালার–বেল্ট পরীক্ষা শুধুমাত্র একটি আনুষ্ঠানিক পরীক্ষা নয়,বরং ছাত্র–ছাত্রীদের আত্মবিশ্বাস ও ভবিষ্যৎ সাফল্যের পথে এগিয়ে যাওয়ার এক অনুপ্রেরণামূলক অধ্যায় হয়ে রইল। উল্লেখ্য, এই অনুষ্ঠানের অতিথিদের বরন করার জন্য ব্যাচ, উত্তরীয় ও মেমেন্টো দিয়ে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন, রানাঘাট পঞ্চায়েত প্রধানের স্বামী এলেকার বিশিষ্ট সমাজ সেবক সম্রাট মণ্ডল।

এনসিসি বেবি লিগে হাজির বোর্ড সভাপতি

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা সাক্ষী থাকলো এক 'মিনি আইপিএল'–এর। খুদে ক্রিকেটারদের দাপটে জমে উঠল এনসিসি বেবি লিগ ২০২৬–এর ফাইনাল, যা বাংলার জুনিয়র ক্রিকেটে এক নতুন দৃষ্টান্ত গড়লো। তবে দিনের আসল চর্চার কেন্দ্রবিন্দু শুধু খেলা নয়, বরং দায়িত্ব ও আবেগের এক বিরল উদাহরণ। বিসিসিআই সভাপতি পারিবারিক কঠিন পরিস্থিতির মধ্যেও উপস্থিত থাকলেন এই ফাইনালে। বিবেকানন্দ ক্লাবে আয়োজিত ফাইনালে মুখোমুখি হয়েছিল পাটুলি ক্রিকেট অ্যাকাডেমি ও পল্লীশ্রী ক্রিকেট অ্যাকাডেমি। একপেশে ম্যাচে ৭৪

রানের বড় ব্যবধানে জয় তুলে নিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয় পল্লীশ্রী ক্রিকেট অ্যাকাডেমি। এই টুর্নামেন্টের মূল উদ্যোক্তা অভিষেক ডালমিয়ার উদ্যোগে অনূর্ধ্ব–১০ ক্রিকেটারদের জন্য তৈরি এই মঞ্চ ইতিমধ্যেই প্রশংসা কুড়িয়েছে ক্রিকেটমহলে। ফাইনালে উপস্থিত থেকে খুঁদে ক্রিকেটারদের পারফরম্যান্সে মুগ্ধ হন বোর্ড সভাপতি মিঠুন মানহাস। তিনি বলেন, 'এত অল্প বয়সে ক্রিকেটারদের এই আবেগ ও চাপ সামলানোর ক্ষমতা সত্যিই বিস্ময়কর।' এদিন মাঠে উপস্থিত ছিলেন ঝুলন গোস্বামী, সম্বরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোজ তিওয়াড়ি, অনুষ্টুপ মজুমদারসহ সহ প্রাক্তন একাধিক ক্রিকেটার। মিঠুন মানহাসের মতে, এই ধরনের উদ্যোগ ভবিষ্যতের ক্রিকেটার তৈরির ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর কথায়, 'খুঁদে ক্রিকেটারদের ছোটবেলা থেকেই মাঠে এনে খেলায় যুক্ত করা দরকার। সেই দিক থেকে এই বেবি লিগ এক অসাধারণ উদ্যোগ।' মূল উদ্যোক্তা অভিষেক ডালমিয়া বলেন, 'এই টুর্নামেন্টের মূল লক্ষ্য ছিল শিশু ক্রিকেটারদের নিজেদের প্রতিভা তুলে ধরার সুযোগ করে দেওয়া। সেই লক্ষ্য যে সফল, তা ফাইনালের খেলাই প্রমাণ করেছে।'

রোহিতের রেকর্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি : রোহিত শর্মা আইপিএলে একটি নির্দিষ্ট দলের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশি রান করার রেকর্ড করেছেন। মুম্বইতে কলকাতা নাইট রাইডার্সের বিরুদ্ধে ৭৮ রানের ম্যাচ জেতানো ইনিংস খেলে এই রেকর্ড করেন রোহিত। কলকাতা নাইট রাইডার্সের বিরুদ্ধে রোহিত ৩৬ ম্যাচে ১১৬১ রান করেছেন। ডেকান চার্জার্স ও মুম্বই ইন্ডিয়ান্স এই দুই দলের হয়ে খেলে কেকেআরের বিরুদ্ধে এই রান করেছেন রোহিত। মুম্বই ইন্ডিয়ান্স–এর প্রাক্তন অধিনায়ক এদিন রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালুরুর হয়ে খেলা বিরাট কোহলির চেন্নাই সুপার কিংসের বিরুদ্ধে করা রানের রেকর্ড ভেঙে দিয়েছেন। বিরাট কোহলি চেন্নাই সুপার কিংসের বিরুদ্ধে ৩৬ ম্যাচে ১১৬০ রান করেছেন। এর পাশাপাশি বিরাট কোহলি পাঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে ৩৬ ম্যাচে ১১৫৯ ও দিল্লি ক্যাপিটালস এর বিরুদ্ধে ৩২ ম্যাচে ১১৫৪ রান করেছেন।

আন্তঃরাজ্য ক্রিকেটে বীরভূমের জয়

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১৬টি রাজ্যের আন্তঃরাজ্য টেনিস ক্রিকেট প্রতিযোগিতা প্রেসিডেন্ট কাপ–এ বাংলার দলে ঠাঁই পেল বীরভূম জেলার কীর্ণাহারের আলিগ্রামের জিৎ ঘোষ। ৩১ মার্চ থেকে ৫ এপ্রিল মহারাষ্ট্রের থানেতে দাদোজি কোন্ডদেব স্টেডিয়ামে সংশ্লিষ্ট

প্রতিযোগিতাটগ চলবে। টেনিস বলের ক্রিকেট প্রতিযোগিতা প্রেসিডেন্ট কাপের আয়োজক টেনিস ক্রিকেট স্পোর্টস ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া। এই নকআউট প্রতিযোগিতায় পশ্চিমবঙ্গের পাশাপাশি মহারাষ্ট্র, উত্তরপ্রদেশ, ঝাড়খন্ড সহ ১৬ দল অংশগ্রহণ করছে। বাংলার জন্য ১৫ জনের একটি দল বাছাই করা হয়েছে। সেখানে স্থান পেয়েছে জিৎ। জিৎ বলেন, 'সুযোগ পেয়ে ভালো লাগছে রাজ্যের হয়ে খেলবো তবে আমার লক্ষ্য দেশের হয়ে খেলা।'

দিল্লির বৈঠকে অপমানের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভারতীয় ফুটবলের সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থা এআইএফএফের অন্দরে বিতর্কের আগুন ফের জ্বলে উঠেছে। এবার সরাসরি সভাপতি কল্যাণ চৌবে, সহ–সভাপতি এনএ হ্যারিস এবং সহ–সচিব এম সত্যনারায়ণের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ তুললেন ফেডারেশনের মহিলা কমিটির প্রধান ভালাঙ্কা আলেমাও।

অভিযোগ, ২৯ মার্চ দিল্লির ফুটবল হাউসে কার্যকরী কমিটির বৈঠকে তাঁকে বারবার থামিয়ে দেওয়া হয়, কথা বলতে দেওয়া হয়নি এবং অপমানজনক মন্তব্য করা হয়। বিষয়টি নিয়ে এক্সিকিউটিভ কমিটির সদস্যদের উদ্দেশে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন ভালাঙ্কা। তাঁর দাবি, বৈঠক জুড়ে তাঁকে লক্ষ্য করে চড়া গলায় কথা বলা হয়েছে এবং মানসিকভাবে হেনস্থা করা হয়েছে।

চিঠিতে তিনি উল্লেখ করেন, 'সভাপতি ও অন্যান্য কর্তা আমার ওপর চিৎকার করে কথা বলেন। আমাকে ভীত করার চেষ্টা করা হয় এবং বারবার অসম্মানজনক মন্তব্য করা হয়। পুরো বৈঠকেই আমাকে টার্গেট করা হয়েছে।' ভালাঙ্কা আলেমাওয়ের সঙ্গে কল্যাণ চৌবের মতবিরোধ অবশ্য নতুন নয়। এর আগেও ফেডারেশনের কাজের ধরন, বিশেষ করে অস্ট্রেলিয়ায় মহিলা এশিয়ান কাপ চলাকালীন সংগঠনগত ত্রুটি নিয়ে সরব হয়েছিলেন তিনি। তাঁর অভিযোগ, গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলি গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে না নিয়ে কয়েকজন কর্তা নিজেদের মধ্যেই তা

চূড়ান্ত করেন। উল্লেখযোগ্যভাবে, ভালাঙ্কা আলেমাও শুধু চার্চিল ব্রাদার্সের সিইও–ই নন, তিনি গোয়ার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর কন্যা এবং ২০২৫–২৯ মেয়াদে ফিফার মহিলা ফুটবল ডেভেলপমেন্ট কমিটির সদস্য হিসেবেও নির্বাচিত হয়েছেন–প্রথম ভারতীয় হিসেবে। এমন একজন আন্তর্জাতিক মানের প্রশাসকের সঙ্গে দেশের ফেডারেশনের এই আচরণে প্রশ্ন উঠছে ভারতীয় ফুটবলের ভাবমূর্তি নিয়ে। অন্যদিকে, এই অভিযোগ অস্বীকার করে পাল্টা সুর চড়িয়েছে এআইএফএফ। ফেডারেশনের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে, চার্চিল ব্রাদার্সকে আইএসএলে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য চাপ তৈরি করতেই এই ধরনের অভিযোগ আনা হচ্ছে। সব মিলিয়ে, একের পর এক বিতর্কে জর্জরিত ভারতীয় ফুটবল প্রশাসন। কল্যাণ–ভালাঙ্কা দ্বন্দ্বে ফের প্রকাশ্যে এল ফেডারেশনের অন্তর্দ্বন্দ্ব, যা ভবিষ্যতে ভারতীয় ফুটবলের ওপর কী প্রভাব ফেলবে, তা নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে ক্রীড়ামহলে।

অনূর্ধ্ব ১৫ লিগ: চ্যাম্পিয়ন পল্লীশ্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি : শেষ হল সিএবি আয়োজিত অনূর্ধ্ব–১৫ লিগ। ফাইনাল ম্যাচ ঘিরে এদিন ইউনিভার্সিটি মাঠে ছিল উৎসবের আবহ। এই টুর্নামেন্টে ৪০০–রও বেশি দলের অংশগ্রহণে এই প্রতিযোগিতার শেষে ফাইনালে মুখোমুখি হয় পল্লীশ্রী মধ্যমগ্রাম ও সম্বরণ অ্যাকাডেমি। টানটান

উত্তেজনার ম্যাচে শেষ পর্যন্ত ২৩ রানের ব্যবধানে জয় ছিনিয়ে নেয় পল্লীশ্রী মধ্যমগ্রাম। উপস্থিত ছিলেন সিএবি সচিব বাবলু কোলে, সিএবির অবজার্ভার কমিটির চেয়ারম্যান শ্রীমন্ত কুমার মল্লিক। এছাড়াও ছিলেন আব্দুল মোনায়েম, মদন ঘোষ সহ একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তি। তরুণ ক্রিকেটারদের পারফরম্যান্সে মুগ্ধ হন সকলেই।

প্রকাশিত

লাল দ্বীপের বাসিন্দা

যৌনপেশা এবং যৌনকর্মী সমাজ

পলাশ পান

সংগ্রহ করতে যোগাযোগ করুন নিকটবর্তী স্টলে

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 9088703044 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি–র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, গ্রাম–সামালি, পোস্ট–ন'হাজারি, থানা–বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা–৭০০ ০২৭ (ফোন–২৪৭৯–৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। কার্যকরী সম্পাদক : প্রণব গুহ। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩–২৮৩৯–১৫৪৪, ই–মেল–alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com